পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 227 Saturday, 18 July, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২২৭ সংখ্যা ❋ ১ শ্রাবণ ১৪৩৩, শনিবার, ১৮ জুলাই ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

মুর্শিদাবাদে রেলগেটে মর্মান্তিক পুলকার দুর্ঘটনা, মৃত ৫

কোনও গাফিলতি সহ্য করব না মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ও মুর্শিদাবাদ, ১৭ জুলাইঃ শুক্রবার সকালে মুর্শিদাবাদে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। রেলের গেটম্যানের গাফিলতির জেরে ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে গেল ছাত্র বোঝাই একটি বেসরকারি স্কুলের পুলকার। ঘটনাস্থলেই দুই ছাত্রের মৃত্যু হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় আরও একজনের। হাসপাতালে মৃত্যু হয় ১ জনের। মৃত্যু হয় ১ পথচারিরও। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সকাল সাতটা নাগাদ, বহরমপুর থানার অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণ ও গোবিন্দপুর স্টেশনের মাঝের একটি লেভেল ক্রসিংয়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রয়্যাল একাডেমি নামের একটি বেসরকারি স্কুলের পুলকারে ৮ জন ছাত্র ছিল। প্রতিদিনের মতোই তারা স্কুলে যাচ্ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, প্রথমে আপ লাইনে একটি ট্রেন যাওয়ার পর গেটম্যান রেলগেট তুলে দেয়। সেই সময় পুলকারটি লাইন পার হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই উল্টো দিক থেকে তীব্র গতিতে চলে আসে নিমতিতা-কাটোয়া ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেন। অভিযোগ, ততক্ষণে উল্টো দিকের গেট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গাড়িটির এগোনো বা পিছোনোর কোনও রাস্তা ছিল না। চলন্ত ট্রেন সজোরে ধাক্কা মারে পুলকারটিতে। ধাক্কার অভিঘাতে গাড়িটি দুমড়ে মুচড়ে

যায়। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন। তারাই আহত ছাত্রদের উদ্ধার করে প্রথমে কর্ণসুবর্ণ ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকরা অবস্থা গুরুতর দেখে তাদের দ্রুত মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় আরও এক ছাত্রের মৃত্যু হয়। নিহতদের মধ্যে রয়েছে ভরতপুর থানা এলাকার বাসিন্দা ইসানুর রহমান। সে রয়্যাল একাডেমির তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। ইসানুরের ঠাকুমা শবরুন্নেশা কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, ''আমার নাতি প্রতিদিন পুলকারে করেই স্কুলে যায়। সকালে শুনলাম রেলগেটে দুর্ঘটনা। লোকজন বলছে, কিছুক্ষণ আগে একটা ট্রেন যাওয়ার পর গেট খুলে দেওয়া হয়েছিল। তারপর গেটম্যান পরের ট্রেন আসার সময় গেট ফেলতে ভুলে যায়। এখন আমার নাতি মুর্শিদাবাদ মেডিকেলে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে।'' দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বহরমপুর থানার পুলিশ ও রেলের আধিকারিকরা। পুলকারটি উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, রেলের গেট খোলা থাকলে সিগন্যাল লাল থাকার কথা।

● এরপর ৬ পাতায়...

'সশরীরে আদালতে এসেই কৈফিয়ত দিতে হবে'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুলাইঃ সশরীরে হাজিরা দিতেই হবে উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসককে। স্পষ্ট জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বেআইনি নির্মাণ ও জবরদখল নিয়ে একটি মামলায় ভর্ৎসনার মুখে পড়েছিলেন তিনি। তিনবার দায়সারা রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছিলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী। সেইসময়ই বিচারপতি জানিয়ে দিয়েছিলেন, হলফনামা ও রিপোর্ট নিয়ে সশরীরে হাজিরা দিতে হবে জেলাশাসককে। তবে, আজ ভার্চুয়ালি হাজিরার আবেদন জানিয়ে ফের হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল। কিন্তু, সেই আবেদন খারিজ করে দেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী। আজ ফের আদালতের ভর্ৎসনার মুখে পড়েন উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শিল্পা গৌরীসারিয়া। এদিন, রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবেদন করেন, যদি জেলাশাসকের হাজিরা এগিয়ে আনা যায়। সেইসঙ্গে ভার্চুয়ালি হাজিরার আবেদনও করেন তিনি। আগের হলফনামা সঠিক ছিল না স্বীকার করে নিয়েছেন এজি। কিন্তু, আবেদন খারিজ করে দেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি।

● এরপর ৬ পাতায়...

'এসআইআর-এ নাম বাদ মানেই নাগরিকত্ব হারানো নয়'

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাইঃ বাংলায় এসআইআর-এ নাম বাদ যাওয়া ব্যক্তিরা অন্নপূর্ণা যোজনা-সহ একাধিক প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন- এই নিয়ে অভিযোগ এবার পৌঁছল সুপ্রিম কোর্টে। শুনানিতে কী জানাল শীর্ষ আদালত?

এসআইআর-এ বিচারাধীন আবেদনকারীদের সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টকে পরিস্কার নির্দেশিকা জারি করার আবেদন জানালেন আইনজীবী গোপাল শঙ্করায়ণ। এ বিষয়ে এসওপি ঠিক করে দেওয়ার আবেদন জানান তিনি। এ ক্ষেত্রে পাসপোর্টের মত নথিকে নাগরিকত্বের পরিচায়ক হিসেবে ঘোষণা করার আবেদন করেন মামলাকারীর আইনজীবী। এসআইআর-এর কারণে অন্নপূর্ণা যোজনার মতো সামাজিক প্রকল্পগুলির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ সংক্রান্ত মামলার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বেঞ্চ এদিন স্পষ্ট জানিয়ে দেয়- 'ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার অর্থ নাগরিকত্ব হারানো নয়।' এক্ষেত্রে কমিশনের এক্তিয়ারের রূপরেখাও বেঁধে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিহার এসআইআর মামলার প্রসঙ্গ টেনে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির পর্যবেক্ষণ, ''আমাদের রায় অত্যন্ত স্পষ্ট। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯, ১০, ১১ ও ১২-র অধীনে অবস্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে (নাগরিকত্ব) জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কোনও

● এরপর ৬ পাতায়...

ভারতীয় রেলে ইতিহাস

মোদীর হাত ধরে ছুটল প্রথম হাইড্রোজেনচালিত ট্রেন

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাইঃ ভারতের রেল পরিবহণে নতুন যুগের সূচনা হল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উদ্বোধন করলেন এই অভিনব রেল প্রযুক্তির এই প্রথম ভারতে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ট্রেন চালানো হচ্ছে। এই প্রযুক্তিতে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, যা প্রচলিত ডিজেল ইঞ্জিনের তুলনায় অনেক বেশি পরিবেশবান্ধব। ফলে বায়ুদূষণ কমবে এবং কার্বন নিঃসরণও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। প্রকল্পের অংশ হিসেবে হাইড্রোজেন সংরক্ষণ এবং রিফুয়েলিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোও গড়ে তোলা হয়েছে। উদ্বোধনের আগে সমাজমাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লেখেন, 'ভারত বিশ্বের সেই অল্প কয়েকটি দেশের তালিকায় জায়গা করে নিল, যেখানে হাইড্রোজেনচালিত ট্রেন চালু হয়েছে।' তাঁর মতে, এই উদ্যোগ রেল পরিষেবায় পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তির ব্যবহারকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। রেল মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, এটি একটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে শুরু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে হাইড্রোজেন প্রযুক্তির কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হবে। ভবিষ্যতে দেশের বিভিন্ন রুটে পরিবেশবান্ধব ট্রেন চালুর পরিকল্পনায় এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ১০ কোচের এই ট্রেনে প্রায় ২,৬০০ জন যাত্রী একসঙ্গে যাতায়াত করতে পারবেন। ট্রেনটি ১২০০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল প্রপালশন সিস্টেমে চলবে। এর সর্বোচ্চ অনুমোদিত গতি ঘণ্টায় ৭৫ কিলোমিটার হলেও নকশা অনুযায়ী ট্রেনটির সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। জিন্দ জংশন, গোহানা জংশন এবং সোনিপতকে সংযুক্ত করবে এই ট্রেন। এছাড়া জিন্দ সিটি, পান্ডু পিন্ডারা জংশন, ললিত খেরা হল্ট, ভামভেওয়া, ইসাপুর খেরি হল্ট, বুতানা হল্ট, খান্দরাই হল্ট, রাবরা হল্ট, লাঠ হল্ট, মোহানা, বারওয়াসনি হল্ট এবং সোনিপত নিউ-সহ একাধিক স্টেশনে ট্রেনটির নির্ধারিত স্টপেজ থাকবে।

'হাজার কোটির বিনিয়োগ, বাইরে যাওয়া ছেলেদের ফেরাতে হবে!'

শিল্প নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৭ জুলাইঃ শুক্রবার বাঁকুড়ায় শ্যাম স্টিলের একটি নতুন ইউনিটের শিলান্যাস করতে যান মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ''এখানে হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হতে চলেছে। প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হবে।'' রাজ্যের শিল্পায়ন এবং কর্মসংস্থান নিয়ে এবার এক বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া থেকে শুরু করে বীরভূমের মত জেলাগুলিতে শিল্পের চাকা ঘোরানোর লক্ষ্যে রাজ্য যে কোমর বেঁধে নামছে, তা এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, প্রান্তিক জেলাগুলিতে যদি বড় শিল্প না আনা যায়, তবে রাজ্যের সামগ্রিক পরিকাঠামোগত উন্নয়ন থমকে যাবে। একই সঙ্গে থমকে যাবে অনুসারী শিল্পের বাড়বাড়ন্তও। এদিন রাজ্যের কর্মসংস্থান ও পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম- এইসব জায়গায় শিল্প না আনতে পারলে এখানকার পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সম্ভব নয়। অনুসারী শিল্পের প্রসারও ঘটবে না। এর ফলে যেটা হচ্ছে, এই অঞ্চলের প্রত্যেকটা গ্রাম থেকে হাজার হাজার ছেলে কাজের খোঁজে বাইরের রাজ্যে চলে গেছে।'' মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই বৃহ বিনিয়োগের ফলে যেমন পরিযায়ী যুবকদের ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে, তেমনই রাজ্যের নিজস্ব অর্থনীতির ভিত আরও মজবুত হবে। শিল্পের হাত ধরে কীভাবে রাজ্যের কোষাগার সমৃদ্ধ হবে, সেই খতিয়ানও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, বড় শিল্প এলে বিদ্যুৎ থেকে শুরু করে জল-সব ক্ষেত্র থেকেই সরকারের নিজস্ব রেভিনিউ বা রাজস্ব আদায় বাড়বে। যা পরোক্ষভাবে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক বুনিয়াদকে আরও শক্তিশালী করবে। সব মিলিয়ে এই বিনিয়োগকে অত্যন্ত ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ''সেই কারণেই এটা একটা অত্যন্ত বড় উদ্যোগ, শুভ উদ্যোগ এবং বাংলার পক্ষে অত্যন্ত ভাল উদ্যোগ।''

● এরপর ৬ পাতায়...

সংসদ অভিযান সফল না হলে আমি ভূত হয়ে ফিরে আসব, বার্তা সোনম ওয়াংচুকের

সংবাদ সংস্থা, ১৭ জুলাইঃ নিট-সহ একাধিক প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে সরব সমাজকর্মী ও শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুক। তাঁর আমরণ অনশন আন্দোলন শুক্রবার পা দিল ২০তম দিনে। কিন্তু দীর্ঘ অনশনের জেরে সোনম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটেছে। চিকিৎসকরা ইতিমধ্যেই সতর্কবার্তা জারি করে জানিয়েছেন, যে কোনও মুহূর্তে তাঁর শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল হতে পারে। তবে এই চরম শারীরিক কষ্টের মধ্যেও অদম্য লাদাখের এই বীর সন্তান। দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সোনম ওয়াংচুক স্বীকার করেন যে, তাঁর শারীরিক শক্তি ক্রমশ ক্ষয় হচ্ছে। তবে তাঁর মানসিক দৃঢ়তা এখনও অটুট রয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, ''আমি ২০ জুলাই পর্যন্ত যে কোনও উপায়ে বেঁচে থাকব যাতে আপনাদের সঙ্গে সংসদে মার্চ করতে পারি। যদি আমাদের সংসদ অভিযান সফল না হয়, তবে আমি ভূত হয়ে ফিরে আসব।'' তাঁর এই মন্তব্যে উপস্থিত জনতার মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়। তিনি পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে বলেন, এই আন্দোলন হলো রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও গণতন্ত্রের আসল পাঠ। সোনম ওয়াংচুকের কথায়, ''বাইরে থেকে আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি, কিন্তু ভেতর থেকে আমি

● এরপর ৬ পাতায়...

বিধানসভায় সই জাল কাণ্ডে এক মাসের রক্ষাকবচ অভিষেককে!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুলাইঃ রাজ্য বিধানসভার সই জালিয়াতি সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট বিরাট স্বস্তি দিল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁকে এক মাসের রক্ষাকবচ দিলেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ। শুক্রবারই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর খারিজের আবেদন ঘিরে রাজ্য সরকারকে নোটিস দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি কৌশিক চন্দের এজলাসে মামলার শুনানি ছিল। সেখানে বিচারপতি বলেন, আগামী সপ্তাহে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। তার আগে এই বিষয়ে রাজ্য সরকারকে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে। এই মামলার সূত্রপাত বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। বিধানসভার স্পিকারের কাছে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি চিঠি জমা দেওয়া হয়েছিল, যেখানে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে মনোনীত করার কথা উল্লেখ ছিল। অভিযোগ ওঠে, ওই চিঠিতে কয়েক জন বিধায়কের সইয়ে কারচুপি করা হয়েছে। চিঠিতে দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরও ছিল। সেই সূত্রেই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয় এবং পরে পুলিশ এফআইআর নথিভুক্ত করে। পরবর্তীতে তদন্তের দায়িত্ব রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে হস্তান্তর করা হয়। তদন্তভার হাতে পাওয়ার পর সিআইডি একাধিকবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তদন্তের স্বার্থে তাঁকে নোটিসও পাঠানো হয়েছিল। সেই নোটিসকে চ্যালেঞ্জ করে এর আগেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিষেক। সে সময় আদালত তাঁকে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দিয়েছিল। তবে এবার তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে মূল এফআইআর-টিই বাতিল করার আবেদন জানিয়েছেন। এরই মধ্যে বিচারপতি কৌশিক চন্দ স্বস্তি দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। স্পষ্ট নির্দেশ, এক মাস তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না। এই বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল তৃণমূলেরই দুই জয়ী বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্দীপন সাহার অভিযোগকে কেন্দ্র করে।

● এরপর ৬ পাতায়...

ঋতব্রত শিবিরে যোগ দিলেন বিশ্বজিৎ দাস

'আসল' তৃণমূলের আরও শক্তি বাড়ালেন তাপসও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুলাইঃ বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল কংগ্রেসের ভাঙন যেন থামার নামই নিচ্ছে না। একের পর এক নেতা, বিধায়ক ও সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ মুখ কালীঘাট শিবির ছেড়ে যোগ দিচ্ছেন ঋতব্রত বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন বিশ্বজিৎ দাস। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক আখরুজ্জামানও। বৈঠকের পরই স্পষ্ট হয়ে যায়, কালীঘাট শিবিরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে

বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন 'আসল' তৃণমূলে। শুক্রবার সেই তালিকায় যুক্ত হল আরও দুটি পরিচিত নাম। বনগাঁ উত্তরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি বিশ্বজি দাস এবং রাজারহাট-নিউটাউনের প্রাক্তন বিধায়ক তথা বারাসত সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি তাপস চট্টোপাধ্যায়। এদিন বিধানসভায় ঋতব্রতের নেতৃত্বাধীন শিবিরেই নাম লিখিয়েছেন বিশ্বজিৎ। কিছুক্ষণের মধ্যেই একই পথে হাঁটেন তাপস চট্টোপাধ্যায়ও। ফলে ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচির আগে ঋতব্রত শিবিরের সাংগঠনিক শক্তি আরও বাড়ল বলেই রাজনৈতিক মহলের মত। বিশ্বজিৎ দাসের রাজনৈতিক জীবনে দলবদলের ইতিহাস নতুন নয়।

● এরপর ৬ পাতায়...

'ফিজিক্যালি ওইদিকে গেলেও মনটা আমাদের দিকেই!'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ জুলাইঃ লাদাখের পরিবেশবিদ সোনম ওয়াংচুকের সমর্থনে বিধানসভা চত্বরে তখন ধর্নায় বসেছে 'কালীঘাটপন্থী তৃণমূল কংগ্রেস'। হাজির কুণাল ঘোষ, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়রা। ঠিক তখনই সেখানে নাটকীয় এন্ট্রি কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রের। মঙ্গলবারই তৃণমূলের একাংশের বিরোধী হিসেবে পরিচিত সন্দীপন সাহার বাড়িতে গিয়ে জল্পনা বাড়িয়েছিলেন মদন। আর পরদিনই বিধানসভায় এসে তৃণমূলের সব পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার বড় ঘোষণা করেন তিনি। তাও আবার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে, তাঁর পাশে বসেই। এমন এক চরম

রাজনৈতিক আবহে ধর্না মঞ্চে মদন মিত্রকে সামনে পেয়েই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে হালকা চালে অথচ তীব্র রাজনৈতিক খোঁচা দিলেন কুণাল ঘোষ। আর পাল্টা দিতে ছাড়লেন না 'কালারফুল' মদনও। দুই নেতার এই কথোপকথন ও খুনসুটি এখন রাজ্য রাজনীতির সবচেয়ে বড় চর্চার বিষয়। ধর্না মঞ্চে মদন মিত্র হাজির হতেই সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলেন তৃণমূলের অন্যতম মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। মদনের ইস্তফা ও সমীকরণ বদল নিয়ে মজা করে কুণাল বলেন, ''মদনদা শারীরিকভাবে, ফিজিক্যালি হয়তো ওইদিকে গেছেন, কিন্তু মদনদাও বিশ্বাস করেন রেপিস্ট কে। মদনদার মন কিন্তু অন্যদিকে পড়ে আছে! আসলে কাপুরুষের মতো ইডি দিয়ে ওঁর, বউদি আর ছেলেদের নোটিশ পাঠিয়েছে। ফলে

● এরপর ৬ পাতায়...

রাম মন্দির অনুদান দুর্নীতি

সোমবার সুপ্রিম কোর্টে অন্তর্বর্তী রিপোর্ট জমা দিচ্ছে সিট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাইঃ অযোধ্যার রাম মন্দিরে কোটি কোটি টাকার অনুদান তছরুপের অভিযোগে রাজ্য রাজনীতি থেকে জাতীয় স্তর - তোলপাড় সব মহল। এই বহুচর্চিত দুর্নীতি মামলার তদন্তে এবার এক বড়সড় মোড় আসতে চলেছে। সূত্রের খবর, শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে আগামী সোমবার সুপ্রিম কোর্টে মামলার অন্তর্বর্তী স্ট্যাটাস রিপোর্ট বা অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিতে চলেছে বিশেষ তদন্তকারী দল। এখানেই শেষ নয়, শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের তহবিলে আর্থিক অনিয়মের এই পাহাড়প্রমাণ ঘটনার জট ছাড়াতে তদন্তের জন্য আরও কিছুটা সময় চাইতে পারে সিট। জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাছে তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার জন্য অতিরিক্ত মেয়াদের আর্জি জানাতে পারেন এই বিশেষ তদন্তকারী দলের সদস্যরা। কয়েক দিন আগেই সুপ্রিম কোর্টে রাম মন্দির ট্রাস্টের কোটি কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে একটি মামলার শুনানি হয়েছিল। সেই শুনানিতেই শীর্ষ আদালত পুরো ঘটনার একটি নিরপেক্ষ এবং সময়সীমা মেনে তদন্তের দাবি

সংক্রান্ত পিটিশনের ভিত্তিতে নির্দেশ জারি করেছিল। সুপ্রিম কোর্ট সাফ জানায়, তছরুপের ঘটনার তদন্ত কোন পথে এগোচ্ছে, তা জানাতে দ্রুত স্ট্যাটাস রিপোর্ট পেশ করতে হবে সিট-কে। আদালতের সেই কড়া নির্দেশের জেরেই আগামী সোমবার এই অন্তর্বর্তী রিপোর্ট জমা পড়তে চলেছে সুপ্রিম কোর্টে। ঘটনার সূত্রপাত গত জুন মাসে। রাম মন্দির ট্রাস্টের তরফেই যখন বিপুল পরিমাণ অনুদান ও অনুদানের চেকে নয়ছয়ের অভিযোগ করা হয়, তখনই দ্রুত পদক্ষেপ করে যোগী আদিত্যনাথের সরকার। গত ১৩ জুন ট্রাস্টের অনুরোধেই উত্তরপ্রদেশ সরকার তিন সদস্যের এই উচ্চপর্যায়ের সিট গঠন করা হয়। এই বিশেষ তদন্তকারী দলে রয়েছেন প্রশাসনের বেশ কয়েকজন পোড়খাওয়া ও অভিজ্ঞ আধিকারিক। দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন লখনউয়ের ডিভিশনাল কমিশনার বিজয় বিশ্বাস পন্থ। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল কিরণ এস এবং অর্থ দফতরের বিশেষ সচিব নীল রতন। প্রাথমিকভাবে এই কমিটিকে তদন্ত শেষ করার জন্য মাত্র ১৫ দিনের সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আর্থিক জালিয়াতির জাল এতটাই গভীরে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, পরবর্তীতে আরও ১৫ দিন সময় বাড়ানো হয়। গত ২৩ জুন রাজ্য সরকারের কাছে একটি প্রাথমিক ৯ পাতার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছিল সিট। আর সেই প্রাথমিক রিপোর্টের উপর ভিত্তি

● এরপর ৬ পাতায়...

দিল্লির নতুন কমিশনার হলেন অনুরাগ কুমার

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৭ জুলাইঃ বরিষ্ঠ আইপিএস অনুরাগ কুমারকে দিল্লির নতুন পুলিশ কমিশনার পদে নিযুক্ত করলো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। তাঁর এই নিযাে়গের বিষয়ে শুক্রবার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, কার্যভার গ্রহণের দিন থেকে তাঁর এই নিয়োগ কার্যকর হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান পুলিশ কমিশনার সতীশ গোলচার স্থলাভিষিক্ত হবেন ১৯৯৪ ব্যাচের এজিএমইউটি ক্যাডারের বরিষ্ঠ আইপিএস অনুরাগ কুমার।উল্লেখ্য, দিল্লি পুলিশের শীর্ষ পদে এই রদবদলকে প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। অনুরাগ কুমারকে এমন এক সময়ে দেশের জাতীয় রাজধানীর আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দাযিত্ব অর্পণ করা হলো, যখন সাইবার অপরাধ, মাদক পাচার, নারীদের নিরাপত্তা এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার মতো চ্যালেঞ্জগুলো ক্রমাগত বাড়ছে। দিল্লির পুলিশ মহল মনে করছে অভিজ্ঞ আইপিএস অনুরাগ কুমার দক্ষ হাতে সামলাবেন এই দাযিত্বভার।

বিগত ১২ বছরে রেলে হওয়া পরিবর্তন ভারতকে উল্লেখযোগ্য সুবিধা এনে দিয়েছে ঃপ্রধানমন্ত্রী

জিন্দ, ১৭ জুলাই ঃ বিগত ১২ বছরে রেলে হওয়া পরিবর্তন ভারতকে উল্লেখযোগ্য সুবিধা এনে দিয়েছে, জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার হরিয়ানার জিন্দে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিগত ১২ বছরে ভারতীয় রেলের ব্যাপক পরিবর্তন ভারতকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা দিয়েছে। গত কয়েক মাস ধরে পশ্চিম এশিয়া, বিশেষ করে হরমুজ প্রণালী অঞ্চল, সংঘাত ও অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হচ্ছে। ভারতের অপরিশোধিত তেল, ডিজেল, এলপিজি এবং কৃষকদের জন্য সারের একটি বড় অংশ এই সামুদ্রিক পথ দিয়েই আসে। ২০১৪ সালের আগে যদি এমন পরিস্থিতি তৈরি হতো, তাহলে ভারতের রেল নেটওয়ার্কের একটি বড় অংশ স্থবির হয়ে পড়ত, কারণ সেই সময়ে অনেক ট্রেন শুধুমাত্র ডিজেলের উপর নির্ভরশীল ছিল। জ্বালানি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটলে একটি বড় সংকট তৈরি হতে পারত। কিন্তু এটি ২০১৪ সালের ভারত নয়। এখনকার ভারত এমন এক ভারত, যা অনেক আগেই চ্যালেঞ্জগুলো অনুমান করে এবং তার সমাধান বাস্তবায়ন করে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটা জেনে আপনারা অবাক হবেন, ভারতীয় রেলের বিদ্যুতায়ন শুরু হয়েছিল ১৯২৫ সালে। ১৯২৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত, প্রায় ৯০ বছরে, ভারতের রেল নেটওয়ার্কের মাত্র ৩০, অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশের কম, বিদ্যুতায়িত করা সম্ভব হয়েছিল, যেখানে নেটওয়ার্কের ৭০ ডিজেলের উপর নির্ভরশীল ছিল। এই গতিতে, ১০০ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করতে আরও শত শত বছর লেগে যেত। কিন্তু গত ১২ বছরে, ভারতের রেল নেটওয়ার্কের প্রায় ৯৯ বিদ্যুতায়িত হয়েছে। হরিয়ানা ১০০ রেল বিদ্যুতায়নের কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এই কারণেই, বিশ্বব্যাপী সংঘাত এবং জ্বালানি সরবরাহের চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, ভারতের রেল পরিষেবা মসৃণভাবে চলেছে এবং দেশের অগ্রগতির গতি নিরবচ্ছিন্ন রয়েছে।

দুর্গাপূজাকে পরিবেশ রক্ষা, সমাজসেবা ও জনকল্যাণের সাথে যুক্ত করার আহ্বান মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের

নিজস্ব প্রতিনিধিবর্ধমান, ১৭ জুলাই ঃ বার্নপুরের মসজিদ রোড এলাকার বিখ্যাত নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের আগামী দুর্গাপূজা আয়োজনের জন্য গত বৃহস্পতিবার ঐতিহ্যবাহী খুঁটি পুজারে আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল দক্ষিণের বিধাযক তথা রাজ্যের নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। পূজা-অর্চনা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দুর্গাপূজাকে পরিবেশ সুরক্ষা, সমাজসেবা এবং জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করার ওপর বিশেষ জোর দেন।মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, দুর্গাপূজা কেবল চার-পাঁচ দিনের একটি উৎসব নয়, এটি সমাজকে একসূত্রে বাঁধার এবং মানুষের মধ্যে সেবামূলক মনোভাব গড়ে তোলার এক বড় সুযোগ। তিনি পরামর্শ দেন, পূজা কমিটিগুলির কেবল উৎসবের দিনগুলিতেই নয়, বরং সারা বছর ধরে সমাজের কল্যাণে কাজ করা উচিত। গরিব ও দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো, রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন, পাঠাগার স্থাপন এবং অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ড ক্লাবগুলির অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দিয়ে তিনি জানান, এই বছর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পরিবেশ-বান্ধব দুর্গাপূজাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। পূজা মণ্ডপগুলিতে যাতে প্লাস্টিকের ব্যবহার না করা হয়, প্রতিমা নির্মাণে ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ বর্জন করা হয় এবং জলের অপচয় বন্ধ করার পাশাপাশি উসবের দিনগুলিতে পরিচ্ছন্নতা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। এর পাশাপাশি মণ্ডপগুলিতে প্রবীণ নাগরিক ও বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের (দিব্যাঙ্গজন) জন্য পৃথক প্রবেশপথের ব্যবস্থা, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র ও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখারও পরামর্শ দেন তিনি।অগ্নিমিত্রা পাল ঘোষণা করেন, যে সমস্ত পূজা কমিটি পরিবেশ সুরক্ষার সমস্ত নিয়ম মেনে সবচেয়ে সু ন্দর ও দাযিত্বশীলভাবে দুর্গাপূজার আযাে়জন করবে, তাদের পুরস্কৃত ও সম্মানিত করা হবে। তিনি ক্লাবগুলির কাছে আবেদন জানান, তারা যেন সমাজে একটি ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দিতে কাজ করে এবং মানুষের সুখে-দুঃখে সর্বদা পাশে দাঁড়ায়।এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই ক্লাবগুলির রাজনীতিকরণের তীব্র বিরোধিতা করেন মন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ক্লাবগুলি যেন কোনো রাজনৈতিক দলের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত না হয়। তাদের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কেবল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জনহিতকর কাজ। তিনি অভিযোগের সুরে বলেন, অতীতে বহু জায়গায় ক্লাবগুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে তাদের সামাজিক চরিত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এবার ক্লাবগুলিকে রাজনীতি থেকে ঊর্ধ্বে উঠে সমাজসেবা, যুবসমাজের বিকাশ এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে হবে।নিজের বক্তব্যের শেষে তিনি যোগ করেন, দুর্গাপূজা সবার উসব এবং এতে কোনো ধরনের রাজনৈতিক ভেদাভেদ থাকা উচিত নয়। ক্লাবগুলির উচিত মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সেবার মনোভাবকে আরও শক্তিশালী করা। নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের এই উদ্যোগের ভূযসী প্রশংসা করে আসন্ন দুর্গাপূজার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করেন তিনি।এদিনের খুঁটি পূজা কর্মসূচিতে ক্লাবের কর্মকর্তা অমিত সিং, শম্ভু আগরওয়াল, দীপক তোদি, সুরজি সিংহ মক্কড়, প্রদীপ মাজি, বিজেপি নেতা পবন কুমার সিং সহ ক্লাবের অন্যান্য সদস্য, স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বহুসংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

চাঙ্গা শেয়ার বাজার , গতি পেল সেনসেক্স ও নিফটি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৭ জুলাই ঃশুক্রবার বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরোয়া শেয়ার বাজারে চাঙ্গা ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আজকের লেনদেন মজবুত পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছিল। যদিও বাজার খোলার পরপরই বিক্রির ধাক্কায় কিছুটা পতন দেখা দেয়, তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্রেতারা কেনাকাটার জোর বাড়ালে সেনসেক্স এবং নিফটি-উভয় সূচকই গতি ফিরে পায়। সকাল ১০টা পর্যন্ত কারবার চলার পর সেনসেক্স ০.৭৬ শতাংশ এবং নিফটি ০.৬২ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ট্রেড করছিল।সকাল ১০টা পর্যন্ত হওয়া কারবারে স্টক মার্কেটের প্রথম সারির সংস্থাগুলির মধ্যে জিও ফিনান্সিাল, টেক মহিন্দ্রা, ইনফোসিস, এইচসিএল টেকনোলজি এবং টিসি২এস-এর শেয়ার ৩.৭৩ শতাংশ থেকে ১.৬২ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধির সাথে সবুজ সঙ্কেতে লেনদেন করছিল। অন্যদিকে, উইপ্রো, সিপলা, হিন্দালকো ইন্ডাস্ট্রিজ, ডক্টর রেড্ডিজ ল্যাবরেটরিজ এবং সান ফার্মাসিউটিক্যালস-এর শেয়ার ১.৫৯ শতাংশ থেকে ০.৩৩ শতাংশ পর্যন্ত পতনের সাথে লাল সঙ্কেতে লেনদেন করতে দেখা গেছে।এখনও পর্যন্ত হওয়া লেনদেনে স্টক মার্কেটের ২,৬৮৫টি শেয়ারে সক্রিয় ট্রেডিং চলছিল। এর মধ্যে ৯১৭টি শেয়ার মুনাফা অর্জন করে সবুজ সঙ্কেতে এবং ১,৭৬৮টি শেয়ার লোকসানের মুখে পড়ে লাল সঙ্কেতে ব্যবসা করছিল। একইভাবে, সেনসেক্সের অন্তর্ভুক্ত ৩০টি শেয়ারের মধ্যে ১৯টি শেয়ার কেনাকাটার সাপোর্টে সবুজ সঙ্কেতে ছিল। অন্যদিকে, ১১টি শেয়ার বিক্রির চাপে লাল সঙ্কেতে ট্রেড করছিল। পাশাপাশি, নিফটির অন্তর্ভুক্ত ৫০টি শেয়ারের মধ্যে ৩৩টি শেয়ার সবুজ সঙ্কেতে এবং ১৭টি শেয়ার লাল সঙ্কেতে লেনদেন করতে দেখা যাচ্ছিল।বিএসই-র সেনসেক্স এদিন ১৮৩.৯০ পয়েন্ট অর্থাৎ ০.২৪ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ৭৭,৩৭০.৭৭ পয়েন্টে স্তরে খোলে। কারবার শুরু হতেই বিক্রির ধাক্কায় প্রথম মিনিটেই এই সূচক ৬০ পয়েন্টেরও বেশি কমে ৭৭,৩০৮ পয়েন্টের স্তরে নেমে আসে। তবে এর পরপরই ক্রেতারা হাল ধরেন এবং কেনাকাটা শুরু করেন, যার ফলে এই সূচকের গতি বৃদ্ধি পায়। বাজারে

লাগাতার বেচাকেনার মধ্যে সকাল ১০টা পর্যন্ত কারবার চলার পর সেনসেক্স ৫৮৩.৫১ পয়েন্ট বেড়ে ৭৭,৭৭০.৩৮ পয়েন্টের স্তরে লেনদেন করছিল।সেনসেক্সের মতোই এনএসই -র নিফটি আজ ৫৪.৮৫ পয়েন্ট অর্থাৎ ০.২৩ শতাংশ লাফিয়ে ২৪,১২৭.৬০ পয়েন্টের স্তর থেকে যাত্রা শুরু করে। বাজার খুলতেই বিক্রির চাপ তৈরি হওয়ায় প্রথম মিনিটেই এই সূচক পিছলে ২৪,০৯৯.০৫ পয়েন্টে নেমে আসে। যদিও কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্রেতারা কেনাকাটা শুরু করায় এই সূচকের গতি ঊর্ধ্বমুখী হয়। বাজারে লাগাতার কেনাবেচার মধ্যে সকাল ১০টা পর্যন্ত কারবার চলার পর নিফটি ১৪৯.৪৫ পয়েন্ট মজবুত হয়ে ২৪,২২২.২০ পয়েন্টের স্তরে ট্রেড করছিল।এর আগে, গত কারবারের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সেনসেক্স ১.৪৪ পয়েন্ট বা ০.০০১৮ শতাংশের সামান্য বৃদ্ধির সাথে ৭৭,১৮৬.৮৭ পয়েন্টের স্তরে বন্ধ হয়েছিল। অন্যদিকে, নিফটি ৫.৭৫ পয়েন্ট বা ০.০২ শতাংশের সামান্য পতনের সাথে ২৪,০৭২.৭৫ পয়েন্টের স্তরে বৃহস্পতিবারের কারবার শেষ করেছিল।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন অভিনেত্রী কাজল

কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ শুক্রবার সকালে লাল কো-অর্ড সেট পরে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পৌঁছন বলিউড অভিনেত্রী কাজল। চোখে ছিল সানগ্লাস। তিনি গাড়ি থেকে নামতেই উপস্থিত অন্য দর্শনার্থীরা চমকে যান। প্রিয় তারকাকে কাছ থেকে দেখতে স্বাভাবিকভাবেই মন্দির চত্বরে ভিড় জমে যায়। আবেগে ভেসে অনেকেই তাঁর সঙ্গে সেলফি তোলার চেষ্টা করেন। পরিস্থিতি সামাল দিয়ে দেহরক্ষীরা অভিনেত্রীকে মন্দিরের ভিতরে নিয়ে যান। সেখানে ভক্তিভরে পুজো দিয়ে ফের গাড়িতে উঠে রওনা দেন তিনি।বৃহস্পতিবার রথযাত্রার দিনেই কলকাতায় পা রেখেছেন তনুজাকন্যা কাজল। বিমানবন্দরে পা রাখতেই আলোকচিত্রীদের ক্যামেরায় ধরা পড়ে তাঁর ছবি বলে জানা যায়।

আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার দিবসে শুভেচ্ছা মেঘওয়ালের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৭ জুলাই ঃকেন্দ্রীয় আইন ও বিচার প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল শুক্রবার 'আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার দিবস' উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মেঘওয়াল বলেন, একটি ন্যায়পরায়ণ, সমতাভিত্তিক ও সহানুভূতিশীল সমাজ গড়ে তোলা সকলের যৌথ দায়িত্ব। তিনি এমন একটি সমাজ গঠনের লক্ষ্যে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান- যা সমান সুযোগ, সুষ্ঠু ব্যবস্থা এবং মানুষের মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধার ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যেখানে প্রতিটি নাগরিকের কাছে ন্যায়বিচার সহজলভ্য হবে।

অসমের পরিকাঠামো উন্নয়নে বড় পদক্ষেপ, বাজেটে ' অসম মালা-৪' থেকে হাইস্পিড করিডরস্ সরকারকে সাধুবাদ বিজেপির

গুয়াহাটি, ১৭ জুলাই ঃ ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেটে অসমের পরিকাঠামো, শিল্পায়ন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে একাধিক যুগান্তকারী প্রকল্প ঘোষণা করেছে হিমন্তবিশ্ব শর্মা সরকার। এবারের বাজেট আগামী পাঁচ বছরে অসমকে দেশের অন্যতম উন্নয়নকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার রূপরেখা তৈরি করেছে বলে দাবি করেছে প্রদেশ বিজেপি।গত বৃহস্পতিবার বিজেপির প্রদেশ সদর দফতর অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবন থেকে প্রেরিত এক বিবৃতিতে দলের মিডিয়া প্যানেলিস্ট আশিস ভরালি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে অর্থমন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বরুয়া যে বাজেট পেশ করেছেন, তা অসমের উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইতিমধ্যেই ' অসম মালা' প্রকল্পের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে প্রায় ৩,২১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্যের ৩৪টি জেলায় ৮৮০ কিলোমিটার সড়ক এবং ৩৪টি নতুন সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এবার

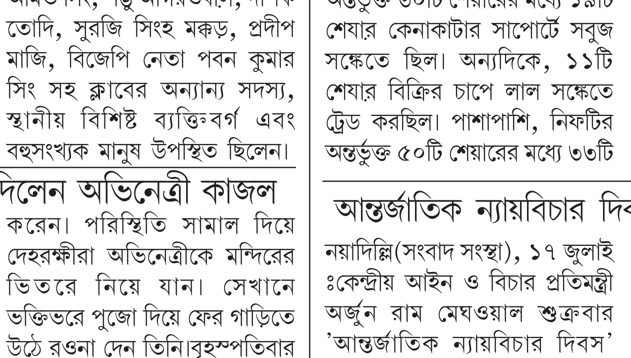

' অসম মালা-৪' প্রকল্পে ১০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যার আওতায় আরও ৮০০ কিলোমিটার প্রশস্ত সড়ক নির্মাণ করা হবে।পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নে বাজেটে গুয়াহাটি-শিলচর হাইস্পিড ইকোনমিক করিডর নির্মাণের ঘোষণা করা হয়েছে। এই করিডর চালু হলে দুই শহরের মধ্যে যাতায়াতের সময় বর্তমানের প্রায় ১০ ঘণ্টা থেকে কমে ৫ ঘণ্টায় নেমে আসবে। পাশাপাশি গুয়াহাটি-শিলিগুড়ি হাইস্পিড করিডর নির্মাণের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে।পর্যটন ক্ষেত্রের বিকাশে উমরাংসো পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণ, মানস জাতীয় উদ্যান, হাফলং এবং উমরাংসোতে পাঁচতারা হোটেল নির্মাণের অনুমোদনও বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।বিমান যোগাযোগের উন্নয়নে ধুবড়ির রূপসী বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণ এবং শিলচরের ডলু গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর নির্মাণের ঘোষণা করা হয়েছে। বিজেপির দাবি, রূপসী বিমানবন্দরের উন্নযনের ফলে ধুবড়ি ও কোকরাঝাড় জেলার পাশাপাশি ভুটান ও বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য ও যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় হবে।এছাড়া গুয়াহাটি বিমানবন্দর থেকে জালুকবাড়ি পর্যন্ত একটি উড়ালপুল নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বিমানবন্দর থেকে জালুকবাড়ি পৌঁছতে সময় লাগবে মাত্র ৭ থেকে ১০ মিনিট।সবুজ শক্তি উৎপাদনের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার। বাজেটে কার্বি আংলং এবং ডিমা হাসাও জেলায় পাম্পড স্টোরেজ পাওয়ার প্রকল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।শহুরে উন্নয়নের অংশ হিসেবে গুয়াহাটি বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় ' এরা সিটি' নির্মাণ এবং গুয়াহাটিতে একটি আধুনিক স্যাটেলাইট টাউনশিপ গড়ে তোলার ঘোষণাও করা হয়েছে।আশিস ভরালি বলেন, এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে পরিকল্পিত ও আধুনিক নগর হিসেবে গুয়াহাটির নতুন পরিচয় গড়ে উঠবে। আরও বলেন, এই বাজেটে ঘোষিত প্রকল্পগুলি শুধু যোগাযোগ ও পরিকাঠামোর উন্নয়নই নয়, শিল্প, পর্যটন, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের নতুন সম্ভাবনারও দ্বার উন্মোচন করবে।

কে আসল তৃণমূল? মুখ খুললেন স্বয়ং জ্ঞানেশ কুমার

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৭ জুলাইঃ কারা আসল তৃণমূল? কালীঘাট তৃণমূল? নাকি ঋতব্রত তৃণমূল? দুই শিবিরের লড়াই পৌঁছে গিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে। এবার আসল তৃণমূল নিয়ে মুখ খুললেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। একইসঙ্গে বাংলায় এসআইআর হয়েছে কালীঘাট তৃণমূল। সব অভিযোগ উড়িয়ে জ্ঞানেশ কুমারের বক্তব্য, বাংলায় ছাব্বিশের নির্বাচনে বুথ দখল ও বুথ জ্যামের ঘটনা ঘটেনি। তাঁর কথায়, ''কোথায় বুথ দখল হয়েছে? কোথায় বুথ জ্যাম হয়েছে? তা যদি হত, তা হলে ৯৩.৭ শতাংশ ভোটদানের হার সম্ভব হত না। এর আগে এরকম নির্বাচন

প্রক্রিয়া নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সব অভিযোগ করেছেন, তা নিয়েও মুখ খুললেন। বাংলায় সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচন নিয়েও বড় দাবি করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। শুক্রবার দিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট-এ সাংবাদিক বৈঠক করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সাংবাদিক বৈঠকে ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সাংবাদিকরা ছিলেন। সেখানেই আসল তৃণমূল কারা, তা নিয়ে জানতে চাওয়া হয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে। কে আসল তৃণমূল, এই প্রশ্ন এড়িয়ে কৌতূহল বজায় রাখলেন জ্ঞানেশ কুমার। তিনি বলেন, ''আমি জানি না কে আসল তৃণমূল আর কে ভুয়ো তৃণমূল। তবে সংবিধান অনুযায়ী কাজ করবে কমিশন।'' পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের ফল বেরনোর পর একাধিক অভিযোগে সরব দেখেনি পশ্চিমবঙ্গ।'' অস্ট্রেলিয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে জ্ঞানেশ কুমার বলেন, অস্ট্রেলিয়ায় ভোটদান বাধ্যতামূলক হওয়ার পরও ৯১ শতাংশ ভোট পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে তার চেয়েও বেশি ভোট পড়েছে। এতে স্পষ্ট করে মানুষের নির্বাচন প্রক্রিয়ার উপর আস্থা রয়েছে। আর এই ভোটদানের হার এটাই প্রমাণ করে যে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছ হয়েছে। তিনি বলেন, ''জাতীয় নির্বাচন কমিশন সংবিধান এবং আইন মেনে কাজ করেছে, কোনও রাজনৈতিক দলের প্রভাবে কাজ করেনি।'' এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, ''আমি কারও ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিনি। আইন মেনেই কমিশন প্রত্যেকটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'' তিনি জানিয়ে দেন, অন্য রাজ্যগুলিতে নিয়ম মেনে যেভাবে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গেও সেটাই হয়েছে।

৩ সপ্তাহে কোভিডে ৪ মৃত্যু অন্ধ্রে! আক্রান্তের খবর বহু রাজ্যে

সংবাদ সংস্থা, অমরাবতি, ১৭ জুলাইঃ ফের একবার কোভিডের চোঙ রাঙানি! দেশের নানান রাজ্যে করোনার সংক্রমণ ঘিরে একাধিক আক্রান্তের সংখ্যা উঠে আসছে গত ১ জুলাই থেকে পরিসংখ্যানের হিসাবে। যা নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। অন্ধ্র প্রদেশে গত ২৬ জুন থেকে এপর্যন্ত মোট ৪ জনের করোনা সংক্রান্ত মৃত্যুর খবর উঠে আসছে। এই পরিস্থিতিতে একাধিক পদক্ষেপ নিচ্ছে অন্ধ্র প্রদেশের সরকার। অন্ধ্র প্রদেশের স্বাস্থ্য সচিব বীরপান্ডিয়ান জানিয়েছেন, যে ৪ জনের করোনা সংক্রান্ত মৃত্যুর খবর উঠে এসেছে সেরাজ্যে, তাঁদের প্রত্যেকের স্বাস্থ্যগত কিছু অসুস্থতার তথ্যও রয়েছে, যেমন- ডায়াবিটিস, কিডনির সমস্যা, উচ্চ রক্তচাপ। ইতিমধ্যেই অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে করোনার নমুনা পৌঁছে গিয়েছে পুনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজিতে। তা পাঠানো হয়েছে জিনোম সিকোয়েন্সিংর জন্য। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের পর থেকে বিশ্ব জুড়ে করোনার ত্রাসের নির্মম স্মৃতি এখনও দগদগে! তারই মাঝে অন্ধ্রপ্রদেশের এই পরিসংখ্যান বেশ কিছুটা উদ্বেগে রেখেছে অনেককে। অন্ধ্র প্রদেশে এ বছর ২৬ জুন কডাপায় প্রথম কোভিড রোগী শনাক্ত হয়। এরপর মোট ৬৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করে আরও ১১ জনের শরীরে ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়। আক্রান্তদের মধ্যে কডাপা জেলায় আটজন, গুন্টুরে দুজন এবং বিশাখাপত্তনম ও কাকিনাড়ায় একজন করে রোগী শনাক্ত হয়েছেন। আক্রান্তদের মধ্যে দুজন আগে থেকেই সংক্রমিত রোগীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। রোগীদের মধ্যে তিনজন বাড়িতে আইসোলেশনে এবং দুজন হাসপাতালে রয়েছেন, আর তিনজন সুস্থ হয়ে ছাড়া পেয়েছেন। তবে সেরাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব জানিয়েছেন, সেরাজ্যে করোনা নিয়ে আতঙ্ক নেই। তবে তিনি বলছেন, 'তবে মহামারির সময় যেমনটা করা হতো, ঠিক তেমনই কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, যেমন মাস্ক পরা এবং জনসমাগমপূর্ণ স্থান এড়িয়ে চলা, মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।' স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের তথ্য অনুযায়ী, ১ জুলাই থেকে ভারতে মোট ৩৩৯ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক রোগী পাওয়া গিয়েছে কেরালায়। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ১১৫ জন। এছাড়া কর্ণাটকে ৬৪ জন, মহারাষ্ট্রে ৪৩ জন, তামিলনাড়ুতে ৩৯ জন, দিল্লিতে ১৮ জন এবং রাজস্থানে ১২ জন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে। আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জে ১৮ জন আক্রান্তের খবর পাওয়া গিয়েছে, যা অন্ধ্রপ্রদেশের সংখ্যার চেয়েও বেশি।

মুর্শিদাবাদের দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ শুক্রবার মুর্শিদাবাদ জেলায় আজিমগঞ্জ-কাটোয়া শাখার কর্ণসুবর্ণ স্টেশনের পরে গোবিন্দপুর রেলগেটে স্কুলগাড়িতে ট্রেনের ধাক্কায় তিন পড়ুয়া-সহ ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করলেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং।শুক্রবার অর্জুন সিং নিজের এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, আজ সকালে মুর্শিদাবাদের গোবিন্দপুরে স্কুলে পড়ুযাদের নিয়ে যাওয়ার একটি পুলকার দুর্ঘটনার খবরে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। ৩ জন পড়ুয়া মারা গেছে এবং আরও অনেকে আহত হয়েছে। আমার কাছে শোকপ্রকাশ করার মতো ভাষা নেই। যেসব পরিবার সন্তানদের হারিয়েছে, তাদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা জানাই। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। পুলিশ প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে।উল্লেখ্য, লেভেল ক্রসিং পার হওয়ার সময় মুর্শিদাবাদে স্কুলগাড়িতে (পুলকার) ধাক্কা মারে একটি ট্রেন। দুর্ঘটনায় তিন পড়ুয়া-সহ ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জ-কাটোযা.শাখার কর্ণসুবর্ণ স্টেশন এবং গোবিন্দপুর রেলগেটের মাঝে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আরও তিন পড়ুয়া এবং গাড়ির চালককে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। ট্রেনের ধাক্কায় স্কুলগাড়িটি পুরো দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে।

বেতন অমিল, বিক্ষোভ শান্তিপুর পুরসভার অস্থায়ী সাফাইকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,নদিয়া, ১৭ জুলাই ঃ বকেয়া বেতনের দাবিতে ক্ষোভে ফেটে প।লেন শান্তিপুর পুরসভার অস্থায়ী সাফাইকর্মীরা। গত দু'মাস ধরে বেতন না পাওয়ার অভিযোগে শুক্রবার সকাল থেকে পুরসভার মূল ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।এ দিন সকাল থেকে সাফাইকর্মীরা পুরসভার মূল গেটের সামনে আবর্জনা ফেলার গাড়ি রেখে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। আন্দোলনকারী সাফাইকর্মীদের দাবি, দু'মাস ধরে তাঁরা বেতন পাচ্ছেন না এবং এই বিষয়ে পুর-কর্তৃপক্ষ কোনও নিশ্চযতা দিচ্ছেন না। তাঁদের বক্তব্য, বারবার জানানো সত্ত্বেও পুর-কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বেতন মেটানোর বিষয়ে কোনও আশ্বাস মেলেনি। বিক্ষোভের জেরে এদিন পুরসভার অন্যান্য কর্মী ও আধিকারিকরা দীর্ঘক্ষণ অফিসে প্রবেশ করতে পারেননি। পুরসভার গেট আটকে এই আন্দোলনের জেরে ব্যাহত হয় নাগরিক পরিষেবাও।

রাশিফল

মেষঃনতুন ও উদ্ভাবনী চিন্তাধারা আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে, যা আপনার কর্মজীবনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে আজ আপনার কাছের মানুষরা আপনার অনুভূতির মর্যাদা দেবেন। অর্থ ব্যয়।

বৃষঃপরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশার ক্ষেত্রে আপনার অবস্থান দৃঢ় থাকবে, যা সম্পর্ককে আরও গভীর করবে। পেশাগত জীবনে নিজের কাজের প্রতি মনোযোগী থাকুন। শুভ দিন হবে।

মিথুনঃ কোন সাধুসন্তের কাছ থেকে কোন স্বর্গীয় জ্ঞান আপনাকে শান্তি এবং স্বস্তি দেবে। যারা দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন তারা আজ যে কোনও জায়গা থেকে অর্থ অর্জন করতে পারবেন যা এক মুহুর্তে বেশ কয়েকটি জীবনের সমস্যাগুলি দূর করবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

কর্কটঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। আজ কোনও পাওনাদার আপনার দরজায় এসে আপনাকে ঋণ নেওয়ার জন্য বলতে পারে।

সিংহ ঃ আজ আপনি নিজের ভাবনা ও মতামত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন, যা কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং সৌহার্দ্য বাড়াবে। ব্যক্তিগত সম্পর্কেও আজ ভালো ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ।

কন্যাঃস্বাস্থ্যের যত্ন নিতে সুষম খাদ্য গ্রহণের চেষ্টা করুন। পারিবারিক সম্পর্ক এবং বন্ধুত্ব আজ আপনার সুখের অন্যতম কারণ হবে। শুভদিন

তুলাঃ আপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। দীর্ঘ স্থায়ী লাভের জন্য স্টক এবং মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে সুপারিশ করা হচ্ছে। প্রেম-সাহচর্য্য এবং বন্ধন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রেম আসতে পারে আজ।

বৃশ্চিকঃআজকের দিনটি আপনার জন্য শক্তি ও উদ্দীপনায় ভরপুর। আপনার চিন্তাভাবনায় স্বচ্ছতা থাকবে এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন। বিবাহের যোগ হবে।

ধনুঃআপনি অন্যদের সমালোচনার অভ্যাসের জন্য সমালোচিত হবেন। আপনি আপনার অনুভূতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন এবং আত্মভরিতা কমান ও আপনি সাঙ্কেতিক মন্তব্য বন্ধ করে একটি ভাল অবস্থানে থাকুন।।

মকরঃ জীবনের ব্যাপারে উদার মানসিকতা তৈরী করুন। আপনার বর্তমান অবস্থা নিয়ে অভিযোগ করে বা মন খারাপ করে লাভ নেই। ।

কুম্ভঃএই সময়ে আপনি নিজের ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন, যা আপনার অগ্রগতির পথ সুগম করবে। প্রেম আসবেআজ

মীনঃ আজ আপনি নিজের অনুভূতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন, যা পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়াবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখুন। কিছু সৃজনশীল ধারণা নিয়ে. আলোচনা করার জন্য এটি একটি চমৎকার সময়। তবে মনে রাখবেন, অন্যদের মতামতেরও গুরুত্ব রয়েছে। সংসারে শান্তি হতে পারে।

আবহাওয়া

বঙ্গোপসাগরের উপরে যে নিম্নচাপ অঞ্চল ছিল, তা শক্তি বৃদ্ধি করেছে। দোসর রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। এই দুইয়ের প্রভাবেই আগামী ২৪ ঘণ্টা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায়। উত্তরবঙ্গে হতে পারে অতি ভারী বর্ষণ। আগামী শুক্রবার পর্যন্ত সেখানকার বিভিন্ন জেলায় দুর্যোগের সতর্কতা রয়েছে। শুক্রবার সকাল থেকেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আকাশ মেঘাচ্ছন। মাঝেমধ্যেই হালকা বৃষ্টি হয়েছে। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৯ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, শনিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির প্রকোপ কিছুটা কমবে। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমানে বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। আগামী সোমবার আবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।শনিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির জন্য সতর্কতা রয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার থেকে এই জেলাগুলিতে দুর্যোগ বাড়বে। সেখানে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৬ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৮শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকেজানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫১মিনিট এবং রাত ১০ টা ৩৪মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৪টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১টা ৩৩ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০১মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২২মিনিটে হতে পারে।

গ্যাংস্টার নীতীশ কৌশলকে গ্রেফতার করলো এফবিআই

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৭ জুলাই ঃ পঞ্জাবের ভগবানপুরিয়া গ্যাংয়ের সদস্য গ্যাংস্টার নীতীশ কৌশলকে আমেরিকার ভারমন্ট থেকে গ্রেফতার করেছে এফবিআই। বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানিয়েছে মার্কিন তদন্তকারী সংস্থা। আন্তর্জাতিক অপরাধচক্রের ১৫ জন সদস্যকে ' অপারেশন হার্ড বল' অভিযানে আমেরিকা থেকে গ্রেফতার করার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এবার গ্রেফতার নীতীশ কৌশল। চলতি সপ্তাহেই তাঁকে মোস্ট ওয়ান্টেড বলে ঘোষণা করেছিল এফবিআই। পঞ্জাব ভিত্তিক ' গ্যাং'-এর সহযোগী হিসাবে কাজ করার অপরাধে ভারমন্ট থেকে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা গ্রেফতার করেছে নীতীশকে। ভগবানপুরিয়া এবং আর দুটি সংঘবদ্ধ অপরাধচক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে মোট ৩৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন আমেরিকার কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে অনেকে গ্রেফতারও হয়েছে। কিন্তু ওই ৩৪ জনের মধ্যে মোট ১১ জন নিখোঁজ ছিল। তাদের মধ্যে একজন হল নীতীশ। হত্যা, মাদক পাচার-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

জইশের সঙ্গে যুক্ত আরও ৫ সন্দেহভাজন গ্রেফতার গুজরাট এটিএস-এর হাতে

আহমেদাবাদ, ১৭ জুলাই ঃ নিষিদ্ধ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যুক্ত আরও ৫ সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করলো গুজরাট এটিএস। গুজরাটের বিভিন্ন জেলা থেকে জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যুক্ত আরও পাঁচ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে শুক্রবার এটিএস জানিয়েছে। ধৃতরা হল- বিলাল আবিদ শেরা, মহম্মদ আইয়ুব কাদিওয়াল ওরফে মহম্মদ খাদিয়াসান, মহম্মদ শফি মুখী ওরফে শফি চাপি, মহম্মদ হাসান কারাদিয়া ওরফে হাসান হায়দারপুরি এবং মহম্মদ আইয়ুর সুনাসারা ওরফে মহম্মদ খালি। এটিএস জানিয়েছে, ধৃতরা সবাই নিষিদ্ধ ঘোষিত পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের সদস্য। এই পাঁচজনকে গ্রেফতার করে বড়সড় সাফল্য পেল গুজরাট এটিএস। ধৃতদের আপাতত জেরা করছেন এটিএস-এর আধিকারিকরা।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

প্রতিভাবান রাইফেল শ্যুটার দময়ন্তী সেন হাওড়ার বাড়ি থেকে বেরিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ১৭ জুলাই ঃ জাতীয় দলে ট্রায়ালের সুযোগ পাওয়ার আনন্দ উৎকণ্ঠায় পরিণত হলো। অলিম্পিয়ান জয়দীপ কর্মকারের প্রশিক্ষণাধীন রাজ্যস্তরের প্রতিভাবান রাইফেল শ্যুটার দময়ন্তী সেন (১৫) হাওড়ার বাড়ি থেকে দোকানে বেরিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেলেন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে প্রায় দেড় দিন পেরিয়ে গেলেও শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত দময়ন্তীর খোঁজ পাওয়া যায়নি। মধ্য হাওড়ার উমাচরণ ভট্টাচার্য লেনের বাসিন্দা দময়ন্তী ছোট থেকেই অত্যন্ত মেধাবী এবং খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী। কয়েক দিন আগেই জাতীয় দলে ট্রায়ালের সুযোগ পেয়েছিলেন। নিয়মিত ভোর থেকে কঠোর অনুশীলনে নিজেকে ঝালিয়ে নিচ্ছিলেন কিশোরী। বাবা ধ্রুবজ্যোতি সেন জানান, মেয়ের মোবাইল ফোনটি বাড়িতেই পড়েছিল। বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি দময়ন্তী। দময়ন্তীর মা মৌমিতা সেন অত্যন্ত ভেঙে পড়েছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মেয়েকে খুঁজে পেতে কাতর আবেদন জানিয়েছেন তিনি। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিখোঁজ ডায়েরি দায়েরের পরই আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দময়ন্তীর বাবা ধ্রুবজ্যোতি সেন জানান, তাঁর মেয়ে জাতীয় দলে ট্রায়ালের সুযোগ পেয়েছে। ভালো সাফল্য পেয়েছে। প্রতিদিন সকালে মেয়ের অনুশীলন থাকে। বুধবার রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিল। কোনও ঝামেলা অশান্তি কিছুই হয়নি। কিন্তু তারপরেও কি ড়এমন হল বোঝা যাচ্ছেনা। এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন গোটা পরিবার ও সতীর্থরা। ইতিমধ্যেই হাওড়া থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছে। সমাজ মাধ্যমে তার নিখোঁজের খবর দিয়েছেন পরিবারের লোকজন। পুলিশ গুরুত্ব সহকারেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দময়ন্তীকে দেখা যায়। স্টেশনের চার ও পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মের মাঝে তাকে দেখা যায়। শুক্রবার দময়ন্তীর বাবা ধ্রুবজ্যোতি সেন জানান, তাঁর মেয়ে জাতীয় দলে ট্রায়ালের সুযোগ পেয়েছিলেন। সফলও হয়েছেন।

প্রতিদিন সকালে মেয়ের অনুশীলন থাকে। বুধবার রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলেন দময়ন্তী। মেয়ের মোবাইল তাঁর কাছেই ছিল। বাড়িতে কোনও ঝামেলা-অশান্তি হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কী ভাবে দময়ন্তী নিখোঁজ হয়ে গেলেন তা বোঝা যাচ্ছে না। উদ্বিগ্ন গোটা পরিবার ও সতীর্থেরা। শহরের বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে, সামাজিক মাধ্যমে পরিবারের তরফে দময়ন্তী-র মা এক বার্তায় লেখেন, বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় হাওড়া স্টেশনের ৪ ও ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে আমার মেয়ে দময়ন্তী সেন-কে শেষবার দেখা গেছে। এরপর থেকে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার পরনে ছিল গোলাপি রঙের হাফ টি-শার্ট এবং হাফ প্যান্ট। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি তার সন্ধান পান বা তার সম্পর্কে কোনো তথ্য জানেন, তাহলে অনুগ্রহ করে অবিলম্বে নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন। অনুগ্রহ করে আমার এই পোস্টটি সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন মাধ্যমে যত বেশি সম্ভব শেয়ার করুন, যাতে আমার মেয়ে দময়ন্তী সেন-কে দ্রুত খুঁজে পাওয়া যায় এবং সে নিরাপদে আমাদের কাছে ফিরে আসে। আপনাদের একটি শেয়ার বা সামান্য তথ্যও আমাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান হতে পারে। সন্ধান পেলে অনুগ্রহ করে অবিলম্বে নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন। যোগাযোগঃ ৯৮০৪১৪৮৮৭৮ ৯৮০৪১৪৮৮৭৭। বাবা ধ্রুবজ্যোতি সেন আরও জানান, হাওড়া থেকে তাঁর ১৫ বছরের নিখোঁজ হওয়া মেয়ের হদিস পেতে রেলের সিসিটিভি ফুটেজ চেক করা খুবই প্রয়োজন। রেলের সিসিটিভি ফুটেজ ছাড়া সঠিক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি অভিযোগ করেন, মেয়ে কোথা দিয়ে গেল কেন গেল কী কারণে গেল এই সব বিষয়ে কোনও অস্বাভাবিকতা ওর ডায়েরিতে পর্যন্ত লেখা নেই। তিনি পুলিশকে এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন যাতে পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখে। ২৪ ঘণ্টার অনেক বেশি সময় পার হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত মেয়ের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। শ্রীরামপুর থেকে যে ফুটেজ পাওয়া গেছে তাতেও কোনও স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলেনি। তিনি বলেন, মেয়ে অত্যন্ত সুস্থ-স্বাভাবিক। সে নিয়মিত ডায়েরি লেখে এবং সে তার বন্ধুদের সাথেও কথা বলে। কাউন্সেলিংয়ের সময়েও সে বাড়ির বা নিজের কোনও সমস্যার কথা জানায়নি। তবে এখন পরিবারের একটাই প্রশ্ন একজন জাতীয় মানের অ্যাথলিট এভাবে জনবহুল স্টেশনে কীভাবে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন ? বর্তমানে হাওড়া থানার পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে। প্রতিভাবান এই শ্যুটারের দ্রুত সন্ধান কখন মেলে এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সবাই।

পুরীর আদলে জয়নগরে৫৬ ভোগ বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর, ১৭ জুলাই ঃ জয়নগর তিলি পাড়ায় নন্দীবাড়ির রথযাত্রা বহু প্রাচীন। রথযাত্রা মানেই শুধু জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার মহারথ টানা নয়।এই মহোৎসবের আর এক বড় আকর্ষণ হল শ্রী জগন্নাথ দেবের উদ্দেশে নিবেদন করা ছাপ্পান্ন ভোগ। কৃষ্ণের সাত দিনের উপবাস থেকেই ৫৬ ভোগের সূচনা। হিন্দু পুরাণে উল্লেখ রয়েছে, মা যশোদা বালক কৃষ্ণকে দিনে আট প্রহরে আটবার আহার করাতেন। সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্রের ক্রোধে ব্রজভূমিতে ভয়াবহ বৃষ্টি ও প্রলয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়। ব্রজবাসীদের রক্ষা করতে কৃষ্ণ নিজের কনিষ্ঠ আঙুলে গোবর্ধন পর্বত তুলে ধরেন। টানা সাত দিন তিনি সেই অবস্থায় থাকায় কোনও খাবার বা জল গ্রহণ করেননি। প্রলয় থেমে যাওয়ার পর কৃষ্ণ যখন গোবর্ধন পর্বত নামিয়ে রাখেন,তখন মা যশোদা ও ব্রজবাসীরা তাঁর জন্য বিশেষ ভোজের আয়োজন করেন। সাত দিনে আটবার খাবার- এই হিসেবেই ৭ স ৮ ৫৬। সেই থেকেই কৃষ্ণ তথা জগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে ছাপ্পান্ন ভোগ নিবেদনের প্রথা চালু হয়েছে বলে পুরাণে বর্ণিত রয়েছে।বিষ্ণুর চার ধাম যাত্রার সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছে এই বিশ্বাস।আরও একটি জনপ্রিয় ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, ভগবান বিষ্ণু মর্ত্যে এসে চারটি পবিত্র ধামে পরিক্রমা করেন।

স্কুল থেকেই ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির পাঠ, বছরে প্রশিক্ষণ পাবে ১০ হাজার পড়ুয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ ডিজিটাল অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নতুন উদ্যোগ নিল রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতর। সরকারি স্কুলগুলিতে ' কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব' স্থাপনের পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই বিশেষ প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা দফতরের লক্ষ্য, প্রতি বছর প্রায় ১০ হাজার পড়ুয়াকে আধুনিক ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের উপযোগী করে তোলা। শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের শুধু কম্পিউটার ব্যবহারে সীমাবদ্ধ রাখা হবে না। বরং বর্তমান সময়ের বহুল চাহিদাসম্পন্ন বিভিন্ন ডিজিটাল প্রযুক্তি ও সৃজনশীল ক্ষেত্র সম্পর্কে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। বিশেষ করে অ্যানিমেশন, ভিজুয়াল এফেক্টস (ভিএফএক্স), গেমিং, কমিকস এবং এক্সটেন্ডেড রিয়্যালিটির মতো বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে পাঠক্রম তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তিনির্ভর এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির বিভিন্ন কৌশল শিখতে পারবে এবং ভবিষ্যতে এই ক্ষেত্রগুলিতে উচ্চশিক্ষা কিংবা পেশাগত জীবনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে পারবে। শিক্ষা দফতরের মতে, বর্তমানে বিশ্বজু।ে ডিজিটাল কনটেঃট নির্মাণ শিল্প দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। বিনোদন, শিক্ষা, বিজ্ঞাপন, তথ্যপ্রযুক্তি এবং গেমিং শিল্পে দক্ষ কনটেঃট নির্মাতাদের চাহিদাও প্রতিনিয়ত বা।ছে। সেই বাস্তবতা মাথায় রেখেই স্কুল স্তর থেকে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের সুযোগ করে দিতে এই প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে পড়ুয়াদের সৃজনশীলতা বিকাশের পাশাপাশি প্রযুক্তিনির্ভর কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে বাস্তব ধারণা তৈরি করাও এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে। কোন স্কুলে কী ধরনের কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে, কতগুলি কম্পিউটার ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় আছে, ইন্টারনেট সংযোগের মান কেমন এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সুবিধা কতটা উপলব্ধ- সেই সমস্ত তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে স্কুল শিক্ষা কমিশনার রাজ্যের বিভিন্ন জেলার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাছে বিস্তারিত নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন। নির্দেশ অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলিকে আগামী ২২ জুলাইয়ের মধ্যে তাদের আইসিটি ও কম্পিউটার ল্যাব সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য শিক্ষা দফতরের কাছে জমা দিতে হবে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই কোন কোন বিদ্যালয়ে প্রথম পর্যায়ে ' কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব' গড়ে তোলা হবে এবং কী ধরনের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন, তা নির্ধারণ করা হবে। শিক্ষা মহলের একাংশের মতে, এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে স্কুল শিক্ষার পরিসরে প্রযুক্তিভিত্তিক ও কর্মমুখী শিক্ষার নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। অল্প বয়স থেকেই আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবে পড়ুয়ারা। এর ফলে ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের বাজারে প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি সৃজনশীল ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহও আরও বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

জমি দুর্নীতি মামলায় সোনা পাপ্পুর বিরুদ্ধে ইডির চার্জশিট

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ কসবা এলাকার বহুচর্চিত সমাজবিরোধী বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পুর বিরুদ্ধে জমি দুর্নীতি ও আর্থিক অনিয়মের মামলায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কলকাতার নগর দায়রা আদালতের বিশেষ ইডি আদালতে তার বিরুদ্ধে প্রায় ১০০ পাতার একটি বিস্তৃত চার্জশিট জমা দিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা। চার্জশিটে প্রায় ৩৮ কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতি, বেআইনি জমি দখল এবং অপরাধমূলক আর্থিক লেনদেনের অভিযোগের উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, এই মামলায় প্রায় ২০০ জন সাক্ষীর বয়ান নথিভুক্ত করা হয়েছে, যা মামলার তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ইডির তদন্তে উঠে এসেছে, দীর্ঘদিন ধরে কসবা এবং সংলগ্ন এলাকায় প্রভাব খাটিয়ে প্রবীণ ও অসহায় মানুষের জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে সোনা পাপ্পুর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ভয়ভীতি দেখিয়ে বাজারদরের তুলনায় অনেক কম মূল্যে জমি লিখিয়ে নেওয়া হত। এরপর সেই জমিতে বেআইনিভাবে বহুতল বা অন্যান্য নির্মাণকাজ করা হতো। স্থানীয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে দলবল নিয়ে এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করাই ছিল অভিযুক্তের অন্যতম কৌশল বলে তদন্তকারীদের দাবি। এই গোটা চক্রের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থের লেনদেন হয়েছে বলেও চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, এই বেআইনি কর্মকাণ্ড পরিচালনায় অভিযুক্তকে সহযোগিতা করতেন দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক শান্তনু সিনহা বিশ্বাস। ইডির দাবি, প্রশাসনিক প্রভাব এবং স্থানীয় দাপটকে কাজে লাগিয়ে জমি দখলের কাজ আরও সহজ করে তোলা হয়েছিল। চার্জশিটে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, এই চক্রের সঙ্গে জয় কামদার নামে আরও এক অভিযুক্তের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তদন্তে উঠে এসেছে, জয় কামদারের সহায়তায় সোনা পাপ্পুর স্ত্রীর নামে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স এবং অস্ত্র সংগ্রহের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ এবার গ্রেফতার গোসাবার তৃনমূল নেতা সুবিদ আলি ঢালী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ক্যানিং, ১৭ জুলাই ঃ সংঃদেশখালির শাহজাহানের পর জীবনতলার ' কুখ্যাত সুবিদ আলি অবশেষে গ্রেপ্তার।বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরেই গা ঢাকা দিয়েছিলেন গোসাবার তৃণমূল নেতা সুবিদ আলি ঢালি ওরফে ঝড়ো।শেষ পর্যন্ত পুলিশের জালে গ্রেপ্তার এই কুখ্যাত নেতা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা এলাকার ত্রাস ছিলেন তিনি।সন্দেশখালির শাহজাহান নামেও ওই তৃণমূল নেতা এলাকায় পরিচিত ছিলেন।ওই এলাকায় বিঘের পর বিঘে জমি লুট,কাটমানির টাকা তোলা-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।শুধু তাই নয়, জোর করে হিন্দু মহিলাদের বিয়ের অভিযোগ রয়েছে ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে।পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সূত্র মারফত খবর পেতেই শুরু হয় বিশেষ অভিযান।বারুইপুর পুলিশ জেলার জীবনতলা থানার ওসি ত্রিদিব মল্লিক সহ পুলিশের বিশেষ টিম বৃহস্পতিবার রাতে খাগড়া গ্রামে অভিযান চালায়।আর তাতেই পলাতক ওয়ান্টে ড সুবিদ আলি ঢালি ওরফে ঝড়ো পুলিশের জালে ধরা পড়ে যায়।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের নতুন অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ জুলাইঃ শ্রী মণীশ জৈন ১৭ জুলাই, ২০২৬ তারিখে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের আগে, শ্রী জৈন কলকাতা মেট্রো রেলওয়ের প্রধান মুখ্য নিরাপত্তা আধিকারিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। শ্রী মণীশ জৈন ১৯৯০ ব্যাচের 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিস অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স'-এর একজন আধিকারিক। শ্রী জৈন ভারতীয় রেলওয়েতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে-পূর্ব রেলওয়ের চিফ রোলিং স্টক ইঞ্জিনিয়ার (কোচিং), পূর্ব রেলওয়ের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (হাওড়া), রেলওয়ে বোর্ডের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরমেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ফ্রেইট) ও এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরমেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ট্র্যাকশন), আইআরকন (IRCON)-এর চিফ জেনারেল ম্যানেজার, কনকর (CONCOR)-এর গ্রুপ জেনারেল ম্যানেজার (টেকনিক্যাল), নয়াদিল্লির ন্যাশনাল রেল মিউজিয়ামের ডিরেক্টর ইত্যাদি।রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং পরিচালন সংক্রান্ত বিষয়ে শ্রী মণীশ জৈনের গভীর জ্ঞান ও কর্ম-অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি ভারত এবং বিদেশ (যেমন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা)-এ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন। খেলাধুলা, চলচ্চিত্র এবং সঙ্গীতের প্রতি শ্রী জৈনের বিশেষ আগ্রহ রয়েছে।

দমদম বিমানবন্দরের বাঁকড়া মসজিদে নমাজের কর্মসূচি স্থগিত

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ দমদম বিমানবন্দরের ভিতরে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী বাঁকড়া মসজিদকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকাল থেকে তৈরি হওয়া উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মাঝেই শেষ পর্যন্ত নমাজের কর্মসূচি স্থগিত করার কথা ঘোষণা করলেন সংখ্যালঘু নেতা সিদিকুল্লা চৌধুরী। পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ওই মসজিদে নমাজ আদায়ের ডাক দেওয়া হলেও, বিমানবন্দর চত্বরে পৌঁছে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করার পর তিনি কর্মসূচি থেকে সরে আসেন। যদিও কেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, সে বিষয়ে বিস্তারিত কোনও মন্তব্য করেননি তিনি। তবে তাঁর এই সিদ্ধান্তের পর সম্ভাব্য সংঘাতের আশঙ্কা অনেকটাই কমেছে বলে মনে করছে প্রশাসন।

এদিন সকাল থেকেই দমদম বিমানবন্দরের ৭ নম্বর গেট এবং সংলগ্ন এলাকায় নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ওই এলাকায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারা জারি করা হয়। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক পুলিশকর্মী, র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (র‍্যাফ) এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। পাশাপাশি রাখা হয় জলকামান এবং অতিরিক্ত দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম। গোটা এলাকায় পুলিশি টহল জোরদার করা হয় যাতে কোনওরকম জমায়েত বা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়। বিমানবন্দরের স্বাভাবিক পরিষেবা এবং যাত্রীদের যাতায়াত যাতে কোনওভাবে ব্যাহত না হয়, সেদিকেও প্রশাসনের বিশেষ নজর ছিল। প্রশাসনিক সূত্রে জানা যায়, বিমানবন্দরের নিরাপত্তা এবং জনস্বার্থের বিষয়টি মাথায় রেখেই এই কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কারণ, পূর্বঘোষিত কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিপুল সংখ্যক মানুষের জমায়েত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সেই পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে আগে থেকেই সতর্ক অবস্থান নেয় পুলিশ। সকাল থেকে বিমানবন্দরের প্রবেশপথ এবং আশপাশের এলাকায় কড়া নজরদারি চালানো হয়। কোনও ধরনের উত্তেজনা বা বিশৃঙ্খলা যাতে না ছড়ায়, তার জন্য প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন রাখা হয়। বিমানবন্দরের ভিতরে অবস্থিত প্রায় ১৩৬ বছরের পুরনো গৌরীপুর জামে মসজিদ, যা স্থানীয়ভাবে ' মসজিদ' নামে পরিচিত, দীর্ঘদিন ধরেই স্থানান্তর নিয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের দাবি, দ্বিতীয় রানওয়ের একেবারে কাছাকাছি অবস্থান করায় এই মসজিদ বিমান পরিচালনার ক্ষেত্রে একাধিক প্রযুক্তিগত ও নিরাপত্তাজনিত সমস্যার সৃষ্টি করছে। বর্তমানে দমদম বিমানবন্দরে দুটি রানওয়ে রয়েছে। প্রধান রানওয়েটি দিয়ে অধিকাংশ বিমান ওঠানামা করলেও, সেটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সাময়িকভাবে বন্ধ থাকলে দ্বিতীয় রানওয়েটির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু ওই রানওয়ের সংলগ্ন এলাকায় মসজিদের অবস্থানের কারণে বড় আকারের বিমান পরিচালনায় নানা সীমাবদ্ধতার মুখে প।তে হয় বলে বিশেষজ্ঞদের একাংশের মত। এছাড়া দ্বিতীয় রানওয়ের সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও দীর্ঘদিন ধরে আটকে রয়েছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের মতে, ভবিষ্যতে বিমান পরিষেবার পরিধি বাড়াতে এবং নিরাপদ উ।ান নিশ্চিত করতে রানওয়ের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। সেই কারণেই মসজিদ স্থানান্তরের বিষয়টি নিয়ে বহু বছর ধরে বিভিন্ন স্তরে আলোচনা চলেছে। তবে এতদিন কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়নি। সম্প্রতি মসজিদে প্রবেশের জন্য বিমানবন্দরের ভিতর দিয়ে দেওয়া এন্ট্রি পাস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মসজিদের ভিতরে নিয়মিত নমাজ আদায়ও স্থগিত রাখা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতেই শুক্রবার ওই মসজিদে নমাজ আদায়ের ডাক দিয়েছিলেন সিদিকুল্লা চৌধুরী। তাঁর ঘোষিত কর্মসূচিকে ঘিরে প্রশাসন আগেভাগেই প্রস্তুতি নেয়। তবে বিমানবন্দর এলাকায় পৌঁছে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি কর্মসূচি স্থগিত করার সিদ্ধান্ত জানান। তাঁর এই পদক্ষেপের ফলে সম্ভাব্য উত্তেজনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে প্রশাসনিক মহলের অভিমত। যদিও ভবিষ্যতে মসজিদ স্থানান্তর এবং ধর্মীয় কার্যকলাপের বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।এদিকে বাঁকড়া মসজিদকে ঘিরে পরিস্থিতির উপর প্রশাসন নিবি। নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে।

ভিসার মেয়াদ শেষেও পাঁচ বছর কলকাতায়!

ভুয়ো আধার-লাইসেন্সে ব্যবসা, ভবানীপুর থেকে গ্রেপ্তার আফগান যুবক

নিস্বি সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে কলকাতায় অবৈধভাবে বসবাসের অভিযোগে এক আফগান যুবককে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশ। তদন্তে উঠে এসেছে, শুধু অবৈধভাবে থাকাই নয়, ভুয়ো পরিচয়পত্র তৈরি করে তিনি শহরে ব্যবসাও চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ঘটনাকে কেঃদ্র করে শহরের নিরাপত্তা এবং বিদেশি নাগরিকদের নথি যাচাই নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ এখন খতিয়ে দেখছে, একই কায়দায় আরও কোনও আফগান নাগরিক বা বিদেশি কলকাতায় বসবাস করছেন কি না। ধৃতের নাম জামিল খান। কলকাতা পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিন মাসের বৈধ ভিসা নিয়ে ভারতে আসেন জামিল। সেই হিসেবে তাঁর ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায় ২০২১ সালের মে মাসেই। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের পর তিনি আর আফগানিস্তানে ফিরে যাননি। অভিযোগ, এরপর তিনি কলকাতাতেই বৈধভাবে বসবাসকারী কয়েকজন আফগান নাগরিকের সঙ্গে থেকে অবৈধভাবে জীবনযাপন শুরু করেন। তদন্তকারীদের দাবি, দেশে অবৈধভাবে থাকার বিষয়টি গোপন রাখতেই তিনি জাল পরিচয়পত্র তৈরির পথ বেছে নেন। অভিযোগ অনুযায়ী, ভুয়ো অভিভাবকের পরিচয় ব্যবহার করে একটি আধার কার্ড তৈরি করা হয়। পরে সেই আধার কার্ডের ভিত্তিতেই একটি ড্রাইভিং লাইসেন্সও সংগ্রহ করেন তিনি। অথচ তাঁর কাছে আফগানিস্তানের বৈধ পাসপোর্ট ছিল বলেই পুলিশ জানতে পেরেছে। সেই নথি থাকা সত্ত্বেও তিনি ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ভারতে থেকে যান এবং দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসাও পরিচালনা করছিলেন বলে অভিযোগ। সম্প্রতি বিদেশি নাগরিকদের পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ের সময় কলকাতা পুলিশের সিকিউরিটি কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের (এসসিও) নজরে আসে জামিল খানের তথ্য। সন্দেহজনক নথির সূত্র ধরে তদন্ত শুরু করেন আধিকারিকরা। পরে তাঁকে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জেরায় এবং নথি যাচাইয়ে ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও দীর্ঘদিন ভারতে থাকার প্রমাণ মেলায় তাঁর বিরুদ্ধে ভবানীপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়। এরপরই ভবানীপুর থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতকে জেরা করে জানা হচ্ছে, কীভাবে তিনি ভুয়ো পরিচয়পত্র সংগ্রহ করেছিলেন, এই কাজে অন্য কারও সাহায্য ছিল কি না এবং কোনও জাল নথি তৈরির চক্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে কি না। পাশাপাশি, একই ধরনের পদ্ধতিতে আরও কোনও বিদেশি নাগরিক কলকাতায় বা রাজ্যের অন্যত্র বসবাস করছেন কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং বিদেশি নাগরিকদের বেআইনি বসবাসের বিরুদ্ধে সম্প্রতি কড়া অবস্থান নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন। বিভিন্ন জেলায় একাধিক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আইনানুগ প্রক্রিয়া মেনে তাঁদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই আবহেই আফগান নাগরিককে ঘিরে এই ঘটনা নিরাপত্তা সংস্থাগুলির কাছে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনার আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

বিজেপিতে যোগ প্রসঙ্গে কোয়েলকে নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ জুলাই ঃ রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে দলবদলের জল্পনা যেন থামছেই না। বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসে একের পর এক নেতা ও জনপ্রতিনিধির পদত্যাগ এবং দলত্যাগ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র চর্চা শুরু হয়েছে। সেই আবহেই আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন অভিনেত্রী তথা সদ্য পদত্যাগী রাজ্যসভার সাংসদ কোয়েল মল্লিক। তিনি রাজ্যসভার সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে, কোয়েল মল্লিক কি এবার বিজেপির সমর্থনে পুনরায় রাজ্যসভায় যেতে পারেন? শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। কোয়েল মল্লিককে বিজেপি রাজ্যসভায় পাঠাতে পারে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি সরাসরি কোনও মন্তব্য না করলেও তাঁর বক্তব্য রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

পাঞ্জাব নৈশনল বৈঁক punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

এআরএমবি (ARMB), মুম্বাই সিটি

৬ষ্ঠ তলা, ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া টাওয়ার, স্যার পি এম রোড, ফোর্ট, মুম্বাই-৪০০০০১ ই-মেইলঃ cs6041@pnb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২' এবং এর সাথে পঠিত 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর বিধি ৮(৬)-এর শর্তাংশ অনুযায়ী অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের জানানো যাচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি-যা সুরক্ষিত পাওনাদারের (Secured Creditor) নিকট বন্ধকচার্জকৃত এবং যার গঠনমূলক প্রতীকী বাস্তব দখল ইতিমধ্যে ব্যাংকসুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত কর্মকর্তা গ্রহণ করেছেন-তা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের নিকট থেকে ব্যাংকসুরক্ষিত পাওনাদারের পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে বিক্রি করা হবে। এই বিক্রয় কার্যক্রম 'যে অবস্থায় আছে, যেখানে আছে' (As is where is), 'যে অবস্থায় আছে' (As is what is) এবং 'যা কিছু আছে' (Whatever there is)-এই শর্তে পরিচালিত হবে এবং বিক্রয়ের তারিখ নিচে প্রদত্ত সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে সংরক্ষিত মূল্য (reserve price) এবং জামানতের অর্থ (earnest money deposit)-এর পরিমাণও নিচে প্রদত্ত সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত সম্পদসমূহের তালিকা

ঋণগ্রহীতার নাম,(ফার্মকোম্পানি) সহ-ঋণগ্রহীতা স্বত্বাধিকারী অংশীদারগণ পরিচালকবৃন্দ / জামিনদার(এস) / বন্ধকদাতা(এস)	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণবন্ধক রাখা সম্পত্তি/ মালিকের নাম(সম্পত্তির বন্ধকদাতা)	ক) SARFAESI আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩(২)-এর অধীনে দাবিনামা (Demand Notice)-র তারিখ খ) ধারা ১৩(২) অনুযায়ী বকেয়া অর্থের পরিমাণ সুদ ও অন্যান্য খরচ গ) SARFAESI আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩(৪)-এর অধীনে দখল গ্রহণের তারিখ ঘ) দখলের ধরনঃ প্রতীকী (Symbolic) সশরীরে (Physical) গঠনমূলক (Constructive)	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) এএমডি (এএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ) গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	ই-নিলামের তারিখ / সময়	সুরক্ষিত পাওনাদারদের জানা দায়ভারের বিবরণ	সম্পত্তির আইডি বা কোড
ARMB,মুম্বাই সিটি মি.রাজেশ চক্রবর্তী	১ম তলা, মেট্রোপলিটন হাউজিং সোসাইটিলিমিটেড, ক্যানেল সাউথ রোড, সেক্টর 'বি মৌজা- ধাপ্পা, প্লট নং- এ / পি, ১৪৭ / বি,জে.এল. নং- ২, তৌজি নং- ১৭৩, কলকাতা পৌরসংস্থার অন্তর্গত, জেলা- দক্ষিণ ২৪পরগনা, থানা- যাদবপুর (বর্তমানে তিলজলা),পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১০৫ (আবাসিক ফ্ল্যাটটিপুরো ১ম তলা জুড়ে অবস্থিত, যার'সুপার বিল্ট-আপ' আয়তন ১৩২০ বর্গফুট এবং এর সাথে ৫৩ বর্গফুটের একটি আচ্ছাদিত বারান্দা রয়েছে এছাড়া নিচতলায় ১৩৫বর্গফুটের একটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা রয়েছে-সব মিলিয়ে এটি একটিজি ২ (নিচতলাসহ তিন তলা) বিশিষ্টআবাসিক অ্যাপার্টমেন্টের অংশ)।	ক) ০১.০৭.২০২৫ খ) ৮৯,৪৪,২২৪.৪৫ টাকা (৩১.১০.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত) অতিরিক্ত সুদ ও অন্যান্য খরচ গ) ২১.১১.২০২৫ ঘ) প্রতীকী	ক) ১,০১,২৯,০০০ টাকা খ) ১০,১২,৯০০ টাকা ০৪.০৮.২০২৬ (সকাল১১.০০টা পর্যন্ত) গ) ২৫,০০০.০০ টাকা	০৪.০৮.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত	অজানা	

ই-নিলামে বিক্রয়ের শর্তাবলি

১. এই বিক্রয় প্রক্রিয়াটি 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২'-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত অতিরিক্ত শর্তাবলীর সাপেক্ষে সম্পন্ন হবে।
২. সম্পত্তিগুলো যেমন আছে, যেখানে আছে (as is where is), যেমন আছে (as is what is) এবং যা আছে তাই (whatever there is)-এই ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
৩. উপরে উল্লিখিত তফসিলে (Schedule) বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদগুলোর (Secured Assets) বিবরণ অনুমোদিত কর্মকর্তার (Authorized Officer) কাছে থাকা তথ্যের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে তবে এই ঘোষণায় কোনো ভুল, ভুল বিবৃতি বা বাদ প।ড়ার ঘটনার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন না।
৪. উপরে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক https:baanknet.com ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ই-নিলাম (e-auction) প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এই বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
৫. বিক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে www.baanknet.com এবং www.pnbindia.in ওয়েবসাইটগুলো দেখুন।
৬. যোগাযোগের জন্য ব্যক্তিগণঃ শ্রী সুশীল কুমার - ৮৪২০১৯৪৬৭৪, শ্রী পবন গুদাধে - মোবাইল ৯৪২৩৭৪৩১১০, জনাব কাশিফ জুবায়ের - মোবাইল ৮৪২১৯৮১৭৩৩, জনাব রিজভান আলী - মোবাইল ৭৭৬৮৯৪১২৫৬।
৭. উপরে উল্লিখিত কোনো সম্পত্তির (IP) জন্য দরদাতাকে নির্ধারিত সংরক্ষিত মূল্যের (Fixed Reserve Price) ওপর ন্যূনতম বর্ধিত পরিমাণ (incremental amount) যোগ করে দর প্রস্তাব করতে হবে।
দ্রষ্টব্যঃ কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার বা কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থার (statutory body) যেকোনো বিধিবদ্ধ বকেয়া বা পাওনা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির (IP) ক্রেতাকে পরিশোধ করতে হবে। ব্যাংক কোনো প্রকার বকেয়া-তা অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ-বহন করবে না।

তারিখ ঃ ১৮.০৭.২০২৬
স্থানঃ মুম্বাই

স্বাক্ষর-
অনুমোদিত কর্মকর্তা, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক

শ্রী তুলসী অনলাইন ডট কম লিমিটেড
CIN:L99999WB1982PLC035576
রেজিড. অফিসঃ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম তলা, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ইমেইলঃ investors@shreetulsionline.com, **ওয়েবসাইটঃ** www.shreetulsionline.com
টেলিফোনঃ ০৩৩-২২৬২৪৭১৭

গণবিজ্ঞপ্তিঃ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)

শ্রী তুলসী অনলাইন ডট কম লিমিটেড-এর ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২০২৬ সালের ২৪ আগস্ট, সোমবার বিকেল ৩.৩০-এ (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের (ওএভিএম) সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর প্রযোজ্য বিধান এবং এমসিএ (MCA)-এর ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ৯২০২৪ ও ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৩২০২৫ (যাকে একত্রে এমসিএ বিজ্ঞপ্তি বলা হয়েছে) এবং সেবি বিজ্ঞপ্তি নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/CIR/2024/133 (তারিখ ৩ অক্টোবর, ২০২৪)-এর আলোকে ৪৪তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি বা কার্যসূচি সম্পন্ন করা হবে।
উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন শুধুমাত্র সেইসব সদস্যের কাছে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল আইডি ইতিমধ্যে কোম্পানি বা ডিপোজিটরির কাছে নিবন্ধিত রয়েছে।পূর্ববর্তী অনুশীলনের মতোই কোম্পানি তার সকল সদস্যের জন্য ই-ভোটিং এবং রিমোট ই-ভোটিং-এর সুবিধাও প্রদান করছে।সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি (VC) বা ওএভিএম (OAVM)-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলি এবং রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি আপনার ই-মেইল আইডি ইতিমধ্যে কোম্পানি বা ডিপোজিটরির কাছে নিবন্ধিত থাকে, তবে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি, ২০২২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিং-এর জন্য লগ-ইন সংক্রান্ত তথ্য আপনার নিবন্ধিত ই-মেইল ঠিকানায় পাঠানো হবে। আপনি যদি কোম্পানি বা ডিপোজিটরির কাছে আপনার ইমেল আইডি নিবন্ধন না করে থাকেন, তবে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিং-এর লগইন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার জন্য আপনার ইমেল আইডি নিবন্ধন করতে অনুগ্রহ করে নিচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

ভৌত ধারণ	ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট -মেসার্স অ্যাড্রয়েট কর্পোরেট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (Ms. Adroit Corporate Services Private Limited)-এর কাছে info@adroit-corporate.com ঠিকানায় একটি অনুরোধ পাঠান। অনুরোধের সাথে ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনের ও পেছনের অংশ), প্যান (PAN) কার্ডের স্ক্যান করা কপি (স্ব-প্রত্যয়িত) এবং আধার (Aadhaar) কার্ডের স্ক্যান করা কপি (স্ব-প্রত্যয়িত) প্রদান করুন। অনুগ্রহ করে ১৭ আগস্ট, ২০২৬ (সোমবার) বা তার আগেই এই তথ্য হালনাগাদ করুন।
ডিম্যাট হোল্ডিং	অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (DP)-এর সাথে যোগাযোগ করুন এবং তাদের নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী আপনার ইমেল ঠিকানাটি নিবন্ধন করুন।অনুগ্রহ করে ১৭ই আগস্ট, ২০২৬ (সোমবার) বা তার আগেই এই তথ্যটি হালনাগাদ করুন।

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য এজিএম (AGM)-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.shreetulsionline.com-এ পাওয়া যাবে। এছাড়া, যেসব স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির সিকিউরিটিজ তালিকাভুক্ত রয়েছে-অর্থাৎ ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (www.cse-india.com) এবং মেট্রোপলিটন স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (www.msei.in)-সেগুলোর ওয়েবসাইটেও এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাবে।কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৩ ধারা অনুযায়ী 'কোরাম' (Quorum) গঠনের ক্ষেত্রে ভিসি (VC)ওএভিএম (OAVM)-এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের গণনা করা হবে।
৩০ জানয়ারি, ২০২৬ তারিখের সেবি (SEBI) সার্কুলার নং HO/38/13/11 (2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026-এর পরিপ্রেক্ষিতে, একটি 'বিশেষ উইন্ডো' (Special Window) পুনরায় চালু করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাটি ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত-অর্থাৎ ১ (এক) বছরের জন্য কার্যকর থাকবে। এর উদ্দেশ্য হলো ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে কেনা-বেচা হওয়া ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ (কাগজের শেয়ার)-এর হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন প্রক্রিয়া সহজতর করা। যেসব সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আবেদনপত্র বা নথিপত্র আগে কোনো ত্রুটি, প্রক্রিয়াগত সমস্যা বা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত বা ফেরত পাঠানো হয়েছিল কিংবা যার ওপর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়নি, সেগুলোর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র ও মূল শেয়ার সার্টিফিকেটসহ আবেদন করা যাবে। আবেদনপত্র ও নথিপত্র কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA)-এর কাছে পাঠাতে হবে। ঙ্ঙ্ক-এর বিবরণঃ Ms. Adroit Corporate Services Pvt. Ltd.। ঠিকানাঃ ১৯-২০, জাফরভয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, মাকওয়ানা রোড, মারোল নাকা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০ ০৫৯। ফোনঃ (০২২) ৪২২৭০৪০০। ইমেলঃ info@adroitcorporate.com ওয়েবসাইট ঃ www.adroitcorporate.com এছাড়া, প্রক্রিয়াকরণের জন্য কোম্পানিকে investors@shree-tulsionline.com ঠিকানায় ইমেল করেও যোগাযোগ করা যেতে পারে।
শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, জমা দেওয়ার আগে তাঁরা যেন কোম্পানির ওয়েবসাইটে উপলব্ধ উল্লিখিত সার্কুলারটি দেখে নেন।

শ্রী তুলসী অনলাইন ডট কম লিমিটেড-এর পক্ষে
বিনোদ কুমার বোথরা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও
DIN 00780848

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৭০৭২০২৬

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
কোম্পানি (নিগমন) বিধিমালা ২০১৪-এর ৩০ নং বিধি অনুসারেকোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পরিবর্তনের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে হবে।
কেন্দ্রীয় সরকারের (আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্বাঞ্চল) কাছে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানি (নিবন্ধীকরণ) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ৩০-এর উপ-বিধি (৫)-এর দফা (ক)-এর বিষয়ে
এবং
সেভা ফ্রেইট ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিষয়ে, যার নিবন্ধিত কার্যালয়-৭, কিড স্ট্রিট, কানকারিয়া কোর্ট, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০ ০১৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-এ অবস্থিত।
(আবেদনকারী)

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানিটি 'কোম্পানি আইন, ২০১৩'-এর ১৩ নম্বর ধারার অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করছে। এই আবেদনের উদ্দেশ্য হলো-কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় **'পশ্চিমবঙ্গ' থেকে 'মহারাষ্ট্র রাজ্যে'** স্থানান্তরের লক্ষ্যে 'মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন' (Memorandum of Association)-এ যে সংশোধনী আনার সিদ্ধান্ত ৪ঠা জুন ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত 'এক্সট্রা-অর্ডিনারি জেনারেল মিটিং'-এ গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের মাধ্যমে নেওয়া হয়েছিল, তার অনুমোদন বা নিশ্চিতকরণ লাভ করা।
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় স্থানান্তরের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে তাঁর স্বার্থের প্রকৃতি ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে হলফনামা-সহ তাঁর আপত্তি জানাতে পারেন। এই আপত্তি MCA-21 পোর্টালে (www.mca.gov.in) 'বিনিয়োগকারীর অভিযোগ ফর্ম' (investor complaint form) জমা দেওয়ার মাধ্যমে অথবা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে 'আঞ্চলিক অধিকর্তা' (Regional Director)-র কাছে পাঠানো যেতে পারে। আপত্তি জানানোর ঠিকানাটি হলোঃ Regional Director, Corporate Bhawan, 6th Floor, Plot No. III-F16, AA-IIIF, Rajarhat, New Town, Akandakeshari, Kolkata - 700 135। একই সাথে, আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়েও (উপরে উল্লিখিত ঠিকানায়) আপত্তির একটি প্রতিলিপি পাঠাতে হবে।
৭, কিড স্ট্রিট, কানকারিয়া কোর্ট, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০ ০১৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত অথবা নিচে উল্লিখিত ই-মেইল ঠিকানার মাধ্যমে-
Maya.Rajagopal@cevalogistics.com
Gaurav.Chaudhary@cevalogistics.com

আবেদনকারীর পক্ষে ও হয়ে
স্বাক্ষর-
দিব্যা জেমস
পরিচালক
DIN:10462092

তারিখঃ ১৮ জুলাই ২০২৬
স্থানঃ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২২৭ সংখ্যা, শনিবার , ১ শ্রাবণ, ১৪৩৩

বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য

মৃত্যু দোরগোড়ায় আর অপেক্ষা নয়, পটাশিয়াম সায়ানাইডের শিশির পুরোটাই গলায় ঢেলে দেশের জন্য আত্মবলিদান দিলেন। একটু আগেই নিজের এজলাসেই বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া বিচারপতি গার্লিককে হত্যা করে অসীম তৃপ্তি ও শান্তি পেয়েছেন। নিজের দায়িত্ব পালন করছেন। এরপর দেশমাতৃকার জন্য আত্মবলিদান দিলেও তাঁর জীবনে অতৃপ্তি থাকবে না। গার্লিককে হত্যা তাঁর উদ্দেশ্য, তিনি সফল। কানাইলাল ভট্টাচার্য, অসীম সাহসী দেশপ্রেমিক বাঙালি বিপ্লবী যাঁর বিক্রমে নিজের এজলাসে জীবন দিতে হয়েছে বিচারপতি গার্লিককে। সেই গার্লিক যাঁর রায়ে, কত দেশপ্রেমিক বিপ্লবী তখনও কারাগারের অন্ধকারে। সেদিন এক ২৭জুলাই, ইংরেজি ১৯৩১, গোবেচারা এক যুবক আধময়লা ধুতি,অপরিস্কার শার্ট পরে আলিপুরগামী ট্রামে উঠে পড়লেন । তাঁকে দেখতে অতি সাধারণ লাগলেও অনেক বড় মাপের এক মিশনে বেরিয়েছেন। বিপ্লবীদের শত্রু বিচারপতিকে সারাজীবনের জন্য পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার কাজটি সুনিপুণ দক্ষতায় করতে চান। জীবনে এমন নিশ্চিত সুযোগ বারবার আসবে না। তাঁর বেঁচে ফিরে আসাও কার্যত অসম্ভব। ব্রিটিশ প্রশাসনের নিপীড়ন, বিচারের নামে প্রহসন কোনও কিছুই অজানা নয়। পটাশিয়াম সায়ানাইড আছে সেটা মুখের ভিতরে দিলে প্রশাসন তাঁর টিকিও স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু আগে আসল কাজ শেষ করতেই হবে। হাতে একটি ছাতা যার মধ্যে গুলি ভরা আগ্নেয়াস্ত্র। যে মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য কানাই অপেক্ষা করেছিলেন সেই মুহুর্ত তাঁর সামনে উপস্থিত অতএব আর একবিন্দু অপেক্ষা নয়। মনে-মনে বললেন বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তকে প্রাণ দিতে হয়েছে এই লোকটার রায়ে, এই মানুষটার জন্য কত দেশপ্রেমিক বিপ্লবী কারাগারের অন্ধকারে। একে খতম করার এমন সুযোগ জীবনের পরম প্রাপ্তি, সদব্যবহার তাঁকে করতেই হবে। জজসাহেবের টেবিল থেকে কাঠগড়ার দুরত্ব সামান্য। কানাইয়ের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল। প্রথম গুলি সিলিং লক্ষ করে। জজসাহেব সচকিত গুলির শব্দে, ব্যায়ামের আখড়ায় শারীরিক ভাবে অসম্ভব দক্ষ কানাই এবার এক লাফে উঠে পড়লেন কাঠগড়ার রেলিংয়ের উপর,এসব কাজ তার কাছে একদম জলভাত। বিচারপতির সঙ্গে তাঁর দুরত্ব মাত্র কয়েক হাতের, কিছু বুঝে ওঠার আগেই কানাইয়ের আগ্নেয়াস্ত্র আবার গর্জে উঠল, এবার বুলেট সোজা গার্লিকের কপাল লক্ষ করে। কানাইয়ের বুলেট চিরতরে স্তব্ধ করে দিল বিচারপতি গার্লিকের জীবন। নিজের এজলাসেই গার্লিককে হত্যা করে বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তকে প্রাণদন্ডের আদেশ দেওয়া গার্লিককে শাস্তি দিয়ে কানাই অসীম স্বস্তি আর আনন্দ পেলেন,তিনি দায়িত্ব পালন করতে পেরেছেন। এরপর অসম এক লড়াই, অনেক পুলিশের সাথে এক দেশপ্রেমিক বীর বিপ্লবীর গুলির লড়াই শুরু। আরও কয়েক রাউন্ড গুলি বর্ষণ করা হল বিপ্লবী কানাইয়ের লুটিয়ে পড়া শরীরে। মৃত্যু দোরগোড়ায় আর অপেক্ষা নয়, পটাশিয়াম সায়ানাইডের শিশির পুরোটাই গলায় ঢেলে দেশের জন্য আত্মবলিদান দিলেন বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য।

বাংলা ভাষাবিদ

সাহিত্যিক, ভাষাবিদ, গবেষক এবং দার্শনিক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ জন্ম গ্রহণ করেন ১০ জুলাই, ১৮৮৫ সালে। এন্ট্রান্স পাশের সময় থেকেই তিনি বিভিন্ন ভাষার প্রতি অতি উৎসাহী ও আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং একাধিক ভাষা শিক্ষা শুরু করেন। বাংলা ভাষার আদর্শ অভিধান প্রকল্পের সম্পাদক হিসেবে বাংলা একাডেমিতে যোগ দেন। ১৯৬১-৬৪ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমির বিশ্বকোষ প্রকল্পের অস্থায়ী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৬৩ সালে বাংলা একাডেমি কর্তৃক গঠিত বাংলা একাডেমির পঞ্জিকার তারিখ বিন্যাস কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলা পঞ্জিকা একটি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত রূপ পায়। ১৯১৯ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনের সহকর্মী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক হিসেবে কাজ করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। পাশাপাশি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২২ থেকে ১৯২৪ সালে পর্যন্ত আইন বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। ফ্রান্সের সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৮ সালে পি.এইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও রিডার হিসেবে নিযুক্ত হন। সেখান থেকে ১৯৪৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। অবসরের পর তিনি বগুড়ার সরকারী আজিজুল হক কলেজে প্রিন্সিপাল হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫৩ - ১৯৫৫ সালে তিনি পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ফরাসি ভাষার খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। ১৯৫৫ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালি বিভাগে যোগদান করে ১৯৫৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা জেলার পেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৪ সালে হাওড়া জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স এবং ১৯০৬ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ.এ (বর্তমান এইচএসসি'র সমমান) পাশ করেন। ১৯১০ সালে সিটি কলেজ, কলকাতা থেকে সংস্কৃতে সম্মান-সহ বি.এ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক দর্শনতত্ত্বে এম.এ (১৯১২) ডিগ্রী অর্জন। এছাড়াও, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সরবন বিশ্ববিদ্যালয়, প্যারিস থেকে পি.এইচডি ডিগ্রী (১৯২৫) লাভ করেন। পড়াশোনা শেষ করার পূর্বেই কিছুকাল তিনি যশোর জেলা স্কুলে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৯১৫ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত চব্বিশ পরগণার বশিরহাটে আইন ব্যবসা করেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

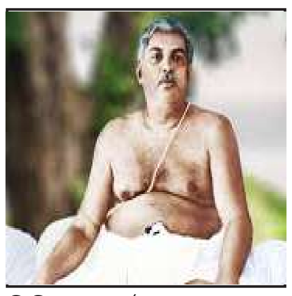

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে।

মা সারদা দেবী

মা সারদা দেবী বলেছেন, পুজো অর্চনা করে কোনও সময়ে দেশ সোজা হয়ে দাঁড়ায় না। দেশকে সঠিক পথ ধরে নিয়ে যেতে গেলে কাজ করতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে। কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ? মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। শুধু শুধু ধর্ম ধর্ম করলে হবে না। মানব সেবা করতে হবে। জীব সেবা করতে হবে। মানুষকে শিক্ষিত করতে হব। জাগ্রত করতে হবে। বেদ বেদান্ত পড়ে কোনও কিছু হবে না। গরিবদের সেবা করতে হবে। তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। তাদেরকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর অধিকার তৈরি করে দিতে হবে।

বেনারস রক্ষায় তুলসী দাসের 'রামচরিত মানস'

রবীন্দ্র কুমার শীল

কলকাতা হাওড়া থেকে দেরাদুন যাওয়ার সময়ে বারাণসী স্টেশন পড়ে। সেই স্টেশন যাওয়ার আগে ট্রেন থেকে দেখতে পাওয়া যায় বারাণসী গঙ্গার ঘাটগুলি। স্বাভাবিক ভাবেই ট্রেনের যাত্রীরা হাত তুলে নমস্কার করে। তারা বারাণসী নামবে না। কিন্তু তবুও একবার কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে। **'কাশীর রামলীলা এক ধর্মানুষ্ঠানিক লোকনাট্য পরম্পরা'** লেখক জয়দেব দাস-এর গ্রন্থটি পড়লে

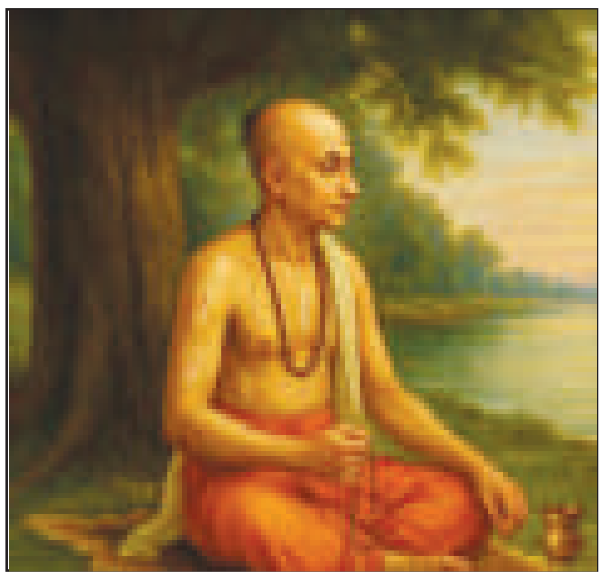

কাশী এবং বারাণসীর সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশদে জানা যায়। তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে করা হল। জানা গিয়েছে যে কাশী শরহরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বয়ং মহাদেব। পুরাণ সেই কথা বলে থাকে। দিবোদাস প্রথম সংস্কার করেছিলেন। মহাভারত মহা কাব্যের নায়ক পাণ্ডব ভ্রাতারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভ্রাতৃহত্যা ও ব্রহ্মহত্যাজানিত পাপ থেকে উদ্ধার পেতে শিবের খোঁজ করতে এই শহরে এসে উপস্থিত হন। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে যে সাতটি শহর মোক্ষ প্রদান করতে পারে, শহরগুলির একটি হল বানারসী, অযোধ্যা, মথুরা, কাশী, অবন্তিকা ও দ্বারাবতী। এই সাতটি শহরকে মোক্ষদাতা বলা হয়ে থাকে। বারাণসী ঠিক কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা নিয়ে বহু চর্চা হচ্ছে এবং আগামি দিনে হতে থাকবে। তবে পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণের মধ্যে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীতে গাঙ্গেয় উপত্যকায় এই শহর স্থাপিত হয়। তবে তখন থেকেই এখানে বৈদিক দর্শন এবং শাস্ত্র চর্চা কেন্দ্র রূপে পরিচিত ছিল। বিশ্বের প্রাচীন তম শহরগুলির মধ্যে কাশী হচ্ছে একটি। বৈদিক ধর্মাবলম্বী আর্যরা এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। তারা এখানে বেদ বেদান্ত চর্চা কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করতে থাকে। একটি শাস্ত্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীক শহর হিসাবে তখন থেকেই গড়ে তোলা হয়েছিল কাশীকে। অর্থাৎ অর্থব বেদ থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে এই অঞ্চলে স্থানীয় উপজাতিরা বসবাস করতো। গৌতম বুদ্ধের সময় (জন্ম ৫৬৭ খ্রিস্টপূর্ব) সময় বেনারস ছিল কাশী রাজ্যর রাজধানি। ৬২৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বারাণসীর কাছে সারনাথে বুদ্ধ প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তন করেন। তাহলে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে বেনারস সেই সময় থেকে একটি ধর্মীয় স্থান হিসাবে সমস্ত ভারতবাসীর কাছে পরিচিতি লাভ করেছিল। ৬৩৫ ক্রিস্টাব্দে ফা হিয়েন এই শহরে আসেন। তাঁর রচনা থেকে এই শহরের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ক্রিয়া কাণ্ডের পরিচয় লাভ করে থাকি। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাং বারানসীতে এসেন। তিনি এই শহরকে 'পোলোনিসি' বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখেছেন যে এই শহরে ৩০টি মন্দির ছিল এবং প্রায় ত্রিশজন বিশিষ্ট সন্ন্যাসী ছিলেন। অষ্টম শতাব্দীতে বারাণসী ধর্মীয় স্থান হিসাবে প্রসিদ্ধ লাভ করতে শুরু করে। যদিও তার আগেই সেখানে ধর্মীয় প্রস্তুতি ক্ষেত্র তৈরি হতে শুরু করেছিল। গঙ্গা বারাণসীকে সমৃদ্ধ শহরে পরিণত করতে পেরেছিল। আদি শঙ্কর শিব উপাসকেরা বারাণসীর প্রধান সম্প্রদায় হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মৌর্য যুগ তক্ষশীলা থেকে পাটুলীপুত্র পর্যন্ত প্রসারিত একটি রাস্তা বারাণসীকে দুই শহরর সঙ্গে যুক্ত করেছিল। ১১৯৪ সালে তুর্কি মুসলামান শাসক কুতুবদ্দিন আইবক বারাণসী জয় করে বেশ কয়েকটি হাজার মন্দির ধ্বংস করে দেন। আফগান অনুপ্রবেশের পর নতুন কিছু মন্দির তৈরি হয়। ১৩৭৬ সালে ফিরোজ শাহ বারাণসীর বেশ কিছু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। ১৪৯৬ সালে আফগান শাসক সিকন্দর লোদি হিন্দুদের ওপরে দমন নীতি প্রয়োগ করে মন্দিরও ধ্বংস করতে শুরু করেন। তবুও বারাণসী তার নিজস্বতা থেকে এক বিন্দুও সরে আসেনি। মধ্যযুগেও বারাণসী শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে খ্যাতিলাভ করতে থাকে। ভক্তিবাদী আন্দোলনে বেশ কয়েকজন এই বারাণসী শহরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কবির। তিনি ১৩৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কবিরকে 'পঞ্চদশ শতাব্দীর ভারতের শ্রেষ্ট ভক্তিবাদী সন্ত কবি ও অতীন্দ্রিয়বাদী' বলা হয়ে থাকে। তিনি বারাণসীতেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের প্রতিনিধি তুলসীদাস তিনিও বারাণসীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন হিন্দু সন্তকবি, ধর্মসংস্কারক ও দার্শনিক। তিনি রামানন্দের গুরু পরম্পরায় রামানন্দি সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। তুলসীদাস তাঁর রাম ভক্তির জন্য প্রসিদ্ধ। তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে ভারতে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছে তাঁর রচিত 'রামচরিত মানস' মহাকাব্য। এই গ্রন্থ হল সংস্কৃত রামায়ণ মহাকাব্যের অওধি ভাষায়র ভাবানুবাদ। তুলসীদাসকে মূল রামায়ণের রচরিতা বাল্মীকির অবতার বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। রামভক্ত হনুমানের জনপ্রিয় স্তোত্র 'হনুমান চল্লিশা' তাঁরই রচনা। তুলসীদাস জীবনের অধিকাংশ সময় বারাণসীতে অতিবাহিত করেন। বারাণসীতে আজও তাঁর নামে একটি ঘাট রয়েছে তুলসী ঘাট। বারাণসীর সঙ্কট মোচন করতে তিনি সেখানে একটি হনুমান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কথিত রয়েছে, যেখানে এই মন্দির তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানেই তিনি হনুমানের দর্শন লাভ করেন। রামলীলা রামায়ণ ভিত্তিক লোকনাট্যের প্রচলন তুলসীদাসই করে ছিলেন। তুলসীদাসের সহিত্য কর্মের প্রভাব সারা ভারত জড়ে বিস্তার লাভ করে। এমনকী আন্তর্জাতিক দরবারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আজও তার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় রামলীলা নাটকে। যদিও রামলীলা স্থনীয় ভাষায় রচিত। তবুও তা দেখতে ভারতের তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকেরা বারাণসীতে উপস্থিত হয়ে থাকে। রামলীলা ভক্তি আন্দোলনের একটি মুখ্য রূপ বিশেষ। বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতি মিলে মিশে এক গিয়েছিল। তবে ভারতের ইসলাম আক্রমণ এবং মন্দির ধ্বংসের ফলে হিন্দু ধর্ম প্রসারে ব্যাঘাত আসতে থাকে। সেই ব্যাঘাতকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল রাম নামের প্রসার। রাম নাম প্রসারকে আরও সমৃদ্ধ করতে তুলসীদাস নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন। আষ্টম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে বর্তমানে তামিল নাড়ু এবং কেরল রাজ্যে বিশিষ্ট ছিল এবং উত্তর দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৫ শতাব্দীতে পূর্ব এবং উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এবং খ্রিস্টীয় ১৭ থেকে ১৭ শতাব্দীতে তার শীর্ষ স্থান লাভ করে। তুলসীদাসের ভক্তিবাদী আন্দোলন সংস্কারমুখী হয়ে পড়ে ছিল। তার ফলে সেই সময়ে যখন মুসলিম শাসকদের চাপ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। তখন তাকে প্রতিহত করতে তুলসীদাস রাম নামের আশ্রয় গ্রহণ করেন। হিন্দু ধর্মের একটি আইডেনটিটিকে প্রতিষ্ঠা করার দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল অবিচল। ভাবতে অবাক লাগে যে সেই সময়ে যখন ভারতের অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষিত এবং অন্ধকারে বসবাস করছে তখন তুলসীদাস এই সব হিন্দুদের রক্ষা করতে কলমের আশ্রয় নিযে. ছিলেন। বর্ণপ্রথা, ব্রাহ্মণের আধিপত্যের বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্মের সংস্কারের লক্ষ্য নিয়ে ভারতে রাম ভক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ইসলামি আগ্রাসানকে খর্ব করতে সচেষ্ট হন। তুলসী দাসের 'রামচরিতমানস' এবং 'রামলীলা' সৃষ্টি হল সেই ভক্তি আন্দোলনের কারণেই। 'শ্রীরামচরিতমানস' রচিত হয়েছিল হিন্দু ধর্মের প্রসার বৃদ্ধি করতে। কারণ সেই সময়ে ভারত যবনদের অত্যাচারের হাত থেকে হিন্দুদের রক্ষা করাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। সম্রাট আকবর সেই সময়ে 'দীন -ই-ইলাহি' ধর্ম স্থাপন করে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসী মানুষকে সমতার তলায় নিয়ে আসার উদ্যোগ নিয়েছেন। ভারতীয় বর্ণাশ্রম, ধর্ম এবং রীতিনীতি ভুলে হিন্দুরা তখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তার ফলে হিন্দু ধর্মের অবক্ষয় হতে শুরু করে। তুলসী দাসের নজর সেই দিকে পড়ে। তিনি হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করতে শ্রীরামের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীরামের আশ্রয় গ্রহণ করে তিনি লিখে ফেললেন 'রামচরিতমানস' যা হিন্দুদের মানসিক শক্তির দিতে সক্ষম হল। তারপরে তিনি লিখলেন 'হনুমান চল্লিশা'। কী ভাবে রামের আশ্রয় গ্রহণ করে হনুমান শক্তিশালীতে পরিণত হয়েছিলেন তারই ভজনা। সমসাময়িক কালে পণ্ডিতেরা তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস'কে অবহেলা করলেও ভাগবতের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তুলসীদাস এটিকে অসি, তাঁর বাসভবন তুলসীঘাটের কাছে শ্রীরামচরিতমানশরণী 'রামলীলা' জন্ম দিয়েছিলেন। এখান থেকে রামলীলার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল যা আজও ভারতের বিভিন্ন স্থানে

বাংলাদেশে রথযাত্রা নির্বিঘ্নে পালন করলো হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যরা

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

বাংলাদেশে রথযাত্রা উৎসব। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম ধর্মীয় অনুষ্ঠান শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসব শুরু হয়েছে। সনাতনী রীতি অনুযায়ী, প্রতি বছর আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে শুরু হয় জগন্নাথদেবের রথযাত্রা।

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাসহ নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানমালার মাধ্যমে আনন্দ মুখর পরিবেশে ৯ দিনব্যাপী শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা মহোৎ

সবের আয়োজন করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) সকাল আটটায় রাজধানীর স্বামীবাগ মন্দিরে বিশ্বশান্তি ও মঙ্গল কামনায় অগ্নিহোত্র যজ্ঞের মধ্য দিয়ে রথযাত্রা মহোৎসবের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। পরে বেলা তিনটায় মন্দির থেকে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা বের হয়। সন্ধ্যা সাতটার দিকে রথ ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পৌঁছায়।

আগামী ২৫ জুলাই বিকাল ৩টায় উল্টো রথের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে এই উৎসব শেষ হবে।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস, জগন্নাথদেব হলেন জগতের নাথ বা অধীশ্বর। জগৎ হচ্ছে বিশ্ব আর নাথ হচ্ছেন ঈশ্বর। তাই জগন্নাথ হচ্ছেন জগতের ঈশ্বর। তার অনুগ্রহ পেলে মানুষের মুক্তিলাভ হয়। জীবরূপে তাঁকে আর জন্ম নিতে হয় না। এই বিশ্বাস থেকেই রথের উপর জগন্নাথ দেবের প্রতিমূর্তি রেখে রথ নিয়ে যাত্রা করেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা।

শুভ রথযাত্রা উপলক্ষে আয়োজিত ৯ দিনব্যাপী অনুষ্ঠান মালায় রয়েছে, হরিনাম সংকীর্তন,বিশ্ব শান্তি ও মঙ্গল কামানায় অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, মহাপ্রসাদ বিতরণ, আলো চনা সভা, শোভাযাত্রা, পদাবলী কীর্তন,আরতি কীর্তন,ভগবত কথা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শ্রীমদ্ভাগবত গীতা পাঠ, ধর্মীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও ধর্মীয় নাটক মঞ্চায়ন।

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে দুপুর একটায় আলোচনা সভা শেষে বিকেল ৩টায় রথের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার উদ্বোধন করা হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বিএনপি মহাসচিবও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর উপস্থিত থাকেন।

জানা যায়, রাজধানীর স্বামীবাগ আশ্রম থেকে রথযাত্রা শুরু হয়ে জয়কালী মন্দির, ইত্তেফাক মোড়, শাপলা চত্বর, দৈনিক বাংলার মোড়,পল্টন মোড়,জাতীয় প্রেস ক্লাব, হাইকোর্ট, দোয়েল চত্বর, শহীদ মিনারও পলাশীর মোড় হয়ে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে গিয়ে শেষ হয়। পরে ২৫ জুলাই বিকেলে একই পথে উল্টো রথের শোভাযাত্রা ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে স্বামীবাগ আশ্রমে ফিরে আসবে।

সরকার, প্রশাসনও পুলিশের সঙ্গে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। পুলিশসহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে। এছাড়াও ৫০০ স্বেচ্ছাসেবক শৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকবে।

এছাড়া বাংলাদেশের পুরান ঢাকার তাঁতীবাজারের জগন্নাথ জিউ ঠাকুর মন্দির, জয়কালী রোডের রাম সীতা মন্দির এবং শাঁখারীবাজার একনাম কমিটিসহ রাজধানীর অন্যান্য মন্দির ওবাংলাদেশের জেলার বিভিন্ন মন্দিরেও চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল,রংপুর সিলেট, যশোর, রথটান অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে নতুন সরকার আসার ফলে হিন্দু ধর্মের ওপরে আঘাত ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। এবারে রথযাত্রায় নিয়ে বিপদ হয়নি।

হিন্দু মহাসভা নিয়ে সুভাষ চন্দ্র বোস আগ্রহী ছিলেন

কৌশিক দাস

হিন্দু মহাসভার সভাপতি ডা বি এস মুঞ্জের বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্র বসুর বিবৃতি। বাঙালাতেই হিন্দু মহাসভা সর্বাপেক্ষা বেশি কাজ করছে । ডাঃ বি এস মুঞ্জে ১৯২৬ সালে সর্বভারতীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতি এবং একই বছর কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত হন। মুঞ্জে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধিদের সদস্য ছিলেন এবং সম্মেলনে হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিত্ব করে যে বিবৃতি দেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৮ সালের ১ জানুয়ারি সংবাদ পত্রের এক প্রতিনিধির নেওয়া সাক্ষাৎকারে সুভাষচন্দ্র বলেছেন,' কংগ্রেসের গৃহীত সিদ্ধান্তের নিন্দা করে এবং যে- একটি প্রতিষ্ঠান বিশ্বের কাছে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে তার গুরুত্ব এবং সম্মানকে হেয় করে ডঃ মুঞ্জে এক বিবৃতি প্রচার করেছেন। এই সন্ধিক্ষণে এই বিবৃতির দ্বারা অনিচ্ছাকৃতভাবে তিনি সেই কাজটি করেছেন, যে কাজ তাঁকে দিয়ে করানো ব্রিটিশ সরকারের, বিশেষ করে লর্ড বার্কেনহেড - এর অভিপ্রেত হতে পারত। তাঁর বিবৃতিতে যে ব্যাঙ্গের সুর পরিব্যপ্ত তা হিন্দু মহাসভার পক্ষে শোভন নয়। যখন আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য কংগ্রেসের শক্তি এবং সম্মান বৃদ্ধি করা তখন শ্রী শ্রীনিবাস আয়েঙ্গাকে অথবা ভারতের জাতীয় মহাসভাকে আক্রমণ করে হিন্দু মহাসভা অথবা ভারতবর্ষের কী লাভ হবে তা আমি বুঝতে অক্ষম। ডঃ মুঞ্জে হিন্দু মহাসভার সভাপতি এবং এই পদের অধিকারী হিসেবে বিবৃতি প্রচার করে এই ধারণা সৃষ্টি করতে চাইলেন যে, তাঁর ব্যক্তিগত অভিমতই হিন্দু মহাসভায় অভি মত। এটা সত্যের অপলাপ। আমি মাদ্রাজে উপস্থিত না থাকলেও আমার ধারণা এই যে, পন্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং হিন্দু মহাসভার কয়েকজন প্রখ্যাত নেতা হিন্দু -মুসলমান ঐক্য সহ কংগ্রেসের সমস্ত সিদ্ধান্ত সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করেছিলেন। তবু ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দু সভাগুলি গরু এবং সংগীতের মতো বিতর্কিত প্রশ্নগুলি সম্পর্কে অভিন্ন

মত পোষণ করে না। অতএব বিশেষ কোন নেতার অথবা প্রদেশের মতামতকে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার মতামতরূপে প্রচার করা ন্যায্য নয়।

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সাধারণ মতামত বিবেচনা করবার সময় বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার মতামতকে অবহেলা করা উচিত নয়। বাঙলার হিন্দু জনসংখ্যার কথা এবং, কেবল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামেই নয়, ১৮৫৭ সাল থেকে হিন্দুত্বের পুনরুজ্জীবনে তাঁদের ভূমিকার কথা স্মরণ রেখেও হিন্দু বাঙলার মতামতকে আজ পর্যন্ত যতটা মনোযোগের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে তার চেয়ে বেশি মনোযোগের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। ভারতবর্ষ হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল দেশ এবং যা বড়জোর মাত্র কয়েকটি প্রদেশের হিন্দুদের মতামত তাকে সমগ্র হিন্দু ভারতের মতামত বলে চালাবার প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমি হিন্দু মহাসভায় কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য কর্মীর কাছ থেকে শুনেছি যে, ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের মধ্যে বাংলাতেই হিন্দু মহাসভা সর্বাপেক্ষা বেশি কাজ করছে। একথা সত্য হলে এটা যুক্তিগ্রাহ্য যে, আমার প্রদেশে হিন্দু মহাসভার বিপুল সংখ্যক অনুগামী আছে। কিন্তু আমি বাঙলাকে জানি এবং বাঙলার অন্তত কিছু সংখ্যক হিন্দু সভার কর্মীকে আমি চিনি। ডঃ মুঞ্জেকে আমি স্পষ্ট ভাষায় বলব যে, নিতান্ত কম করে ধরলেও বঙ্গীয় হিন্দুসভার কর্মী এবং সদস্যদের ৮০ জন মনে প্রাণে স্বদেশপ্রেমিক এবং দুর্ভাগ্যক্রমে, ডঃ মুঞ্জে এখন যে মনোবৃত্তি এবং মেজাজের পরিচয় দিচ্ছেন তার সঙ্গে তাঁদের মনোবৃত্তি এবং মেজাজের কোনও মিল নেই।

আমি নিজে হিন্দু এবং হিন্দু মহাসভা, যেসব কাজ করছে তার কিছু বিষয়ের সঙ্গে আমি একমত না হলেও , সমাজোন্নয়ন এবং ধর্ম সংস্কারের ক্ষেত্রে এদের কাজের আন্তরিক প্রশংসা করি। কিন্তু যে সকল সমস্যা প্রধানত ভারতের জাতীয় মহাসভার আওতায় পড়ে সেগুলি নিয়ে ছেলেখেলা না করতে আমি হিন্দু মহাসভাকে অনুপ্রাণিত করব।

আমি সাহসের সঙ্গে বলছি যে, ঐক্য সম্পর্কে কংগ্রেসের গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর ডঃ মুঞ্জে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন হিন্দু বাঙলা তা সমর্থন করতে পারে না। এ বিষয়ে তাঁর কোনও সন্দেহ থাকলে আমি তাঁর সঙ্গে সমগ্র বাঙলা ঘুরে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে জনসভায় বক্তৃতা দিতে প্রস্তুত আছি। তখন ভারতবর্ষ বিচার করতে পারবে কে অধিকতর বিশ্বস্তভাবে হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করে। আমি সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছি। তাতে সারা দিবেন কিনা তা নির্ভর করছে ডঃ মুঞ্জের উপর।

'মানুষের জীবনে ঈশ্বরের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপহার ' বাকশক্তি' । দেশের জনগণের সাধারণ মানুষের বক্তব্যে ততখানি আগ্রহ থাকে না, যতখানি আগ্রহ থাকি নেতৃবৃন্দ অথবা সমাজে প্রতিষ্ঠিত মানুষের বক্তব্যে। সুভাষ -সাধনাই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। তাই সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যের মাধ্যমেই তাঁর বিশ্বস্ত হিন্দুত্ব প্রতিনিধিত্বের উপস্থাপনা করলাম।

আজকের বিজেপির মূল শিকড় অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা যা ১৯১৫ সালের ৯ এপ্রিল হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় পন্ডিত মদনমোহন মালব্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মদনমোহন মালব্য জাতীয় কংগ্রেসের চারবারের সভাপতি ছিলেন। এই মদনমোহন মালব্যের সাথে সুভাষচন্দ্রের হিন্দুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে করা সম্ভব নয়। তবে বর্তমানের দেশ এবং রাজ্যের শাসক দল বিজেপি শুধুমাত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপা ধ্যায়কেই পশ্চিম বাংলার হিন্দুদের প্রকৃত প্রতিনিধি হিসেবে দাবী করছে, এটাও বাস্তব সত্য। সুভাষচন্দ্র সর্বদাই সর্বধর্মসমন্বয়ের পক্ষে ছিলেন, কিন্তু এই কারণে কখনোই তিনি হিন্দু -বিরোধী ছিলেন না, বরং হিন্দু মহাসভায় অনেক নেতার চাইতে তিনি অনেক বেশি হিন্দুপ্রেমী ছিলেন তাই তিনি বলেছেন, তখন ভারতবর্ষ বিচার করতে পারবে কে অধিকতর বিশ্বস্তভাবে হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করে। পূজনীয় নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দিল্লীর গান্ধী ময়দানের এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন।

'যাত্রাশিল্প রক্ষায় সরকার পাশে থাকবে'- পূর্ণিমা চক্রবর্তী

রবীন্দ্রকুমার শীল

কলকাতার বাগবাজারের যাত্রা পালার সুখ্যাতি সারা বাংলা জুড়ে তো বটেই, বাংলার বাইরে এর খ্যাতি পর্বত সমান। যাত্রা শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সব সময়ে আগ্রহী। এবারে রথযাত্রার দিনে রাজ্য সরকারের তথ্য ও জনসংযোগের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ যাত্রামঞ্চে। তিনি রথযাত্রার পবিত্র লগ্নে পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা অ্যাকাডেমির বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে 'যাত্রা দর্পণ'-এর প্রকাশ, যাত্রার পোস্টার প্রদর্শনীর উদ্বোধন এবং যাত্রাপালার আনুষ্ঠানিক বুকিং-এর সূচনায় অংশগ্রহণ করলেন।

মাননীয়া মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'বাংলার গৌরবময় যাত্রাশিল্প ও লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণ, প্রসার এবং শিল্পীদের কল্যাণে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।' রথযাত্রার দিনে বাংলার যাত্রা নিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে গিরিশ ঘোষের মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়েছিল। যাত্রা ভারতীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় লোকনাট্য ধারা। সম্প্রতি যাত্রার উন্নতিকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতার বাগবাজারে স্থাপন করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি ও ফণিভূষণ বিদ্যা বিনোদ যাত্রামঞ্চ। যাত্রা বাংলাদেশ, ভারতের বিভিন্ন স্থানে হয়ে থাকে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ইত্যাদি প্রদেশে যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ময়মনসিংহ ইত্যাদি জেলায় যাত্রাগান খুব বেশি প্রচলিত এবং জনপ্রিয়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য যাত্রাগান মহুয়া সুন্দরী, খাইরুন সুন্দরী, রূপবান, কৃষ্ণলীলা ইত্যাদি।

তখনও সারা দেশে নাট্য আকাডেমি তৈরির কোনও স্বপ্ন দেখেনি কেউ। সেই ১৮৯৯ সালে কাশিমবাজার মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ নন্দী বহরম পুরে দেশের প্রথম নাট্য অ্যাকাডেমি গড়ে ছিলেন। চিৎপুরের যাত্রা যাতে আরও উন্নত এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে তার দিকে বর্তমান সরকার লক্ষ্য রাখছে ও এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে সরকার আর্থিক সাহায্য করবে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। **(ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।)**

বন্ধ হয়ে যেতে পারে সোনাঝুরি! হাট বাঁচাতে পরিবেশ আদালতের দ্বারস্থ হস্তশিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর, ১৭ জুলাই ঃ বোলপুর শান্তিনিকেতনের মধ্যে সোনাঝুরি হাট পর্যটকদের অভিযোগ জানিয়েছেন 'যে অবৈধভাবে গাছ কেটে এই হাট চালানো হচ্ছে'। আর এই বোলপুর

কাছে অন্যতম এক আকর্ষণীয় জায়গা। তবে বন দফতরের জায়গায় এই হাট অবৈধ বলে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত। এবার হাট বাঁচাতে আদালতে শিল্পীরাও। বোলপুর শান্তিনিকেতন ভ্রমণের জন্য প্রত্যেকদিন হাজার হাজার দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের পর্যটকরা ছুটে আসেন। আর এই বোলপুর শান্তিনিকেতনের মধ্যে সোনাঝুরি হাট পর্যটকদের কাছে অন্যতম এক আকর্ষণীয় জায়গা। তবে বন দফতরের জায়গায় এই হাট অবৈধ বলে একাধিকবার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত। সুভাষ দত্ত একাধিকবার পরিবেশ আদালতে শান্তিনিকেতনে সোনাঝুরি হস্তশিল্পীদের হাট বাঁচাতে এবার পরিবেশ আদালতের দ্বারস্থ হলেন হস্তশিল্পীরা নিজেই। একদিকে পরিবেশ রক্ষার প্রশ্ন, অন্যদিকে এই হাট এর সঙ্গে যুক্ত কয়েক হাজার হস্তশিল্পী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর জীবিকা। এই দুইয়ের টানাপোড়েনেই নতুন মাত্রা। আর এই কারণেই হাটের সঙ্গে যুক্ত একাধিক হস্তশিল্পী ও ব্যবসায়ী এনজিটির দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁদের দাবি, সোনাঝুরির হস্তশিল্পীদের হাট কোনওভাবেই অবৈধ নয়। দীর্ঘ বহু বছর ধরে কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের পরিচয়পত্র, রাজ্য ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং হস্তশিল্প দফতরের শংসাপত্র-সহ একাধিক বৈধ নথি নিয়ে তাঁরা হাটে ব্যবসা করে আসছেন। আবেদনকারী রাসিদুল মোল্লা জানান এই হাটের ওপর ভরসা করে বহু হস্তশিল্পী ব্যবসায়ীদের রুটিরুজি হয়, এই হাট যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে হস্তশিল্পী ব্যবসায়ীরা না খেতে পেয়ে মারা যাবেন। আর সেই কারণেই জীবিকার বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই আদালত হস্তক্ষেপ করুক। এই বিষয়ে পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত জানান, বন দফতরের জায়গায় বন সুরক্ষা আইন না মেনে দীর্ঘদিন ধরে বাণিজ্যিক ব্যবসা চালাচ্ছেন হস্তশিল্পীরা। জঙ্গলের ভিতরে লাইন দিয়ে হাজার হাজার দোকান বসানো, নিয়ম না মেনে চারচাকা গাড়ির প্রবেশ, পর্যটকদের প্লাস্টিকের ব্যবহার, গাছের ক্ষতি এবং বিভিন্ন স্থানে কংক্রিট নির্মাণের ফলে সোনাঝুরির প্রাকৃতিক পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রসঙ্গত ২০০০ সালে শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি জঙ্গলের মনোরম পরিবেশে একটি হাট বসিয়েছিলেন প্রয়াত প্রবীণ আশ্রমিক শ্যামলী খাস্তগীর। সেই সময় সপ্তাহে মাত্র একদিন শনিবার, একেবারে জঙ্গলের মধ্যে একটি হাট বসত। স্থানীয় আদিবাসী মানুষজন-সহ শিল্পীরা তাঁদের হাতের তৈরি শিল্প সামগ্রী পসরা সাজিয়ে বসতেন। তাও গুটিকতক শিল্পী। তবে বর্তমানে প্রত্যেকদিন এই হাট বসছে।

ঘাটালের নদীগুলির জলস্তর বাড়তে শুরু করায় বন্যার আতঙ্ক তৈরি হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঘাটাল, ১৭ জুলাই ঃ একদিকে ভরা বর্ষা, তার দোসর গভীর নিম্নচাপ। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জুড়ে চলছে টানা মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি। আর এই বৃষ্টির জেরে ঘাটালের নদীগুলির জলস্তর বাড়তে শুরু করায় ফের বন্যার আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এলাকায়। 'ঘাটাল' আর 'বন্যা' শব্দদুটি যেন একে অপরের সমার্থক। তাই অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আর কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ ঘাটাল মহকুমা প্রশাসন। নদীর

জল বাড়তেই বন্যা মোকাবিলায় আগাম জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল ঘাটালে। টানা বৃষ্টিতে ইতিমধ্যেই ঘাটালের মনসুকাতে ফুঁসতে শুরু করেছে ঝুমি নদী। জলের তোড়ে ভেঙে গেছে নদীর ওপরের ছ'টি বাঁশের সাঁকো। ফলে ওই এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বাধ্য হয়েই এখন নৌকায় চলছে যাত্রী পারাপার। অন্যদিকে, বর্ষা এলেই শিলাবতী নদীর জলে প্লাবিত হয় ঘাটাল শহর ও বিস্তীর্ণ গ্রামীণ এলাকা। জলের তলায় চলে যায় রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি ও কৃষিজমি। লক্ষাধিক মানুষ গৃহবন্দি হয়ে পড়েন, আর যাতায়াতের একমাত্র সম্বল হয়ে দাঁড়ায় নৌকা বা ডিঙি। এবারও সেই আশঙ্কাই জোরালো হচ্ছে। পরিস্থিতি যাতে হাতের বাইরে না যায়, তাই আগেভাগেই ময়দানে নেমেছে প্রশাসন। রাজ্য সরকারের নির্দেশে ইতিমধ্যে পর্যাপ্ত ত্রাণ মজুত করা হয়েছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে সচেতন করার কাজও চলছে। জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাধারণ মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমস্ত রকম রূপরেখা তৈরি রেখেছে প্রশাসন। ইতিমধ্যেই ঘাটালের জলমগ্ন এলাকাগুলি ঘুরে দেখেছেন মহকুমা শাসক অনন্যা জানা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সপ্তর্ষি ভট্টাচার্য, ঘাটাল থানার ওসি তিমির লেট সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। বেশ কয়েক বছর আগে ঘাটালের প্রতাপপুরে শিলাবতী নদীর বাঁধ ভেঙে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। পরিস্থিতি সামলাতে উদ্ধারকার্যে নামাতে হয়েছিল বায়ুসেনা। সেই এলাকাটিও বিশেষভাবে পরিদর্শন করেন প্রশাসনিক কর্তারা। এছাড়া, সম্প্রতি ঘাটাল পঞ্চায়েত সমিতিতে বন্যা প্রস্তুতি নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট। সব মিলিয়ে, নদীর জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোগের চোখরাঙানির মাঝে আগাম প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না মহকুমা প্রশাসন।

ভস্মীভূত খাবারের হোটেল, আতঙ্ক এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১৭ জুলাই ঃ শুক্রবার সকালে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলো দুর্গাপুরে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে দুর্গাপুরের গান্ধী মোড় সংলগ্ন এলাকায়। রাস্তার ধারের একটি খাবারের হোটেল মুহূর্তের মধ্যে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতোই শুক্রবার সকালেও হোটেলের মালিক উনুনে কড়াই চাপিয়ে তাতে তেল ঢালেন। প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন রান্নার। তারপরেই আচমকা আগুন ধরে যায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই আগুন দ্রুত ভয়াবহ রূপ নেয়। মুহূর্তের মধ্যে তা গোটা দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। দিনের ব্যস্ত সময়ে হোটেলে হঠাৎই আগুন লেগে যাওয়ায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও, আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে শেষ রক্ষা হয়নি। হোটেলটি ভস্মীভূত হয়ে যায়। তবে এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর মেলেনি।

Government of West Bengal
Irrigation & Waterways Directorate

SNIT No. : 8/EE/MDD-I/2026-27 under MDD-I is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the eligible bonafied contractors for 1 (One) No. Emergent work related to the repair of drainage and pathways within Sech Nibas Irrigation Bunglow at Salt Lake amounting to **Rs.23.00 Lakhs.** (Approx) Last date and time of application of SNIT is **21.07.2026** up to **12:00 Hrs.** Other details may be seen in the website : **https://iwd.wb.gov.in** and in the office of the undersigned.

Sd/-
Executive Engineer
Metropolitan Drainage Division No.-I
Jalasampad Bhavan, 4th Floor, Kol.-91

নোটিশ

আমি শ্রীমতী ঝুমা ব্যানার্জী, W/O শ্রী সমর ব্যানার্জী, সাং- বালিটিকুরী, জগাছা, হাওড়া। উক্ত আপডাহক মৌজায় দীপক দাস দিগরের থেকে রঞ্জিত কুমার দাস ও কিছুদিন পূর্বে তাঁর জমি আমমোক্তার প্রাপ্ত করেছেন, যাহার হাল দাগ নং- 6045, যাহার আমমোক্তার নং - 438/14, যাহার দলিল নং- 94/25, বর্তমানে আমি নাম খারিজের জন্য আবেদন জমা করেছি। উক্ত দাতাগনের যদি কোনরূপ আপত্তি থাকে তাহলে উপযুক্ত প্রমানসহ B.L. & L.R.O., Domjur অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED
CIN: L27203WB1988PLC043705
Regd. Office: 113, Park Street, 'N' Block, 2nd Floor, Kolkata - 700016
Website: www.centuryextrusions.com
E-mail: secretary@centuryextrusions.com

NOTICE OF THE 38TH ANNUAL GENERAL MEETING

1. Notice is hereby given that the Thirty-Eighth (38th) Annual General Meeting of the Members of Century Extrusions Limited will be convened on **Friday, the 14th day of August, 2026 at 10:30 A.M.** Indian Standard Time ("IST"), through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business(es) as set out in the notice calling the AGM, without the physical presence of the Members at the AGM Venue. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 08th day of August, 2026 to 14th day of August, 2026, (both days inclusive).
2. The Notice of the 38th AGM and the Annual Report of the Company including the financial statements for the financial year ended 31st March, 2026 ("Annual Report") will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, namely MUFG Intime India Pvt. Ltd. ("RTA") or with their respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circular. Further a letter providing the weblink for accessing the Annual Report for the Financial Year 2025-26 and Notice of 38th AGM will be sent to those shareholders who have not registered their email address with the Company / Depositories. Members can join and participate in the 38th AGM of the Company through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility only. The instructions for joining the 38th AGM of the Company and the manner of participation in the remote electronic voting system or casting vote through the e-voting system during the 38th AGM of the Company will be provided in the Notice of the 38th AGM. Members participating through the ("VC/OAVM") facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 38th AGM and the Annual Report of the Company for the financial year ended 31st March, 2026 will also be available on website of the Company, viz, **www.centuryextrusions.com** and the website of the Stock Exchanges namely National Stock Exchange of India Limited (NSE) at **www.nseindia.com** and, Bombay Stock Exchange Limited (BSE) at **www.bseindia.com** respectively as well as on the website of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) the agency for providing our remote electronic voting at **www.evotingindia.com**
3. Members holding shares in physical form who have not registered their email addresses with the Company/Company's RTA, can get the same registered and obtain notice of the 38th AGM of the Company along with the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2026 and/or login details for joining the 38th AGM of the Company through ("VC/OAVM") facility including e-voting, by sending a scanned copy of the following documents by the email to the Company's RTA's email id; **investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com**
   a. A signed request letter mentioning your Name, Folio Number and complete Address;
   b. Self - attested scanned copy of PAN Card;
   c. Self - attested scanned copy of any document (such as Aadhar Card, Driving License, Voter Id Card, Passport) in support of the address of the member as registered with the Company.
4. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their email addresses with their respective Depository Participants.

The aforementioned information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circular.

For Century Extrusions Limited
Place: Kolkata **Rajan Singh**
Date: 17.07.2026 **Company Secretary & Compliance Officer**

PWD(GOVT. OF W.B.) TENDER NOTICE

EE, PWD, Hooghly Construction Division invites online e - Tender for the following: **Tender ID(s): 2026_WBPWD_5016961_1, 2026_WBPWD_5016961_2. NIET No.: WBPWD/EE/HCD/NITe-09 of 2026-2027.** Bid submission start date (online): **18.07.2026 from 11:00 AM.** Bid submission closing date (online): **24.07.2026 up to 2:00 PM.** Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ/NIT and other documents may be downloaded from: **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/- J.P.Dhar
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division
Chawkbazar, Hooghly

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213.
Memo. No. 2172/PO/JLD-II Dated: 15/07/2026

Notice

Block Development Officer, Jhalda-II Development Block invites E-Quotation as follows: NIQ No.-01(e)/BDO/JLD-II/2026-27 dt. 15.07.2026, for 09 no. scheme **(Tender ID 2026_DM_5016919_1 to 2026_DM_5016919_9)** within the jurisdiction of Jhalda-II Development Block. Last Date of tender submission is 27.07.2026 up to 2-00 pm respectively. Details may be obtained from website: **https://tenders.wb.gov.in.**

Sd/-
Block Development Officer
Jhalda II Development Block

টানা ৩ দিন বন্ধ বাংলা-সিকিম সংযোগকারী ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিকিম, ১৭ জুলাই ঃ রংপো ও সিংতামের মাঝের ২০ মাইল এলাকায় বড়সড় ধস নামায় আজ থেকে টানা তিন দিনের জন্য বন্ধ রাখা হচ্ছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক (NH-10)। জাতীয় সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়ন সংস্থা এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করেছে। ধসগ্রস্ত অংশে জরুরি সংস্কার ও স্থিতিশীলকরণের কাজ চলবে। সেই কারণে রবিবার পর্যন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। এর ফলে সিকিম ও উত্তরবঙ্গের মধ্যে সড়ক যোগাযোগে বড়সড় প্রভাব পড়বে। ভোগান্তির মুখে পড়তে পারেন সিকিমগামী পর্যটক, নিত্যযাত্রী এবং পণ্যবাহী যানবাহনের চালকেরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আপাতত বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিকল্প রুট **রুট-১** ঃ শিলিগুড়ি - সেবক - তিস্তাবাজার - কালিম্পং - পেডং - রেনক - পাকিয়ং -

রোরাথাং- রাণীপুল- গ্যাংটক। **রুট-২** শিলিগুড়ি - সেবক - ৭১৭এ জাতীয় সড়ক - পেডং - পাকিয়ং - রোরাথাং - রাণীপুল - গ্যাংটক। সম্প্রতি রাতভর টানা বৃষ্টির জেরে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের সেবক কালিবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় ধস নেমেছে। এর ফলে শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং, সিকিম এবং ডুয়ার্সের সড়ক যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন প্রশাসনের আধিকারিকেরা। পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। ধসের জেরে আপাতত বিকল্প পথে যানবাহন চলাচলের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি- গজলডোবা- গরুবাথান-লাভা-আলগাড়া- কালিম্পং এবং শিলিগুড়ি- গজলডোবা-গরুবাথান-লাভা- আলগাড়া-কালিম্পং-মণ্ডসঙ- রেনক-রংপো-গ্যাংটক রুট ব্যবহার করা যাচ্ছে। এছাড়া শিলিগুড়ি- গজলডোবা- ওদলাবাড়ি- মালবাজার-চালসা রুটও বিকল্প হিসেবে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, কালিম্পংয়ের ২৯ মাইল এলাকাতেও টানা বৃষ্টির জেরে ধস নামে সম্প্রতি। ঘটনাস্থলে এনএইচআইডিসিএল -এর কর্মীরা এবং পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। আপাতত ওই এলাকাতেও যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। ১১ জুলাই থেকে তিন দিন ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের বারডাংয়ের ২০ মাইল এলাকায় মেরামতির কাজ চলে। প্রতিদিন ভোর ৫টা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত সব ধরনের যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হবে। এই সময়ের মধ্যে রাস্তা মজবুত করার পাশাপাশি ধসপ্রবণ অংশে নিরাপত্তামূলক কাজ করা হবে। যাত্রী ও পর্যটকদের সুবিধার জন্য বিকল্প রুটও নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রংপো-রোরথাং-পাকিয়ং- রানিপুল হয়ে ৭১৭(এ) জাতীয় সড়ক ব্যবহার করা যাবে। এছাড়া ছোট গাড়ির জন্য ডুগা-পেন্ডাম রোড খোলা থাকবে। তাই সিকিমগামী পর্যটকদের যাত্রার আগে রুট সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বের হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

প্রশাসনিক ইউনিট/ জোন ঃ শিয়ালদহ ডিভিসন-কমার্শিয়াল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০ ০১৪। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** এমপিএস- জুলাই-০৩-২৬। **নিলামকারী কর্তৃপক্ষ ঃ** সিনি. ডিসিএম/এসডিএএইচ। **দরপ্রস্তাব প্রদান পদ্ধতি ঃ** সাধারণ নিলাম (সিঙ্গল স্টেজ)। **নিলাম শুরু (সকল লটের) ঃ** ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টায়। **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ৩১.০৭.২০২৬ বিকেল ৪টে ৪০ মিনিট। **স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণ জোন ঃ** ১২০ সেকেন্ড। **স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণ মেয়াদকাল ঃ** ১২০ সেকেন্ড। **প্রাথমিক কুলিং অফ মেয়াদ ঃ** ৩০ মিনিট। **ক্রমান্বয়ী লট বন্ধ হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ান্তর ঃ** ১০ মিনিট। **সর্বোচ্চ স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণ ঃ** ১০ বার। **ক্যাটালগ প্রকাশের তারিখ ঃ** ১৫.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে ৫৯ মিনিটে। **সিদ্ধান্তের প্রকৃতি ঃ** অটো। **আরপি প্রদর্শিতঃ** নয়। **পারমিট বিড আরপি-র চেয়ে কম ঃ** হ্যাঁ। **প্রথম প্রত্যাখানের অধিকার (আরওএফআর) প্রযোজ্য? ঃ** না। **এসইকিউ নং, লট নং/বিভাগ, বিবরণ এবং লট শেষের তারিখ/সময়** নিম্নরূপ ঃ **এএ/১,** এমপিএস-এসডিএএইচ-ডিইবি-এমপিএস-২৬-২৬-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল)। ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য বেলডাঙা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ২-তে মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) (৬ ফুট x ১০ ফুট = ৬০ বর্গ ফুট) বণ্টনের কাজ। ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **এএ/২,** এমপিএস-এসডিএএইচ-বিএসএইচটি-এমপিএস-৩৬-২৬-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল)। ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য বসিরহাট রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) (৮ ফুট x ৫ ফুট x ৮ ফুট) বণ্টনের কাজ। ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে। **এএ/৩,** এমপিএস-এসডিএএইচ-বিআইআরএ-এমপিএস-৪৩-২৬-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল)। ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য বিড়া রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ২-তে প্ল্যাটফর্ম শেড (শিয়ালদহ প্রান্ত)-এর তলায় ৮ ফুট x ৫ ফুট x ৮ ফুট মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) বণ্টনের কাজ। ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে। **এএ/৪,** এমপিএস-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-এমপিএস-১২-২৬-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল)। ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনে উত্তর দিকের বাইরের যাওয়ার দরজায় (১০ ফুট x ৬ ফুট = ৬০ বর্গ ফুট) মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) বণ্টনের কাজ। ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **এএ/৫,** এমপিএস-এসডিএএইচ-বিকিউজি-এমপিএস-২১-২৬-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল)। ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য ভগবানগোলা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ প্ল্যাটফর্ম এলাকার মধ্যবর্তী অংশে শেডের তলায় (১০ ফুট x ৬ ফুট = ৬০ বর্গ ফুট) মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) বণ্টনের কাজ। ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো ১০ মিনিট। **এএ/৬,** এমপিএস-এসডিএএইচ-বিএফটি-এমপিএস-২৭-২৬-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল)। ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য ভাবতা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ (১০ ফুট x ৬ ফুট = ৬০ বর্গ ফুট) মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) বণ্টনের কাজ। ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো ২০ মিনিট। **এএ/৭,** এমপিএস- এসডিএএইচ-এমজিটি-এমপিএস-৪১-২৬-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল)। ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য মগরাহাট রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ বুকিং অফিসের নিকটে (৮ ফুট x ৫ ফুট x ৮ ফুট) মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) বণ্টনের কাজ। ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিট। **এএ/৮,** এমপিএস-এসডিএএইচ-কেআরপি-এমপিএস-২২-২৬-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল)। ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য কৃষ্ণপুর রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এর মধ্যবর্তী অংশে প্যানেল রুমের নিকটে (১০ ফুট x ৬ ফুট = ৬০ বর্গ ফুট) মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) বণ্টনের কাজ। ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো ৪০ মিনিট। **এএ/৯,** এমপিএস-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-এমপিএস-১৫-২৬-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল)। ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনে পিলার নং ৩ ও ৪-এর মধ্যে আইল্যান্ড প্ল্যাটফর্ম ১৫/১৬-তে (১০ ফুট x ৬ ফুট = ৬০ বর্গ ফুট) মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) বণ্টনের কাজ। ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো ৫০ মিনিট। **এএ/১০,** এমপিএস-এসডিএএইচ-এমবিবি-এমপিএস-৩১-২৬-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল)। ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য মুর্শিদাবাদ রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ (১০ ফুট x ৬ ফুট = ৬০ বর্গ ফুট) মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) বণ্টনের কাজ। ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। **এএ/১১,** এমপিএস-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-এমপিএস-১৯-২৬-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল)। ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনে পিলার নং ৫ এবং ৬-এর মধ্যবর্তী আইল্যান্ড প্ল্যাটফর্ম-২০/২১-এ (১০ ফুট x ৬ ফুট = ৬০ বর্গ ফুট) মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) বণ্টনের কাজ। ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ১০ মিনিট। **এএ/১২,** এমপিএস-এসডিএএইচ-এসজিভি-এমপিএস-২৯-২৬-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল)। ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য সারগাছি রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ (১০ ফুট x ৬ ফুট = ৬০ বর্গ ফুট) মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) বণ্টনের কাজ। ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে ২০ মিনিট। **এএ/১৩,** এমপিএস-এসডিএএইচ-ডিডিসি-এমপিএস-৪০-২৬-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল)। ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য দমদম ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ ওএসওপির পাশে (৮ ফুট x ৫ ফুট x ৮ ফুট) মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) বণ্টনের কাজ। ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট। **এএ/১৪,** এমপিএস-এসডিএএইচ-বিআরপিকে-এমপিএস-৪২-২৬-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল)। ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য বিশরপাড়া কোদালিয়া রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ২-তে শিয়ালদহ প্রান্তের পিএফ শেডের পাশে মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) বণ্টনের কাজ। ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৪০ মিনিট। **এএ/১৫,** এমপিএস-এসডিএএইচ-বিএফটি-এমপিএস-৩৩-২৬-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল)। ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য ভাবতা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ২-তে (১০ ফুট x ৬ ফুট = ৬০ বর্গ ফুট) মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) বণ্টনের কাজ। ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৫০ মিনিট। **এএ/১৬,** এমপিএস-এসডিএএইচ-বিটি-এমপিএস-৩৪-২৬-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল)। ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য বারাসাত রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ এফওবি এসক্যালেটরের নীচে সিআইটি/টিআই(এম) কার্যালয়ের সম্মুখে (৮ ফুট x ৫ ফুট x ৮ ফুট) মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) বণ্টনের কাজ। ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ বিকেল ৪টে। **এএ/১৭,** এমপিএস-এসডিএএইচ-ডিইবি-এমপিএস-৩০-২৬-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল)। ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য দেবগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ২-তে (১০ ফুট x ৬ ফুট = ৬০ বর্গ ফুট) মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) বণ্টনের কাজ। ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ বিকেল ৪টে ১০ মিনিট। **এএ/১৮,** এমপিএস-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ- এমপিএস-১৭-২৬-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল)। ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনে পিলার নং ৩ ও ৪-এর মধ্যে আইল্যান্ড প্ল্যাটফর্ম ১৬/১৭-তে (১০ ফুট x ৬ ফুট = ৬০ বর্গ ফুট) মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) বণ্টনের কাজ। ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ বিকেল ৪টে ২০ মিনিট। **এএ/১৯,** এমপিএস-এসডিএএইচ-এইচএলআর- এমপিএস-৩৮-২৬-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল)। ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য হালিশহর রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ২-তে (৮ ফুট x ৫ ফুট x ৮ ফুট) মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) বণ্টনের কাজ। ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ বিকেল ৪টে ৩০ মিনিট। **এএ/২০,** এমপিএস-এসডিএএইচ-জিবিজি- এমপিএস-৩৭-২৬-১ (এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল)। ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য গোবরডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ (৮ ফুট x ৫ ফুট x ৮ ফুট) মাল্টিপারপাস স্টল (এমপিএস) বণ্টনের কাজ। ৩১.০৭.২০২৬ তারিখ বিকেল ৪টে ৪০ মিনিট। **দরহার একক ঃ** প্রতিক্ষেত্রে বার্ষিক লাইসেন্স ফি। **ট্রিপ/দিন ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১৮২৬। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%)ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ০.২। **লট স্ট্যাটাস ঃ** খসড়া ক্যাটালগে নতুন (প্রতিক্ষেত্রে)।

SDAH-140/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শ্রী কৃষ্ণ জুট প্রোডাক্টস লিমিটেড
CIN: L17232WB1981PLC034372
নিবন্ধিত কার্যালয় - ১৯ডি, মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৭
ই-মেইলঃ skjpl1981@gmail.com । ওয়েবসাইটঃ www.skjpl.in ফোনঃ ৯০৭৩৯৬৫৫০৩

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, 'শ্রী কৃষ্ণ জুট প্রোডাক্টস লিমিটেড'-এর ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী ১১ই আগস্ট, ২০২৬, মঙ্গলবার দুপুর ১২.৩০-এ কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়-১৯ডি, মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০৭-এ অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে (যা সভা আহ্বানের উদ্দেশ্যে প্রচার করা হচ্ছে) উল্লিখিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা, এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর সমস্ত প্রযোজ্য বিধান মেনে-সেইসাথে ৮ এপ্রিল ২০২০-এর সার্কুলার নং ১৪ / ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০-এর সার্কুলার নং ১৭/ ২০২০, ৫ মে ২০২০-এর সার্কুলার নং ২০/ ২০২০, ১৩ জানুয়ারি ২০২১-এর সার্কুলার নং ০২/২০২১ এবং ১২ মে ২০২০-এর সেবি সার্কুলার ও মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (MCA) ও সেবি (SEBI) কর্তৃক জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার (যাকে একত্রে প্রাসঙ্গিক সার্কুলারসমূহ বলা হয়েছে) অনুসরণ করে-এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি বা কার্যসূচি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে।

বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)-র বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন শুধুমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাঠানো হচ্ছে, যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট 'স্কাইলাইন ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড' (যাকে এখানে 'RTA' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর কাছে নথিভুক্ত রয়েছে। যেসব সদস্যের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত নেই, তারা জেনে রাখতে পারেন যে AGM-র বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.skjpl.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট-যেমন 'দ্য মেট্রোপলিটন স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড'-এর ওয়েবসাইট www.msei.in-এও পাওয়া যাবে। **ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত বা হালনাগাদ করার পদ্ধতিঃ**

ক) যেসব শেয়ারহোল্ডারের শেয়ার 'ফিজিক্যাল মোড'-এ (কাগজের সার্টিফিকেটের মাধ্যমে) রয়েছে এবং যারা এখনও কোম্পানির কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত বা হালনাগাদ করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তারা http://www.skylinerta.com/ submit-document-to-rta.php লিঙ্কে ক্লিক করে অথবা কোম্পানির 'রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ' (RTA)-'স্কাইলাইন ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড'-এর কাছে compliances@skylinerta.com বা info@skylinerta.com ইমেল ঠিকানায় ফোলিও নম্বরসহ বিস্তারিত তথ্য এবং প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত অনুলিপি পাঠিয়ে তা নথিভুক্ত বা হালনাগাদ করেন।

খ) যেসব শেয়ারহোল্ডারের শেয়ার 'ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোড'-এ (ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে) রয়েছে এবং যারা তাদের 'ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট '-এর কাছে ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন বা হালনাগাদ করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের কাছে-যাদের মাধ্যমে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করেন-তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন বা হালনাগাদ করার জন্য।

এতদ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ১০৮ নম্বর ধারা এবং তৎসহ পঠিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ (সংশোধিত) ও রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ২০ নম্বর বিধির বিধান অনুযায়ী, কোম্পানি তার সদস্যদের ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করছে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সাধারণ বিষয়াবলি এনএসডিএল-এর মাধ্যমে 'রিমোট ই-ভোটিং' এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোট প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। সদস্যরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য করতে পারেনঃ

i. 'কাট-অফ' তারিখ অর্থাৎ ৪ আগস্ট, ২০২৬ (মঙ্গলবার) পর্যন্ত যেসব শেয়ারহোল্ডার শেয়ার ধারণ করবেন, তাঁরা বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সাধারণ বিষয়গুলোর ওপর 'ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড' -এর ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট প্রদান করতে পারবেন। ই- ভোটিংয়ের সময়সীমা ৮ আগস্ট, ২০২৬ (শনিবার) সকাল ৯.০০টা থেকে শুরু হয়ে ১০ই আগস্ট, ২০২৬ (সোমবার) বিকেল ৫০০টা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর NSDL কর্তৃক ই-ভোটিং ব্যবস্থাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং কোনো প্রস্তাবের ওপর ভোট প্রদানের পর সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডার পরবর্তীতে আর তা পরিবর্তন করতে পারবেন না।

ii. 'কাট-অফ' তারিখে যে সকল সদস্যের কাছে ফিজিক্যাল (কাগজের সনদ) বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ইলেকট্রনিক) পদ্ধতিতে কোম্পানির শেয়ার রয়েছে, তাঁরা 'রিমোট ই-ভোটিং' চলাকালীন ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট প্রদান করতে পারেন। যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন তবে তাঁরা উক্ত সভায় ভোট প্রদানের যোগ্য হবেন না। অন্যদিকে, যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদান করেননি, তাঁরা বার্ষিক সাধারণ সভায় তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত বইসমূহ ১ আগস্ট, ২০২৬ (শনিবার) থেকে ১০ আগস্ট, ২০২৬ (সোমবার) পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।

শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিই 'কাট-অফ' তারিখে (নির্ধারিত তারিখ) সদস্যদের রেজিস্টার বা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে নাম অন্তর্ভুক্ত থাকা সাপেক্ষে 'রিমোট ই-ভোটিং' এবং সভার সময় পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। সভার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর শেয়ার অর্জন করে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হয়েছেন এবং 'কাট-অফ' তারিখে শেয়ার ধারণ করছেন-এমন কোনো ব্যক্তি তাদের ফোলিও নম্বর অথবা ডিপি আইডি ও ক্লায়েন্ট আইডি নম্বর উল্লেখ করে evoting@nsdl.co.in বা skjpl1981@gmail.com ঠিকানায় ইমেইল পাঠানোর মাধ্যমে লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করে 'রিমোট ই-ভোটিং'-এ অংশ নিতে পারবেন। তবে, যদি কোনো শেয়ারহোল্ডার 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর জন্য ইতিমধ্যে NSDL-এর কাছে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তবে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যাবে।

কোম্পানি ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই করার জন্য মেসার্স ভি কুমার অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস-এর প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি জনাব বিবেক কুমারকে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে।

সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত বিষয়-বিশেষ করে সভায় অংশগ্রহণের নির্দেশাবলী এবং দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি-মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য।

যেকোনো জিজ্ঞাসার জন্য সদস্যরা কোম্পানির সাথে skjpl1981@gmail.com ইমেইল ঠিকানায় অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট-মেসার্স স্কাইলাইন ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (ঠিকানাঃ ডি-১৫৩এ, ফার্স্ট ফ্লোর, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ফেজ-১, নয়াদিল্লি-১১০ ০২০)-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যোগাযোগের বিবরণঃ টেলিফোন নম্বর +০১১-৪০৪৫০১৯৩ থেকে ১৯৭ এবং ২৬৮১২৬৮২-৮৩ অথবা compliances@skylinerta.com ইমেইল ঠিকানায় ইমেইলের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো যেতে পারে।

শ্রী কৃষ্ণ জুট প্রোডাক্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর /-
সুরজ কুমার ঝা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিএফও
DIN: 10197854

তারিখঃ ১৪।০৭।২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

সংশোধনী নং. এসডিইই/এলএমজি/সংশোধনী/০২ অব ২০২৬-২৭, তারিখঃ ১৫-০৭-২০২৬

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ সিনি. ডিইই/এলএমজি/০৯ অব ২০২৬-২৭-এর সংশোধনী **তারিখঃ ২৪-০৬-২০২৬**

এই অফিসের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এর রেফারেন্সে উপরে যেমন, টেন্ডার-এর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সংশোধনী জারি করা হয়েছেঃ

ক্র. নং.	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.	টেন্ডার নং.	কাজের নাম	সংশোধনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১	সিনি. ডিইই/ এলএমজি/০৯ অব ২০২৬-২৭, তারিখঃ ২৪-০৬-২০২৬	(১) ইএল/এলএম/২৬-২৭/১৫	**(১) কাজের নামঃ** তিন বছরের জন্য লামডিং ডিভিশনে বিভিন্ন ক্ষমতার স্প্লিট টাইপ, ভিআরএফ ডাক্টেড. স্প্লিট ইউনিট, ক্যাসেট টাইপ, টাওয়ার টাইপ, উইন্ডো টাইপ এবং ডাক্টেবল এসি প্যাকেজ ইউনিটের সিএএমসি।	(১) নিউ টেন্ডার বন্ধ-এর তারিখ ১৬/০৭/২০২৬ থেকে পরিবর্তন করে ২১/০৭/২০২৬ করা হয়েছে।

ডিএ-০১ সিটঃ সহজেই দেখে নেওয়ার সুবিধার্থে এর সাথে সংশোধনী বিজ্ঞপ্তির একটি অনুলিপি (আইআরইপিএস পোর্টাল থেকে প্রিন্ট করা) সংযুক্ত করা হলো। অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি/লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br.-III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
NIT No. : KMC/EE-III/31/2/26-27 (1st Call)
Name of work : **Restoration of paver block footpath at P-229, 91/A, 168 CIT Road Sch. VI (M), 97/7 N.M. Road and different location in Ward No. 31, Disturbed by C.E.S.C.**; Estimated Cost : ₹ **2,99,985.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **60 Days**; Last date and time of submission of bid : **24.07.2026 upto 12 Noon**; Date and time of opening of bid : **27.07.2026 after 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **17.07.2026 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/038/008/2026-2027/R
Name of work : **Repairing of paverblock footpath at 2/A, 22 Bidhan Sarani and others area in Ward No. 038 under Br.-IV**; Estimated Cost : ₹ **2,88,880.85 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **25.07.2026 - 11 am**; The tender will be opened on : **27.07.2026 - 11 am**.
(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/21/4/26-27/R
Name of work : **Repairs to concrete passage at Laxminarayan Mukherjee Road and Darmahata Lane in Ward No. 21**; Estimated Cost : ₹ **2,65,071.79 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,500.00**; Period of completion : **20 Days**; Last date and time of submission of bid : **27.07.2026 - 11 am**; The tender will be opened on : **29.07.2026 - 11 am**; The bid forms and other details are available on and from **17.07.2026 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2)**.

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/004/26-27/UTTARAN
Name of work : **Repairing of cement concrete roads at slum area near prem. No. 9/6 Garfa Mondal Para & other different places in Ward No. 106**; Estimated Cost : ₹ **2,26,759.15**; Earnest Money : ₹ **4,600.00**; Period of completion : **35 Days**.
(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/04/26-27
Name of work : **Urgent repairing of paver block footpath adjacent to Vivanta Hotel Ruby More & adjacent area in Ward No. 107, Br.-XII**; Estimated Cost : ₹ **2,98,762.62**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **60 Days**.
(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/004/26-27
Name of work : **Maintenance of drainage system by cleaning of catch pit / gully pit along Nayabad Main Road in Ward No. 109, Br.-XII, KMC**; Estimated Cost : ₹ **1,81,528.51**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **115 Days**; Last date and time of submission of bid : **27.07.2026 - 1 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; Date and time of opening of bid : **29.07.2026 - 1 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from **17.07.2026 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 3)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3)**.

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XI, KMC** invites online percentage rate e-tender in two bid system for the following work :
NIT No. : XI/112/003/2026-27/R
Name of work : **Maintenance of road by laying hotmix at Niva Park Phase V and others allied work in Ward No. 112, Br.-XI**; Estimated Value : ₹ **2,29,762.88 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,600.00**; Time of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **26.07.2026 upto 5 pm**; Date and time of opening of bid : **28.07.2026 at 5 pm**; The bid forms and other details are available on and from **18.07.2026 (From 5 pm)** from the website **https://etender.nic.in**

The **Executive Engineer (Water Supply), Br.-XVI, KMC** invites the following e-tender work :
NIT No. : KMC/WS/JOKA/04/2026-27
Name of work : **Filter water pipe line shifting of 300mm dia M.S. reserve main at Chakramnagar near Charaktala ESR in Ward No. 142, Br.-XVI**; Estimated Cost of the work : ₹ **1,98,406.13**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **15 Days**; Last date of submission of bid : **25.07.2026 upto 2 pm**; Tender will be opened on : **27.07.2026 at 3 pm**; The bid forms and other details are available on and from **18.07.2026 at 5 pm** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/142/003/26-27
Name of work : **Restoration of road by laying hot-mix at Kabardanga More in Ward No. 142**; Estimated Cost : ₹ **2,91,100.17 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **27.07.2026 - 12 Noon**; The tender will be opened on : **29.07.2026 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **18.07.2026 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (C), Br.-VII, KMC** invites e-tender online item rate two bid system for following works :
(1) NIT No. : KMC/VII/PUMP/26-27/04 (2nd Call)
Name of the work : **Supply, installation and operation of 1 No. 3" dia portable pump with fuel, lubricant, helper, opreator etc. at 58 Ward Office in Ward No. 58**; Estimated Amount : **N/A**; Earnest Money : ₹ **2,500.00**.
(2) NIT No. : KMC/VII/PUMP/26-27/07 (2nd Call)
Name of the work : **Supply, installation and operation of 1 No. 3" dia portable pump with fuel, lubricant, helper, opreator etc. at 19 G.K. Road in Ward No. 58**; Estimated Amount : **N/A**; Earnest Money : ₹ **2,500.00**.
(3) NIT No. : KMC/VII/PUMP/26-27/11 (2nd Call)
Name of the work : **Supply, installation and operation of 1 No. 3" dia portable pump with fuel, lubricant, helper, opreator etc. at 43 Topsia Road (South) in Ward No. 59**; Estimated Amount : **N/A**; Earnest Money : ₹ **2,500.00**.
(4) NIT No. : KMC/VII/PUMP/26-27/12 (2nd Call)
Name of the work : **Supply, installation and operation of 1 No. 3" dia portable pump with fuel, lubricant, helper, opreator etc. at 63 Ward Office in Ward No. 63**; Estimated Amount : **N/A**; Earnest Money : ₹ **2,500.00**.
(5) NIT No. : KMC/VII/PUMP/26-27/16 (2nd Call)
Name of the work : **Supply, installation and operation of 1 No. 3" dia portable pump with fuel, lubricant, helper, opreator etc. at 93 Tiljala Road in Ward No. 65**; Estimated Amount : **N/A**; Earnest Money : ₹ **2,500.00**.
(6) NIT No. : KMC/VII/PUMP/26-27/19 (2nd Call)
Name of the work : **Supply, installation and operation of 1 No. 3" dia portable pump with fuel, lubricant, helper, opreator etc. at Tiljala Lane in Ward No. 66**; Estimated Amount : **N/A**; Earnest Money : ₹ **2,500.00**; Period of conrtact for operation : **150 Days (For Sl. No. 1 to 6)**; Separate tender is to be submitted against each of the above mentioned works **(For Sl. No. 1 to 6)**. Supplying, installation and operation 3" inch dia pump set as per requirement basis during monsoon period including fuel, oil storage, staff, transportation, making temporary shed and other accessories complete **(For Sl. No. 1 to 6)**. Running condition rate (per hour) and idl, condition rate (per hour) to be quoted by the tenderer **(For Sl. No. 1 to 6)**; Last date and time of submission of bid : **28.07.2026 upto 10.30 am (For Sl. No. 1 to 6)**; Bid opening date and time for technical proposals : **30.07.2026 at 10.30 am (For Sl. No. 1 to 6)**; The bid forms and other details will be available on and from **17.07.2026 (5 pm)** from the website **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app** 241/26-27

রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা

রাম মন্দিরে 'তিরুপতি মডেল'? বিতর্কের আবহে পেশাদার প্রশাসনের ভাবনায় বিজেপি

অযোধ্যা, ১৭ জুলাই ঃ অযোধ্যার রাম মন্দিরকে ঘিরে সাম্প্রতিক বিতর্কের জেরে প্রশাসনিক কাঠামোয় বড়সড় পরিবর্তনের ভাবনা শুরু হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা। মন্দির পরিচালনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং দক্ষতা নিশ্চিত করতে তিরুপতি বালাজি মন্দিরের আদলে একটি পেশাদার প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের একাংশ। যদিও এই বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত হয়নি, তবু দলের অন্দরে বিষয়টি নিয়ে সক্রিয় আলোচনা চলছে বলে সূত্রের খবর। বিজেপির একাংশের মতে, দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে অযোধ্যার রাম মন্দির পরিচালনায় আবেগের পাশাপাশি আধুনিক প্রশাসনিক দক্ষতাও সমানভাবে প্রয়োজন। বিশেষ করে নিরাপত্তা, আর্থিক লেনদেন, হিসাবরক্ষণ, ভক্ত পরিষেবা, জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ এবং দৈনন্দিন প্রশাসনের মতো বিষয়গুলি অভিজ্ঞ পেশাদারদের হাতে থাকলে ভবিষ্যতে বিতর্ক বা অনিয়মের অভিযোগ এড়ানো সম্ভব হবে। দলের এক শীর্ষ নেতার বক্তব্য, রাম মন্দিরের মতো বিশাল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কেবল ধর্মীয় আবেগের উপর নির্ভর করে হওয়া উচিত নয়। তাঁর মতে, আধুনিক ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছ আর্থিক কাঠামো এবং প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসন এমন প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি সাফল্যের চাবিকাঠি। তাই নিরাপত্তা থেকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা-সব ক্ষেত্রেই দক্ষ প্রশাসনিক টিমের প্রয়োজন রয়েছে। সূত্রের দাবি, নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী মন্দিরের ধর্মীয় আচার, পূজা-পার্বণ এবং বিগ্রহের সেবার দায়িত্ব সাধু-সন্ত ও পুরোহিতদের কাছেই থাকবে। তবে প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব তুলে দেওয়া হতে পারে বিশেষজ্ঞদের হাতে। ফলে ধর্মীয় কর্মকাণ্ড এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাকে আলাদা করে আরও সুসংগঠিত কাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। তবে এই প্রশাসনিক পরিবর্তনের দায়িত্ব কে নেবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকারের অধীনে এই কাঠামো গড়ে উঠবে, নাকি কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি উদ্যোগ নেবে, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। পাশাপাশি প্রশাসনের দায়িত্ব কোনও প্রশাসনিক সংস্থার হাতে থাকবে, নাকি বেসরকারি পেশাদার প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেওয়া হবে, সেই বিষয়েও এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, রাম মন্দির উদ্বোধনের পর তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম (টিটিডি)-এর একটি প্রতিনিধি দল অযোধ্যা সফরে এসে মন্দির পরিচালনা নিয়ে ট্রাস্টকে একাধিক পরামর্শ দিয়েছিল। তিরুপতি মন্দিরের

প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তারা আধুনিক ব্যবস্থাপনার রূপরেখাও তুলে ধরেছিল বলে জানা যায়। তবে সেই সময়ে রাম মন্দির ট্রাস্ট সেই প্রস্তাবগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। বর্তমানে পরিস্থিতি বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই মডেল নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে। উল্লেখ্য, দেশের অন্যতম সফল ধর্মীয় প্রশাসনিক মডেল হিসেবে দীর্ঘদিন ধরেই তিরুপতি বালাজি মন্দিরের পরিচালন ব্যবস্থা পরিচিত। তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম বা টিটিডি নামে স্বশাসিত ট্রাস্ট গোটা মন্দির পরিচালনার নীতি নির্ধারণ করে। ট্রাস্ট বোর্ড আর্থিক ও নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনা করেন রাজ্য সরকারের নিয়োগ করা এক্সিকিউটিভ অফিসার। তাঁর নেতৃত্বে একটি পেশাদার প্রশাসনিক দল নিরাপত্তা, ভক্তদের পরিষেবা, আবাসন, প্রসাদ বিতরণ, অনুদান সংগ্রহ, হিসাবরক্ষণ এবং প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সামলায়। এই মডেলকে দেশের অন্যতম কার্যকর ধর্মীয় প্রশাসনিক কাঠামো হিসেবে ধরা হয়। রাজনৈতিক মহলের মতে, রাম মন্দিরকে ঘিরে সাম্প্রতিক বিতর্কের পর বিজেপি চাইছে বিষয়টি নিয়ে বিরোধীদের আক্রমণের জবাব প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে দিতে। দলীয় নেতৃত্বের ধারণা, নতুন কাঠামো চালু হলে ভবিষ্যতে অনিয়মের অভিযোগ বা আর্থিক স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন অনেকটাই কমবে। একই সঙ্গে সাধারণ ভক্তদের কাছেও ইতিবাচক বার্তা যাবে যে, বিতর্ক এড়াতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট মহল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এদিকে আসন্ন সংসদের বাদল অধিবেশনেও এই ইস্যু নিয়ে সরব হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বিরোধী শিবির। লোকসভা ও রাজ্যসভা-উভয় কক্ষেই কেন্দ্রের ভূমিকা এবং রাম মন্দির পরিচালনা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পরিকল্পনা রয়েছে বিরোধীদের। তাদের অভিযোগ, মন্দির পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি রয়েছে, যার ব্যাখ্যা কেন্দ্রকে দিতে হবে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপিও নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে প্রস্তুতি শুরু করেছে। দলের কৌশলগত মহলের মতে, তৃণমূল প্রশাসনিক কাঠামোর প্রস্তাব সামনে এনে তারা বোঝাতে চাইবে যে, কোনও অভিযোগ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা নয়, বরং ভবিষ্যতে যাতে এমন পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি না হয়, সেই লক্ষ্যেই প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে অযোধ্যার রাম মন্দিরের পরিচালনা ব্যবস্থা নতুন মোড় নিতে চলেছে কি না, তা এখনই নিশ্চিত নয়। তবে তিরুপতি মডেলের মতো একটি পেশাদার প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ে যে গুরুত্ব সহকারে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে, তা রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক-দুই ক্ষেত্রেই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এখন নজর থাকবে কেন্দ্র, উত্তরপ্রদেশ সরকার এবং রাম মন্দির ট্রাস্টের পরবর্তী সিদ্ধান্তের দিকে।

সোমবার সুপ্রিম কোর্টে অন্তর্বর্তী রিপোর্ট

১-র পাতার পর-করেই পুলিশ পদক্ষেপ করে। সঙ্গে সঙ্গে দায়ের করা হয় এফআইআর এবং এক প্রকার করা হয় মূল অভিযুক্ত-সহ মোট আটজনকে। তদন্তে নেমে সিটের আধিকারিকরা জানতে পারেন, কীভাবে সাধারণ মানুষের ভক্তি ও আবেগের টাকা লুঠ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই জালিয়াতি করে সরিয়ে ফেলা বিপুল পরিমাণ নগদ টাকাও উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। এই কেলেঙ্কারির আঁচ এসে লাগে ট্রাস্টের মাথাদের গায়েও। বিতর্কের মুখে পড়ে এবং কোণঠাসা হয়ে শেষ পর্যন্ত ইস্তফা দিতে বাধ্য হন ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই এবং অন্যতম ট্রাস্টি অনিল মিশ্র। সূত্রের খবর, সোমবার সুপ্রিম কোর্টে যে অন্তর্বর্তী রিপোর্ট জমা পড়তে চলেছে, তাতে শুধুমাত্র দুর্নীতির খতিয়ানই থাকছে না, বরং ভবিষ্যতে যাতে এমন বেনিয়ম রুখে দেওয়া যায়, তারও বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট দাওয়াই দেওয়া হতে পারে। বিশেষ করে মন্দিরের দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ এবং অনুদান গণনার ক্ষেত্রে বড়সড় পরিকাঠামোগত সংস্কারের সুপারিশ করতে চলেছে এই প্যানেল। অনুদান গণনার পদ্ধতি আরও বেশি স্বচ্ছ ও প্রযুক্তিনির্ভর করার কথাও বলতে পারে সিট। আগামী ২২ জুলাই অযোধ্যায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের। সেখানে সিটের প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসা নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ হবে এবং ট্রাস্টের মর্যাদা ফেরাতে কী কী সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তা নিয়ে আলোচনা করবেন তাঁরা। অন্যদিকে, সুপ্রিম কোর্টে মামলাকারীদের দাবি আরও জোরালো হচ্ছে। আবেদনকারীদের মূল দাবি, আদালত যেন স্বয়ং এই তদন্তের নজরদারি করে। এছাড়া তাঁরা সিবিআই তদন্ত, গোটা ঘটনার ফরেনসিক অডিট এবং দেশের সর্বোচ্চ অডিট সংস্থা ক্যাগ-কে দিয়ে রাম মন্দির ট্রাস্টের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের অডিট করানোর আর্জি জানিয়েছেন। আবেদনকারীদের আইনজীবী আদালতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের প্রশ্ন, পুলিশের খাতায় আনুষ্ঠানিক এফআইআর দায়ের করার আগেই কীভাবে সিট তদন্ত শুরু করে দিল? পুরো প্রক্রিয়াটি ঘিরেই সংঃদহের অবকাশ রয়েছে বলে তাঁদের দাবি। তাই সুপ্রিম কোর্টের কড়া নজরদারিতে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পুরো আর্থিক কেলেঙ্কারির কিনারা করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

'সশরীরে আদালতে এসেই

১-র পাতার পর- ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ''জেলাশাসকের উত্তরে সন্তুষ্ট নয় কলকাতা হাইকোর্ট। তিনটি রিপোর্টে সন্তোষজনক কিছু নেই। ডিস্ট্রিক্ট ল অফিসারকে দিয়ে জেলাশাসক হাইকোর্টে হলফনামা জমা করছে। ওনাকে এজলাসে সশরীরে এসেই কৈফিয়ত দিতে হবে। ভার্চুয়াল হাজিরা হবে না। সশরীরে হাজিরার শুনানির দিনও এগোনো যাবে না। জেলাশাসকের কাছ থেকে একাধিক বিষয় জানতে চায় আদালত।'' উল্লেখ্য, আগামী ২৩ জুলাই সকাল সাড়ে দশটায় উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শিল্পা গৌরীসারিয়াকে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। উল্লেখ্য, ভিআইপি থেকে উল্টোডাঙা পর্যন্ত বেআইনি নির্মাণ ও জবরদখলের বিরুদ্ধে মামলা চলছে কলকাতা হাইকোর্টে। রাস্তার ধারে বেআইনি পার্কিং প্লেস ও বিয়েবাড়ি নির্মাণের অভিযোগ তুলে ২০২২ সালে জনস্বার্থ মামলা করেন জনৈক অর্ধেন্দু নাগ। জবরদখলর বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তার রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় তৎকালীন জেলাশাসককে। তারপর বারবার জেলাশাসক বদল হয়েছে। কিন্তু, রিপোর্ট জমা পড়েনি। গত ১৫ জুন বিরক্ত বেঞ্চ জানায়, রিপোর্ট না দিলে জেলাশাসককে ডেকে পাঠাবে আদালত। ১০ জুলাই যে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়, তাতেও উল্লেখ করা ছিল না যে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে। এরপরই আদালতের ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয় জেলাশাসককে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী মন্তব্য করেছিলেন, ''জেলাশাসককে আসতে বলুন। উনি কি নিজেকে ডিভিশন বেঞ্চের চেয়েও বড় মনে করেন? গ্রুপ ডি স্টাফ ফাইল করছেন রিপোর্ট?...আমাদের মনে হচ্ছে, ইচ্ছে করেই নির্দেশ অমান্য করছেন।'' ডিভিশন বেঞ্চের অন্য বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''প্রধান বিচারপতিকে অসম্মান করছেন। আপনি এত ব্যস্ত?'' এরপরই উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শিল্পা গৌরীসারিয়াকে সশরীরে আদালতে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ।

সংসদ অভিযান সফল না

১-র পাতার পর-খুবই শক্তিশালী। আমি নিশ্চিত, আপনাদের প্রত্যেকের মনোবলও যথেষ্ট দৃঢ়। আগামী ২০ জুলাই আমাদের এই শক্তির প্রয়োজন হবে, কারণ সেদিন আমরা সংসদের উদ্দেশে শান্তিপূর্ণ পদযাত্রা করব। আমরা সবাই একসঙ্গে গণতন্ত্রের মন্দিরে গিয়ে নিজেদের দাবি তুলে ধরব।'' এদিকে, অনশনের ১৯তম দিনে সোনম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় দিল্লি হাইকোর্ট কেন্দ্র এবং দিল্লি সরকারকে তাঁর স্বাস্থ্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দিয়েছে। বৃহস্পতিবার চিকিৎসকেরা জানান, সোনম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। নিয়মিত তাঁর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করে আসা চিকিৎসক সতীশ লাম্বা জানান, দীর্ঘ অনশনের ফলে সোনম ওয়াংচুকের ওজন ৯ কিলোগ্রামেরও বেশি কমে গেছে। বর্তমানে তাঁর ওজন কমে দাঁড়িয়েছে ৫৬.৯ কেজি। তবে তিনি এখনও মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সচেতন রয়েছেন। পরে সন্ধ্যায় চিকিৎসক সতীশ লাম্বা আরও সতর্ক করে বলেন, ''অনশনের জেরে তাঁর শরীর এখন পেশি ক্ষয় করতে শুরু করেছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে এই পরিস্থিতিতেও নিজের অবস্থান থেকে সরে আসতে নারাজ সোনম ওয়াংচুক। তাঁর বক্তব্য, সরকারের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া ছাড়াই অনশন প্রত্যাহার করা হলে ভুল বার্তা যাবে। তাই তিনি আন্দোলনকে আরও জোরদার করার জন্য মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বিশেষ করে, 'ককরোচ জনতা পার্টি' বা সিজেপি-র ডাকা আগামী ২০ জুলাইয়ের সংসদ অভিযানে ব্যাপক অংশগ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন তিনি। এদিকে, ওয়াংচুকের এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জাতীয় রাজনীতি উত্তাল। আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল যন্তর মন্তরে এসে সংহতি জানিয়ে বলেন, ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ করা উচিত এবং সোনম ওয়াংচুককে দেশের শিক্ষামন্ত্রী করা উচিত। এছাড়া ওমর আবদুল্লা, সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিকাশ সিং এবং বিনোদন জগতের বিশাল দাদলানি, সোনাক্ষী সিনহা, বীর দাসের মতো ব্যক্তিত্বরা সরকারের উদাসীনতার সমালোচনা করেছেন। ২০ জুলাইয়ের সংসদ অভিযানে ইতিমধ্যেই প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ নাম নথিভুক্ত করেছেন। এখন দেখার, নরেন্দ্র মোদি সরকার এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেয়। এদিকে সমাজকর্মী ও শিক্ষাবিদের শারীরিক অবস্থা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে আনুষ্ঠানিকভাবে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কংগ্রেসও। উল্লেখ্য, শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে এবং বিভিন্ন সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ তুলে যন্তর মন্তরে আন্দোলন করছে সংশ্লিষ্ট সংগঠন। গত ৬ জুন প্রথম এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন সোনম ওয়াংচুক। পরে ২৮ জুন থেকে তিনি অনির্দিষ্টকালের অনশন শুরু করেন।

বিধানসভায় সই জাল কাণ্ডে

১-র পাতার পর-তাঁদের দাবি ছিল, স্পিকারের কাছে জমা দেওয়া চিঠিতে তাঁদের সই জাল করা হয়েছে। বিষয়টি তাঁরা স্পিকারের নজরে আনেন। এরপর বিধানসভার পক্ষ থেকেই থানায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা হয়। পরে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জয়ী বিধায়কেরা নতুন করে পৃথক একটি চিঠি জমা দেন। সেই চিঠির ভিত্তিতেই স্পিকার রথীন্দ্র বসু ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেন। তবে স্পিকারের সেই সিদ্ধান্তও আদালতের বিচারাধীন। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় পৃথকভাবে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন। বিচারপতি শম্পা সরকারের বেঞ্চ ইতিমধ্যেই স্পিকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছে। ফলে একই ঘটনার জেরে একাধিক আইনি লড়াই এখন কলকাতা হাইকোর্টে

'এসআইআর-এ নাম বাদ মানেই

১-র পাতার পর-সাংবিধানিক কর্তৃত্ব নেই।'' আগামী ২৫ আগস্ট বাংলার এসআইআর মামলার মূল শুনানির সময়ই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট শুনানিতে এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছে, নাগরিকত্ব নির্ধারণ করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব নয়। সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার জানিয়েছে এসআইআর এবং ভোটার তালিকার সঙ্গে নাগরিকত্বের কোনও সরাসরি সম্পর্ক নেই।

আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা,আরামবাগ,১৭ জুলাই ঃ আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকারকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার সময়ে উত্তেজিত জনতা ডিম, কাদা, গোবর, পচা আলু ছুড়ে পুলিশের সামনেই ধৃত নেতাকে হেনস্থা করছে। অন্য ঘটনায়, গৌরহাটি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানকে ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে রেখে চলল চড়-থাপ্পড়। মহিলারাও চড় মারলেন তাঁদের। তাঁরাই এই দুই জন-প্রতিনিধিকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। আরামবাগের বিধায়ক বলেন, 'তাঁদের ক্ষোভের সীমার বাইরে চলে গিয়েছেন। জনরোষের শিকার হয়েছেন তৃণমূলের এই সব পদাধিকারী। পুলিশকে বলেছি, বিষয়টি দেখতে।' উল্লেখ্য, ভোট পরবর্তী হিংসা, প্রভাব খাটিয়ে অন্যের জমি দখল, মারধর, তোলাবাজি ও লুটপাট-সহ একাধিক অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, তৃণমূল নেতা শিশির সরকার। বাড়ি থেকে তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতেই 'চোর চোর' স্লোগানে গ্রামবাসীরা তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে ডিম ছুড়লেন। পচা আলু ও গোবরও ছোড়া হলো। এলাকায় অশান্তি ছড়ানো, জমি দখল, সাধারণ মানুষকে হেনস্থা, প্রভাব খাটানো, দুর্নীতি-সহ একাধিক অভিযোগে জনরোষের মুখে পড়লেন শিশির।

NAME CHANGE

I, Md Haksad Ali Shaikh (Old name) S/o-Hamedaddin Sekh Resident at, Vill-Barachandghar, Po-Barachandghar,, Ps-Kaliganj, Dist-Nadia, West Bengal, 741156. I have changed my name Md Haksad Ali Shaikh to Haquesed Sekh (New name) I shall be known as Haquesed Sekh vide affidavit before the Notary at Berhampore on 07/07/2026 Md Haksad Ali Shaikh & Haquesed Sekh same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Vijay Sharma S/O- Satyanarayan Sharma, resident of Vill- Talit, P.O.- Talit, P.S.- Dewandighi, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713141, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as BIJAY KUMAR SHARMA vide Affidavit No.- 29465 dated 16/07/2026 sworn before The Executive Magistrate at Purba Bardhaman. That Vijay Sharma and Bijay Kumar Sharma both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি সেখ রফিক পিতা মৃত সেখ হিরাজুল গ্রাম যজ্ঞনগর পো-বাহিরী মানা বোলপুর জেলা বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আসল আসল নাম সেখ রফিক যাহা আমার আধার কার্ড ও ও ভোটার কার্ডে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পাশ বহিতে আমার নাম সেখ আব্দুল রফিক লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সুতরাং ১৩.০৭.২০২৬ তারিখে বোলপুর কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করিতেছিলে সেখ রফিক ও সেখ আব্দুল রফিক এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছি।

NAME CHANGE

I, Najmul Tarafder (old name) S/o-Khodabox Tarafdar residing at Shikra Baroyaripara, Padmamala, Chapra, Dist-Nadia, Pin-741123 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from NAJMUL TARAFDER to NAJMUL TARAFDAR and henceforth I shall be known as NAJMUL TARAFDAR (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 17/07/2026. NAJMUL TARAFDER (old name) and NAJMUL TARAFDAR (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Khodabaks Tarafder (old name) S/o- Golam Tarafdar residing at Shikra Baroyaripara, Padmamala, Chapra, Dist-Nadia, Pin-741123 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from KHODABAKS TARAFDER to KHODABOX TARAFDAR and henceforth I shall be known as KHODABOX TARAFDAR (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 17/07/2026. KHODABAKS TARAFDER (old name) and KHODABOX TARAFDAR (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sudipta Gain (old name) W/o-Biswajit resident of 14/1, Swarnamoyee Road, P.O & P.S: Berhampore, Dist: Murshidabad, WB shall henceforth be known as SUDIPTA GAIN DEBNATH(new name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Berhampore vide affidavit no. 8445 on 19/06/2026. SUDIPTA GAIN DEBNATH and Sudipta Gain both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, GOLAM MURTAZA S/O–Sayeduzzaman resident of 81/39/1, Old Police Line Road, P.O. & P.S.: Berhampore, Dist: Murshidabad, Pin-742101, West Bengal, do hereby declared that my father's actual name SAYEDUZZAMAN instead of SAYADUZZAMAN, vide an affidavit sworn before the Ld. Sub Divisional Executive Magistrate 1st Class at Berhampore on 19/12/2025. SAYEDUZZAMAN and SAYADUZZAMAN both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Sarup Khan পিতা Janab Ali Sekh গ্রাম পোঃ-Jamalpur, জেলা- পূর্ব-বর্ধমান এর বাসিন্দা। আমার জন্ম শংসাপত্রে আমার পিতার নাম Janab Ali Sekh এর পরিবর্তে Jaynal Khan এবং আমার মাতার নাম Tohamina Bibi র পরিবর্তে Tosmina হয়ে আছে। গত ০৮০৭২৬ তারিখ 1st Class Judicial Magistrate Purba Bardhaman Affidavit বলে Jaynal Khan ও Janab Ali Sekh এবং Tosmina ও Tohamina Bibi এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

মাহেশ বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম, ৬৩০ বছরের রথযাত্রায় উপচে পড়ল ভক্তসমাগম

সৈকত দাস, শ্রীরামপুর ঃ আষাঢ় মাসের শুভ দ্বিতীয়া তিথিতে হুগলি জেলার শ্রীরামপুরের মাহেশে প্রতিবছরের মতো এবারও শুরু হলো ঐতিহাসিক শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মন্দির চত্বরে ভক্তদের ঢল নামে। 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, খোল করতাল এবং হরিনাম সংকীর্তনের সুরে মুখর হয়ে ওঠে গোটা মাহেশ। মন্দিরের প্রধান সেবায়েত শ্রী পিয়াল অধিকারী মহাশয় সমস্ত আয়োজনের সম্পূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। মাহেশের এই রথযাত্রা শুধু বাংলার নয়, বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন দ্বিতীয় ধর্মীয় উৎসব হিসেবেও বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। ইতিহাস বলছে, ১৩৯৬ সালে কমলাকার পিপলাই এই রথযাত্রার সূচনা করেছিলেন। পুরীর রথযাত্রার পর এটিকে বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম এবং বাংলার প্রাচীনতম রথযাত্রা হিসেবে গণ্য করা হয়। সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় এ বছর অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৬৩০ তম বর্ষের ঐতিহাসিক মাহেশ রথযাত্রা। প্রাচীন এই উৎসবকে ঘিরে সকাল থেকেই ভক্তদের মধ্যে ছিল উৎসাহ ও উন্মাদনা। দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার পুণ্যার্থী ও দর্শনার্থী মাহেশে এসে জড়ো হন জগন্নাথদেবের দর্শন এবং রথের রশি টানার জন্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। মাহেশের রথযাত্রায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, মাহেশের এই প্রাচীন রথযাত্রায় উপস্থিত হতে পেরে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। এই মাহেশে স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপস্থিত হয়ে একে নব নীলাচল আখ্যা দিয়েছেন, এছাড়াও ,রামকৃষ্ণ পরমহংস, সারদা মা, গিরিশ ঘোষ, প্রখ্যাত সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এসেছিলেন। এই ঐতিহ্যবাহী উৎসবের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ধন্য হলাম । তিনি এই মহোসবের সফল আয়োজনের জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদও জানান। তিনি আরো বলেন, এই প্রাচীন মাহেশ। এছাড়াও এই প্রবিত্র ধর্মীয় উৎসবে যোগ দিয়েছেন শ্রীরামপুরের বিধায়ক শ্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য, উত্তরপাড়ার বিধায়ক শ্রী দীপাঞ্জন চক্রবর্তী, চন্দনগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার যাদব (আইপিএস) সহ একাধিক বিশিষ্ট অতিথিগণ। শতাব্দী প্রাচীন এই রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে এদিন মাহেশ পরিণত হয়েছিল এক মিলনমেলায়। ধর্মীয় আবেগ, ঐতিহ্য এবং ভক্তির সমন্বয়ে আবারও ইতিহাসের সাক্ষী থাকল বাংলার প্রাচীন জনপদ মাহেশ।

মুম্বাইয়ে হরি মা প্রিয়াঙ্কা

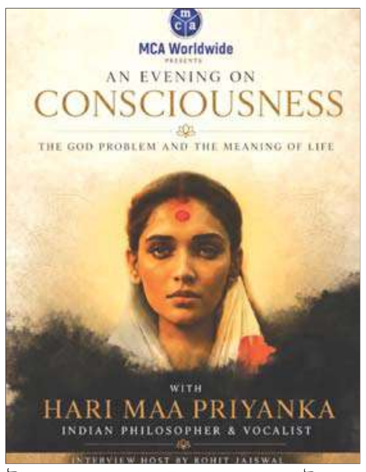

এন. এন. ঠাকুর, মুম্বই, ১৭ জুলাই ঃ হরি মা প্রিয়াঙ্কা। সারা পৃথিবী জুড়ে পরিচিত দার্শনিক হরি মা প্রিয়াঙ্কা আজ ১৮ জুলাই, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় মুম্বাই শহরের আর. ডি. অ্যান্ড এস. এইচ. ন্যাশনাল কলেজ, শ্রীমতি জোতু কুন্দনানি চক, অফ লিঙ্কিং রোড, বান্দ্রা পশ্চিম-এ তাঁর 'ফিলোসফি শো' (দর্শন বিষয়ক অনুষ্ঠান) উপস্থাপন করবেন । এটি একটি সব ধর্ম ও পটভূমির মানুষের জন্য উন্মুক্ত আলোচনা যেখানে চেতনা, ঈশ্বর, মন, জীবনের অর্থ, অশুভের সাধারণ রূপ, মানুষ হওয়ার প্রকৃত অর্থ, মস্তিষ্ক, বিজ্ঞান, দর্শন এবং অধিবিদ্যা-এর মতো বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে । আজ এই অনুষ্ঠানে তাঁর নতুন একটি অডিও ট্র্যাকও প্রকাশিত হবে ।

মুর্শিদাবাদে রেলগেটে

১-র পাতার পরসেক্ষেত্রে ট্রেন চালক কি সিগন্যাল উপেক্ষা করে ট্রেন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে রেল কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত ওই গেটম্যানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃত ওই গেটম্যানের নাম অনুপ কর্মকার (৩৭)। তার বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোপালনগর থানার গনেশপুর গ্রামে। দুর্ঘটনার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তিনি নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'এই ঘটনায় কোনও ধরনের গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না।' দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বার্তায় জানান, ঘটনার পরই রাজ্য পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ করে দায়িত্বে থাকা রেল গেটম্যানকে গ্রেফতার করেছে। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখতে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদন্তে যাঁদের গাফিলতি বা দায় প্রমাণিত হবে, তাঁদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নিহতদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী লিখেছেন, 'রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা করার নির্দেশ দিয়েছে।' দুর্ঘটনায় মৃত প্রত্যেকের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি আহতদের চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্বও নিয়েছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরই মন্ত্রী গৌরীশংকর ঘোষ হাসপাতালে পৌঁছে আহতদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন। তিনি চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছেন। একই সঙ্গে জেলার প্রশাসনিক কর্তাদেরও ঘটনাস্থলে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার সকাল থেকেই দুর্ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে উদ্ধারকাজ, তদন্ত এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং তাঁদের চিকিৎসায় যাতে কোনও ঘাটতি না_থাকে, সে বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য দফতরও বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিগতভাবে পুরো পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রত্যেক আহতকে সর্বোত্তম চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা করেছে রেল কর্তৃপক্ষ। দুর্ঘটনায় মৃত তিন জনের প্রত্যেকের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

'ফিজিক্যালি ওইদিকে গেলেও মনটা

১-র পাতার পর-আমরা চাই মদনদা ভাল থাকুক। দুই-চার দিন যা মন চা, প্রাণ চায় বলুক। আমরা শুধু এটুকু জেনে রাখছি যে, আমাদের ভেতরের একটা লোক ওদের (বিরোধী শিবির) মধ্যে রইল।'' উল্লেখ্য, পুরনিযগে দুর্নীতি মামলায় ইডির নজরে রয়েছেন মদন মিত্রের পরিবার। সম্প্রতি তাঁর স্ত্রী এবং দুই পুত্রকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। কুণাল মূলত সেই চাপ ও রাজনৈতিক সমীকরণের দিকেই ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন। কুণালের এই মন্তব্যের পর চিরপরিচিত মেজাজে ধরা দেন মদন মিত্রও। কুণাল ও প্রবীণ নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের দিকে তাকিয়ে মজা করে মদন মিত্র বলে ওঠেন, ''আমি চাই শোভনদা আগামী ১০ বছর বিরোধী আসনে বসুক! ১০ বছর বিরোধী আসনেই বসুক। আর সরকারি আসনে কে বসে?'' মদনের মুখে এই কথা শুনে হেসেই ফেলেন তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। হাসতে হাসতেই তিনি প্রশ্ন করেন, ''এটা কী বললি রে?'' দুই হেভিওয়েটের এই খুনসুটিতে মুহূর্তের মধ্যে হালকা হয়ে যায় বিধানসভা চত্বরের রাজনৈতিক উত্তাপ। হাসি-মজার পর্বের আগেই অবশ্য সোনম ওয়াংচুকের অনশন আন্দোলন ও কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে কুণাল বলেন, ''সোনম ওয়াংচুক লাগাতার অনশন চালাচ্ছেন। ধারাবাহিক অনশনে তাঁর শরীর ও স্বাস্থ্যের চরম অবনতি ঘটছে। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই তাঁর এই লড়াইয়ে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। ওঁর সুস্বাস্থ্যও কামনা করেছেন নেত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই আমাদের প্রতিনিধি দলও অনশনরত সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে দেখা করে এসেছে।''

'আসল' তৃণমূলের আরও শক্তি

১-র পাতার পর- দীর্ঘদিন তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। ২০১১ এবং ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বনগাঁ উত্তর কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের প্রার্থী হয়ে জয়ী হন। পরে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতির দায়িত্বও পান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত ছিলেন তিনি। তবে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। সেই নির্বাচনে বাগদা কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হয়ে জয়ীও হন। কিন্তু গেরুয়া শিবিরে তাঁর রাজনৈতিক সফর দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। একই বছর তিনি বিধানসভায় এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে ফের তৃণমূলে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পরে বাগদার বিধায়ক পদ ছেড়ে দিয়ে পুনরায় তৃণমূলে যোগ দেন। তাঁকে আবার বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতির দায়িত্বও দেওয়া হয়। এরপর ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন বিশ্বজিৎ দাস। পরে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বনগাঁ উত্তর কেন্দ্র থেকে তাঁকেই প্রার্থী করে তৃণমূল। তবে সেই নির্বাচনে তিনি বিজেপির প্রার্থী অশোক কীর্তনিয়ার কাছে পরাজিত হন। বর্তমানে অশোক কীর্তনিয়া রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী। ভোটে হারের পর থেকেই রাজনৈতিকভাবে অনেকটাই আড়ালে চলে গিয়েছিলেন বিশ্বজিৎ। ফলে শুক্রবার তাঁর আচমকা বিধানসভায় উপস্থিতি এবং বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কক্ষে দীর্ঘ বৈঠক রাজনৈতিক জল্পনা আরও উসকে দেয়। পরে তাঁর আনুষ্ঠানিক যোগদানে সেই জল্পনারই অবসান ঘটে। একই দিনে তাপস চট্টোপাধ্যায়ের যোগদানও ঋতব্রত শিবিরের কাছে বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। প্রাক্তন বিধায়ক হওয়ার পাশাপাশি তিনি বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতির দায়িত্বও সামলেছেন। ফলে উত্তর ২৪ পরগনায় সংগঠন আরও মজবুত করতে এই দুই নেতার যোগদান গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই তৃণমূলের একাধিক নেতা ও জনপ্রতিনিধি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে যোগ দিচ্ছেন। ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচির আগে এই ধারাবাহিক দলবদল রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিশেষ করে উত্তর ২৪ পরগনার মতো গুরুত্বপূর্ণ জেলায় দুই অভিজ্ঞ সংগঠকের আগমন ঋতব্রত শিবিরের শক্তি আরও বাড়াবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

'হাজার কোটির বিনিয়োগ

১-র পাতার পর-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মহলের মতে, প্রান্তিক জেলাগুলিতে শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে কর্মসংস্থান তৈরি করা এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফেরানোই এখন প্রশাসনের মূল লক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা সেই লক্ষ্যপূরণের দিকেই এক বড় পদক্ষেপ। বাম আমলে শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার অছিলায় দিনের পর দিন ইউনিয়নগুলির গুণ্ডারাজ রীতিমতো গলার ফাঁস হয়ে গিয়েছিল শ্রমিকদের কাছে। একে একে জুটমিলের ঝাঁপ বন্ধ হয়েছে। উত্তরোত্তর বেড়েছিল বাংলায় কর্মহারাদের সংখ্যা। এদিন শুভেন্দু বললেন, ''গত ৫০ বছর ধরে রাজ্যজুড়ে 'ইকোনমিক্যাল ডিজাস্টার' হয়ে গিয়েছে। বাংলা থেকে মুখ ফিরিয়েছেন বিনিয়োগকারী-শিল্পপতিরা।'' তবে এবার বাংলায় ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তুলতে উদ্যোগী সরকার। পাশাপাশি বাম জমানায় শিল্প-ক্ষতের কথা মনে করিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, ''বাংলা এখন উন্নতির পথে। প্রথমেই গুণ্ডাদমন আইন এনেছি। কারখানার গেটে তালা লাগালে হাজতে থাকতে হবে। কারখানার গেট ভাঙলে, তিনগুণ আদায় করব। নো সিন্ডিকেট, নো কাটমানি, নো উসুলি। জানতে পারলেই

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শিবনারায়ণপুর রেল স্টেশনকে অমৃত স্টেশন হিসেবে দেশের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন

মালদা, ১৭ জুলাই ঃ ভারতীয় রেল এবং দেশের জন্য এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ পাঞ্জাবের জলন্ধর থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অমৃত

ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে ২০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে ৭৫ টি পুনর্নির্মিত রেল স্টেশন দেশের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। প্রায় ১,৫৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত এই পুনর্নির্মিত স্টেশনগুলির লক্ষ্য হলো যাত্রীদের উন্নত পরিষেবা প্রদান করা এবং সেই সাথে 'বিকাশ ভি, বিরাসত ভি' (উন্নয়নও, ঐতিহ্যও)-এর চেতনাকে প্রতিফলিত করা। এর মধ্যে পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের অধীনে পুনর্নির্মিত শিবনারায়ণপুর রেল স্টেশনটিকে একটি অমৃত স্টেশন হিসেবে দেশের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে। শিবনারায়ণপুর রেল স্টেশনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভাগলপুরের সাংসদ অজয় কুমার মন্ডল, কাহালগাঁওয়ের বিধায়ক শুভানন্দ মুকেশ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই অনুষ্ঠানে মালদার অতিরিক্ত ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার অমরেন্দ্র কুমার মৌর্য সহ মালদা ডিভিশনের ব্রাঞ্চ অফিসারবৃন্দ, জেলা প্রশাসন, বেসামরিক প্রশাসন ও স্থানীয় সংস্থার প্রতিনিধিরা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, স্কুল ছাত্র-ছাত্রী, সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি, রেল যাত্রী এবং স্থানীয় নাগরিকদের এক বিশাল সমাবেশ উপস্থিত ছিল। স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের এক প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সূচনা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আগে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে শিবনারায়ণপুর রেল স্টেশনের পুনর্নির্মাণের বিষয়টি তুলে ধরে একটি প্রেজেন্টেশন প্রদর্শন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রী এবং মালদা ডিভিশন কর্তৃক আয়োজিত প্রবন্ধ, অঙ্কন ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ সংবর্ধিত করেন। এরপর উপস্থিত সকলে প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচারে যুক্ত হন, যেটির মাধ্যমে পুনর্নির্মিত শিবনারায়ণপুর রেল স্টেশনটি দেশের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। এই উপলক্ষে, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীও অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে পুনর্নির্মিত শিবনারায়ণপুর রেল স্টেশনের এই ঐতিহাসিক উদ্বোধনের সাক্ষী হতে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের অধীনে ১৭.৯৪ কোটি টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে শিবনারায়ণপুর রেল স্টেশনটির পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। এই পুনর্নির্মাণ কাজ বিহারের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উদযাপনের পাশাপাশি স্টেশনটিকে একটি আধুনিক, সহজে প্রবেশযোগ্য এবং নান্দনিকভাবে আকর্ষণীয় যাত্রী সুবিধাকেন্দ্রে রূপান্তরিত করেছে। জাতীয় সড়ক-৮০ এর নিকটবর্তী এবং ঐতিহাসিক বিক্রমশিলা মহাবিহারের কাছাকাছি কৌশলগতভাবে অবস্থিত এই পুনর্নির্মিত স্টেশনটি বিহারের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে আধুনিক পরিকাঠামোর এক অপূর্ব সমন্বয় তুলে ধরে। একটি সমসাময়িক পরিবহন হাব হিসেবে ডিজাইন করা এই স্টেশনটি অঞ্চলের ঐতিহ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত শৈল্পিক উপাদানের সাথে উন্নত যাত্রী সুযোগ-সুবিধার মেলবন্ধন ঘটিয়েছে, যা ঐতিহ্য এবং প্রগতি উভয়কেই প্রতিফলিত করে এক স্বাগত জানানোর প্রবেশদ্বার তৈরি করেছে। শিবনারায়ণপুর রেল স্টেশনের এই পুনর্নির্মাণ যাত্রীদের আরাম, যাতায়াতের সুবিধা এবং নিরাপত্তা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা হচ্ছে যা আঞ্চলিক সংযোগ, পর্যটন, স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি এবং সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক হবে। এটি 'বিকশিত ভারত'-এর রূপকল্পের অধীনে আধুনিক, টেকসই এবং ভবিষ্যতের উপযোগী রেল পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রতি ভারত সরকারের প্রতিশ্রুতিকেও প্রতিফলিত করে। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে শিবনারায়ণপুর রেল স্টেশনের পুনর্নির্মাণ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও স্থাপত্যের পরিচয়কে অক্ষুণ্ণ রেখে রেল পরিকাঠামোকে আধুনিকীকরণের প্রতি ভারত সরকারের অবিচল প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে, যা 'বিকাশ ভি, বিরাসত ভি' চেতনাকে মূর্ত করে তোলে। উন্নত যাত্রী সুযোগ-সুবিধা এবং সহজ যাতায়াতের ব্যবস্থায় সজ্জিত এই পুনর্নির্মিত স্টেশনটি যাত্রীদের সুবিধা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে, আঞ্চলিক সংযোগকে শক্তিশালী করবে, স্থানীয় বাণিজ্য ও পর্যটনকে উৎসাহিত করবে এবং 'বিকশিত ভারত'-এর রূপকল্পে অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ব্যাটারি বাইকের শোরুমে ভয়াবহ আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১৭ জুলাই ঃ উলুবেড়িয়া নরেন্দ্রমোড় এলাকায় একটি ব্যাটারি চালিত বাইকের শোরুমে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাটি ঘটে জাতীয় সড়কের নরেন্দ্রপুর উড়ালপুল ব্রিজে ওঠার ঠিক আগের একটি শোরুমে। দমকল অফিস লাগোয়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হলেও, আগুনে শোরুমটি প্রায় সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতই এদিনও শোরুমটি খোলা ছিল। শুক্রবার বিকেল হঠাৎই শোরুমের ভেতর থেকে গল গল করে কালো ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে সেই ধোঁয়া পুরো শোরুমকে গ্রাস করে আগুন জ্বলতে শুরু করে। আগুনের লেলিহান শিখা ও ভয়াবহ কালো ধোঁয়া দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীরা। স্থানীয়দের কথায়, ব্যাটারি চালিত বাইকের শোরুম হওয়ায় এবং ভেতরে প্রচুর গাড়ি মজুত থাকায় আগুন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে জোরালো আকার ধারণ করে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ এবং দমকলের একটি ইঞ্জিন। শোরুমটি দমকল অফিসের একেবারেই কাছে হওয়ায় দমকলকর্মীরা দ্রুত যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করেন। দমকলের তৎপরতাতেই আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে এবং তা আশেপাশের অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়া আটকানো সম্ভব হয়। তবে আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও শোরুমের ভেতরে থাকা প্রায় সমস্ত সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার সুনির্দিষ্ট কারণ এখনও জানা যায়নি।

Short-NOTICE INVITING TENDER NO: -WBIW/EE/JD/SNIT-10(m)/2026-27

Separate offline sealed Tenders for **09(Nine) nos Emergent Palliative works** in printed forms are hereby invited by the Executive Engineer, Jalpaiguri Irrigation Division, Club Road, Jalpaiguri on behalf of the Governor of the state of West Bengal, from the eligible bonafied, reliable resourceful contractors having Single credential of 30% of Amount Put Tender in Last 5(Five) financial years. Date & Time for Application for issue of Tender Form- **Starting from- 20/07/2026 at 10.30 hrs**

End Date & Time- 22/07/2026- 22/07/2026-Up to 16:00.hrs.

Other details of the SNIT can be seen in office notice board during working hours & the website: **https://iwd.wb.gov.in**

(P.MANDAL)

Executive Engineer, Jalpaiguri Irrigation Division Club Road, Jalpaiguri

e-Tender Notice

e-tender are invited by Prodhan, Eral Gram Panchayat under Aus-II PANCHAYAT SAMITY, Dist. Purba Bardhaman, from resourceful/bonafide contractors with experience and requisite credential vide NIeT No- EGP/373 Dt-17/07/2026. Last Dt. of application 24/07/2026 up to 18:00 IST. For details visit the website **https:// www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan

Eral Gram Panchayat

Office of The Ladhurka Gram Panchayat

Vill+PO-Ladhurka, PS-Hura, Purulia, Pin-723148

e-mail id: ladhurkagp@gmail.com

NIeT No. WBPUR/LGP/HURA/NIT(e)-02/26-27, Memo No-106(7)/LGP/2026-27, Date-17/07/2026

Sale of Tender form (Online) 17/07/2026 to 23/07/2026 5.00 PM. Last date of Dropping Tender Paper(Online)- 23/07/2026 (up to 05.00 PM). Opening of Tender(Online) 27/07/2026 (02.30 PM). For details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan

Ladhurka Gram Panchayat

শ্রাবণ মাসের শুরুতেই সিদ্ধপীঠ তারাপীঠ মন্দিরে একগুচ্ছ নতুন নিয়ম চালু করতে চলেছে মন্দির কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৭ জুলাই ঃ বাংলার শ্রাবণ মাসের শুরুতেই সিদ্ধপীঠ তারাপীঠ মন্দিরে শুরু হতে চলেছে একগুচ্ছ বড়ো বদল। দূর-দূরান্ত থেকে আগত ভক্তদের হয়রানি কমাতে এবং মন্দির চত্বরে শান্তি শৃঙ্খলা ফেরাতে একগুচ্ছ নতুন নিয়ম চালু করতে চলেছে মন্দির কমিটি। আগামী শনিবার ১ শ্রাবণ থেকেই এই নতুন নিয়ম ও সময়সূচি কার্যকর করা হবে বলে জানা গেছে। মন্দির কমিটির তরফ থেকে জানা যায়, দেবী স্পর্শে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। শনিবার থেকে তারাপীঠে আগত ভক্তরা গর্ভগৃহে ঢুকে দেবী তারার মূর্তি স্পর্শ করে পুজো দিতে পারবেন না। গর্ভগৃহে প্রবেশ করে দেবীকে দর্শন ও চরণে পুজো নিবেদন করে ভক্তদের মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। গর্ভগৃহে ভিড় ও বিশৃঙ্খলা এড়াতে ভেতরে কোনও রকম অঞ্জলি দেওয়ার ব্যবস্থা আর থাকবে না। ভক্তদের তাদের নির্দিষ্ট সেবায়েতদের নিয়ে পুজোর লাইনেই অঞ্জলি সেরে নিতে হবে। প্রসঙ্গত দিন কয়েক আগেই তারাপীঠ মন্দিরের পুরনো কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি তৈরি করা হয়েছে। আর পুরনো কমিটি থাকাকালীন দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ উঠছিল, তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিতে এসে পাণ্ডাদের একাংশের হাতে হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছিল সাধারণ ভক্তদের। মোটা টাকার বিনিময়ে চটজলদি পুজো পাইয়ে দেওয়ার চক্করে সাধারণ লাইনের ভক্তদের ঘন্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। আর চলতি বছর রাজ্যে পালাবদলের পর এই নিয়ে জোরালো অভিযোগ উঠতে থাকে। এমনকি, মন্দিরের অর্থ নয়ছয়ের অভিযোগ ওঠে। ইতিমধ্যেই যার তদন্ত শুরু করছে বীরভূম জেলা প্রশাসন। বর্তমানে তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি তথা বিজেপি নেতা নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই এবার কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। নিখিলবাবু বলেন, মা তারাকে স্পর্শ করে পুজো দেওয়ার ফলে গর্ভগৃহে দীর্ঘক্ষণ ভিড় জমে থাকত, যার জেরে সাধারণ লাইন থমকে গিয়ে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো। ভক্তদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান তারাপীঠ মন্দির কমিটির আহ্বায়ক তারকনাথ চ্যাটার্জী। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, মন্দিরে সাধারণ লাইন একটানা ৩০ মিনিট চলবে। ৫০০ টাকার কুপনের লাইন ২০ মিনিট ও প্রোটোকল লাইন ১০ মিনিট চলবে। শনিবার থেকে মন্দিরের দরজা খোলা ও বন্ধের সময়ও বেঁধে দিয়েছে নতুন কমিটি। ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে দর্শনার্থীদের জন্য মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হবে। মধ্যাহ্নভোগের জন্য দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে একঘণ্টা দর্শনার্থীদের প্রবেশ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। সন্ধ্যে ৬টায় দেবী তারার সন্ধ্যারতি শুরু হবে। আরতি শেষের পর সাতটা থেকে ফের ভক্তরা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন এবং পুজো দিতে পারবেন। বিশেষ দিন বাদে রাত ১০টায় মন্দিরের দরজা বন্ধ হবে। আর এই নিয়মের ফলে খুশি দূর দূরান্ত থেকে আগত পর্যটকেরা।

আসানসোলে পুলকারে নিয়ন্ত্রণহীন মিনিবাসের ধাক্কায় মৃত ১ পথচারী, আহত বেশ কয়েকজন স্কুল পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ১৭ জুলাই ঃ মুর্শিদাবাদে দুর্ঘটনায় পাঁচ স্কুল পড়ুয়ার মর্মান্তিক মৃত্যুর রেশ কাটতে না কাটতেই এবার আসানসোলে ঘটল আরও একটি পথ দুর্ঘটনা। পড়ুয়াদের একটি পুলকারে সজোরে ধাক্কা মারল নিয়ন্ত্রণহীন একটি মিনিবাস। এই ঘটনায় এক পথচারীর মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম জয়দেব মণ্ডল (৬১)। দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন স্কুল পড়ুয়াও আহত হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল ৮ টা নাগাদ যাত্রিবোঝাই মিনিবাসটি আসানসোল থেকে রানিগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময়ে আসানসোলের একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের পুলকারটি মুর্গাসোল এলাকা থেকে পড়ুয়াদের নিয়ে সবেমাত্র কয়েক গজ এগিয়েছিল। ঠিক তখনই দ্রুতগতির মিনিবাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে এক পথচারীকে পিষে দেয় এবং তারপরেই পুলকারটির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে পুলকার থেকে পড়ুয়াদের উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এদিকে ঘটনার পরেই যাত্রিবোঝাই বাসটি রাস্তায় ফেলে রেখে চম্পট দেন চালক ও কন্ডাক্টর। এই ঘটনার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, শহরের মিনিবাসগুলি কোনওরকম ট্রাফিক আইন মানে না। যাত্রী তোলার প্রতিযোগিতায় লাগামছাড়া গতিতে বাস চালানো হয়, যার জেরেই এই দুর্ঘটনা। অন্যদিকে, স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, যেখানে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সেখানে জিটি রোডের সিংহভাগ অংশ জুড়ে অস্থায়ী দোকানপাট বসেছে। সেই সঙ্গে রাস্তা দখল করে চলে অবৈধ গাড়ি পার্কিং। ফলে রাস্তা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে এবং বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাস দেয়। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, মৃত পথচারী আদতে পুরুলিয়ার কাশিপুরের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি আসানসোলের একটি হোটেলে কর্মরত ছিলেন। তাঁর কর্মস্থলে ইতিমধ্যেই খবর পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে, আসানসোল জেলা হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মোট পাঁচজন পড়ুয়াকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তাদের মধ্যে তিনজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং দু'জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে বর্তমানে তাদের অবস্থা স্থিতিশীল।

অঙ্গীকার মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৭ জুলাই ঃ এই রাজ্যে বেহাল অবস্থার হাল ফেরাতে হবে। আইনশৃঙ্খলার পরিবেশ, সিন্ডিকেট, কাটমানি, তোলাবাজি, দাদাগিরি, সব জায়গায় রাজনীতিকরণ এই জায়গা থেকে ২ মাসে আমরা বেরিয়ে এসেছি অনেকটা। আর ডানকুনিতে লম্বা লাইন করে ট্রাকে কেউ হাত পাতে না। একটি ইস্পাত কারখানার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সূচনাপর্বে শুক্রবার বাঁকুড়ায় পৌঁছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিকদের কাছে এই দাবি করেন। ওই কারখানার নাম করে তাঁর দাবি, 'এর হাত ধরে ১০০০ কোটির বিনিয়োগ হবে বাংলায়। বহু কর্মসংস্থান হবে। গ্রামের হাজার হাজার ছেলে, যারা বাইরে চলে গেছে। তারাও নিজের রাজ্যে কাজ পাবে।'

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ **কৃষ্ণবাহাদুর ছেত্রী**

আমোক্তারনামা দাতাঃ **১) জয়লাল মাঝি ২) দুর্গা মাঝি ৩) হেলন মন্ডল মাঝি ৪) মহালাল মাঝি**

আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **I- 3202** নং বহি **20.06.2025** নং বহি

আমোক্তারনামা বলে কৃত দলিল ও জমির তফশিলঃ **I- 2626** তাং **03.06.2026** ব্লক খড়ি বাড়ি, মৌজা- অন্তরাম, দাগ নং. **828** খতিয়ান নং- **390** জেলা- দার্জিলিং

উপরিউক্ত তফশিলে উল্লেখিত দলিল বলে আবেদনকৃত মিউটেশন কেসে (নামজারি) কোন আপত্তি থাকলে 30 দিনের মধ্যে B.L.& L.R.O. অফিস, খড়িবাড়ি, দার্জিলিং-এ যোগাযোগ করুন।

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১

ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ /১২/১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

সহকারী প্রকৌশলী (তড়িৎ), এইচএমসি -এর বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৬টি বৈদ্যুতিক কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। আগ্রহী দরদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদার লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট, হালনাগাদ জিএসটি সার্টিফিকেট ও রিটার্ন (বর্তমান ত্রৈমাসিক), পিটিসিসি, আইএফসিসি এবং কাজের অভিজ্ঞতার প্রমাণপত্র সহ প্রস্তাব জমা দিতে হবে।

অনলাইনে দরপত্র জমা শুরু ঃ ১৪.০৭.২০২৬, সন্ধ্যা ৬.০০টা থেকে।

অনলাইনে দরপত্র জমা শেষঃ ২৭.০৭.২০২৬, সন্ধ্যা ৬.০০টা পর্যন্ত।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুনঃ https://wbtenders.gov.in

NIT NO. WB-HMC/NIT/ED-002/L/2026-27 তারিখ- ১৪.০৭.২০২৬

৩৪(১) / ২৬-২৭
১৭।৭।২০২৬

সহকারী প্রকৌশলী (তড়িৎ)
হাওড়া পৌরনিগম

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — ই-টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৬/২৮ তারিখ ঃ ১৭.০৭.২০২৬

"ই" প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেম-এর জন্য টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, সদর দপ্তর কার্যালয় (ষষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরীচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা নিম্নোক্ত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। সকল টেন্ডার দুপুর ২টোয় বন্ধ হবে।

ক্রম নং	টেন্ডার নং	বন্ধের তারিখ	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	প্রদেয় বায়না অর্থ (টাকায়)
১.	৬৫২৫৫০২৮এ	০৬.০৮.২৬	লার্জ কার্গো এক্স রে ব্যাগেজ স্ক্যানার (প্রাক দরপ্রস্তাব সভা ২১.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টায় পিসিএমএম/মিটিং রুম/এসইআর/জিআরসি/কল-৪৩-এ)	০৯টি	১২,৭৮,৭৫০/-
২.	৪৫২৬৩১৯২	২১.০৮.২৬	১১০০ এএইচ-এর রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজনহীন ভালভ রেগুলেটেড লেড অ্যাসিড (ভিআরএলএ) ব্যাটারি ইত্যাদি।	৬০ সেট	১৬,১০,০০০/-
৩.	৪৫২৬৩২২১এ	১২.০৮.২৬	১ এইচপি, ৪১৫ ভোল্ট, ৩ ফেজ, ৫০ হার্জ, ১০০০ আরপিএম প্রভৃতি যুক্ত কনডেন্সার ফ্যান মোটর সরবরাহ।	৬৩৭টি	১,১২,০০০/-
৪.	৩৮২৬৩৩৪২এ	০৬.০৮.২৬	উন্নততর এইচটিসিবিসির জন্য শ্যাঙ্ক ওয়্যার প্লেট সমেত কাপলার বডি।	৮৫৩৫ টি	২০,০০,০০০/-
৫.	৩৮২৬১৫৬২	১২.০৮.২৬	ওয়াগনে এয়ার ব্রেকের জন্য ভেন্ট সমেত কাট অফ অ্যাঙ্গেল কক।	১৪৬০০টি	২,১৮,৯৭০/-
৬.	৩৮২৬৩৯৩৯এ	১৩.০৮.২৬	ব্রেক সিলিন্ডার ৩৫৫ মিমি ইত্যাদি।	৭৭২টি	১,৩৫,৫৫০/-
৭.	৩৮২৬১৫৪৬	২৪.০৮.২৬	১৫টি দফা নিয়ে গঠিত এম্পটি লোড বক্স ফিট করার কিট।	৪৮৮০সেট	৪,২৩,৮২০/-
৮.	৩৮২৬৩৮৮২	৩১.০৮.২৬	৭/৮" (২২.২২ মিমি) ব্যাসের জিংক প্লেটেড/গ্যালভানাইজড, কলার সমেত লক বোল্ট, গ্রিপ রেঞ্জ ৩১.৭৫-৩৮.১০ মিমি সমেত গ্রিপ নং ২০।	১৬০০০০ টি	২,৮৩,২০০/-
৯.	৪২২৬৩০৮৯	৩১.০৭.২৬	৯০ ওয়াট ঔজ্জ্বল্য (লুমিনেয়ার) ইত্যাদির এলইডি স্ট্রিট লাইট।	৭৬২২ টি	২,৪৪,৪৪০/-
১০.	৮১২৬১৮০০এ	১০.০৮.২৬	কমপ্রেসড অক্সিজেন গ্যাস।	৪৪৩৬১০ সিইউএম	৩,১৪,০৮০/-

আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডার সংক্রান্ত সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ ও নির্দিষ্টকরণ বিষয়ে জানতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই দফাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্যঃ** সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাগণকে অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশ নিতে এবং পরবর্তীকালে কোনো সংশোধনী প্রকাশিত হলে সে বিষয়ে জানতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **(PR-492)**

স্কুলে মিড ডে মিল নয়, এ যেন জগন্নাথের ৫৬ ভোগ! মায়াপুরে নজির গড়ল বিদ্যালয়

ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ১৭ জুলাই ঃ মিড ডে মিলের থালায় সাধারণ খাবারের বদলে সাজানো জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ। এক-দু'টি নয়, একেবারে ৫৬ পদের নিরামিষ ভোগ। পুষ্পান্ন, পরমান্ন, ফ্রাইড রাইস, বিভিন্ন শাক-সবজি, নানা রকম ভাজা, খাজা, মালপোয়া, পাটিসাপটা, গুলাবজামুন, কাঁঠাল-সহ একাধিক ফল ও মিষ্টিতে ভরে উঠল পড়য়াদের থালা। রথযাত্রার পরদিন নদীয়ার মায়াপুরের মায়াপুর ঠাকুর ভক্তি বিনোদ ইনস্টিটিউট-এর এই অভিনব উদ্যোগ ঘিরে তৈরি হয় উৎসবের আবহ। বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বহু বছরের ঐতিহ্য মেনেই রথযাত্রার পরদিন জগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে পূজা ও নিবেদন শেষে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। তবে এই প্রসাদ বিতরণের আয়োজন শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা এদিন রূপ নিয়েছে বিদ্যালয়ের বিশেষ মিড ডে মিলের উৎসবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আর্থিক সহযোগিতা ও সক্রিয় উদ্যোগেই সম্পূর্ণ আয়োজনটি সফল হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিত্যগোপাল মণ্ডল জানান, বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষিকা স্বেচ্ছায় আর্থিক সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই এই ব্যতিক্রমী আয়োজন সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের শুধু পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষা নয়, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গেও পরিচিত করানো বিদ্যালয়ের অন্যতম দায়িত্ব। এদিন প্রায় ৪০০ জনের জন্য বিশেষ ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও আমন্ত্রিত অতিথিরাও সেই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। বর্তমানে বিদ্যালয়ে ১,১৭৮ জন ছাত্রছাত্রী এবং ৩৬ জন শিক্ষক রয়েছেন। বছরের প্রতিদিন নিরামিষ মিড ডে মিল পরিবেশন করা হলেও রথযাত্রার পরদিন ৫৬ ভোগের এই আয়োজন বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। নদীয়া নর্থ সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক তথা বিদ্যালয়ের প্রশাসক জানবাস শেখ বলেন, এই ধরনের উদ্যোগ ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়ায়। উৎসবের আবহে সবাই একসঙ্গে বসে খাবার গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কও আরও দৃঢ় হয়। এই বিশাল আয়োজনের নেপথ্যে ছিলেন মিড ডে মিলের নয়জন রাঁধুনি। ভোর ৫টা থেকেই তাঁরা রান্নার কাজে নেমে পড়েন। রাঁধুনিদের প্রতিনিধি অসীমা বিশ্বাস জানান, প্রতি বছরই তাঁরা এই দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্রছাত্রীদের হাতে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ তুলে দিতে পারাটাই তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। ধর্মীয় ঐতিহ্য, শিক্ষার পরিবেশ এবং সামাজিক সম্প্রীতিকে একসূত্রে বেঁধে মায়াপুরের এই বিদ্যালয়ের উদ্যোগ এ বছরও এলাকাজুড়ে প্রশংসা কুড়িয়েছে। মিড ডে মিলের মাধ্যমে ৫৬ ভোগ পরিবেশনের এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ এখন জেলার অন্যতম আলোচিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

বর্ধমানের এগ্রিকালচার ফার্ম এলাকার বড় পুকুর পাড়ের দিশারী ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত রথযাত্রা ১০ বর্ষে পদার্পন করলো।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনারের বিধান মার্কেট পরিদর্শন, দ্রুত মেরামতের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ জুলাই ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার বীর বিক্রম রায় শুক্রবার শহরের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র বিধান মার্কেট পরিদর্শন করেন। এদিন তিনি পুরনিগমের বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিক, বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মী এবং বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে গোটা বাজার এলাকা ঘুরে দেখেন। পরিদর্শনকালে মাটির তলা দিয়ে কেবল লাইনের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হয়। এর পাশাপাশি মাছ বাজার, রাস্তাঘাট, নিকাশি নালা এবং আলোকসজ্জা ব্যবস্থারও পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়ন করেন তিনি। কমিশনার সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিকে প্রয়োজনীয় মেরামত ও উন্নয়নের কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কমিশনার বীর বিক্রম রায় জানান, আন্ডার কেবলিংয়ের কাজ আংশিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে, তাই এটি মাঝপথে বন্ধ করা সম্ভব নয়। তবে এই কাজ চলাকালীন সাধারণ মানুষের যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। আসন্ন উৎসবের মরসুমের কথা মাথায় রেখে দফায় দফায় এই কাজ করা হবে। যে সমস্ত জায়গায় কাজ করা হবে, সেগুলি যাতে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়, তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ফুচকার জলেই জীবাণুর আঁতুড়ঘর! স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উদ্বেগজনক রিপোর্ট, সতর্ক প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ১৭ জুলাই ঃ মুখরোচক ফুচকা-রাস্তার ধারের এই জনপ্রিয় খাবারটি প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ, বিশেষ করে শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং মহিলারা নিশ্চিন্তে খেয়ে থাকেন। কিন্তু সেই ফুচকার জলই যদি অদৃশ্য জীবাণুর আঁতুড়ঘর হয়ে ওঠে? সাম্প্রতিক এক পরীক্ষার রিপোর্ট সেই আশঙ্কাকেই সামনে এনে জনস্বাস্থ্য নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। জনস্বার্থে খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের উদ্যোগে ব্লক স্বাস্থ্য দফতরের মাধ্যমে ফুচকার জলের একাধিক নমুনা সংগ্রহ করে পশ্চিমবঙ্গের জনস্বাস্থ্য পরীক্ষাগারে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। পরীক্ষার রিপোর্টে দেখা গেছে, নমুনাগুলিতে ই-কোলাই এবং কোলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি রয়েছে। এছাড়াও মোট ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ নিরাপদ মাত্রার তুলনায় অনেক বেশি পাওয়া গেছে। সেই কারণে পরীক্ষাগার সংশ্লিষ্ট নমুনাগুলিকে 'অনিরাপদ' বলে ঘোষণা করেছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, ই-কোলাই এবং কোলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি সাধারণত দূষিত জল বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ইঙ্গিত বহন করে। এই ধরনের জল দিয়ে তৈরি খাবার গ্রহণ করলে ডায়রিয়া, বমি, তীব্র পেটের সংক্রমণ, জ্বর সহ বিভিন্ন জলবাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। শিশু, প্রবীণ ব্যক্তি এবং যাঁদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম, তাঁদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি আরও বেশি। রিপোর্ট প্রকাশের পর সংশ্লিষ্ট ফুচকা বিক্রেতাদের শুধুমাত্র মিনারেল জল ব্যবহার করে ফুচকার জল তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সাংবাদিকদের সামনাসামনি হয়ে বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিরাপদ খাদ্য প্রস্তুত করা এবং খাদ্য সুরক্ষা ও মান সংক্রান্ত নিয়মাবলি অনুসরণ করে ব্যবসা পরিচালনার বিষয়ে সচেতনতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, রাস্তার ধারের খাবার কেনার আগে তার পরিচ্ছন্নতা এবং ব্যবহৃত জলের মান সম্পর্কে যতটা সম্ভব নিশ্চিত হওয়া উচিত। সামান্য অসতর্কতাই বড় ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হতে পারে। তাই সুস্থ ও নিরাপদ থাকতে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার বেছে নেওয়ার পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন হওয়া আজ সময়ের দাবি।

মাভেন্স বায়োটেক লিমিটেড

সিআইএনঃ এল১৭২৯৭ডব্লুবি১৯৮১পিএলসি০৩৪২২৬

রেজিস্টার্ড অফিসঃ রুম নং. ৪০৭, ৪র্থ তল, প্রিমিসেস নং. ৪, ক্লাইভ রোড, কলকাতা-৭০০০০১

ইমেল আইডিঃ investors@mavesbiotech.com, ওয়েবসাইটঃ www.mavensbiotech.com

ফোন নংঃ ০৩৩-২২৬২৩০৫৬

গণবিজ্ঞপ্তি - ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা

ম্যাভেন্স বায়োটেক লিমিটেড-এর ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২৬ সালের ২৪শে আগস্ট, সোমবার দুপুর ১:৩০-এ ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের ('ওএভিএম') সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর প্রযোজ্য বিধানাবলি-যার সাথে ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের এমসিএ সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ৯/২০২৪ এবং ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৩/২০২৫ (যাকে একত্রে এমসিএ বিজ্ঞপ্তি বলা হয়েছে) ও ৩রা অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সেবি বিজ্ঞপ্তি নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/CIR/2024/133-এর বিষয়বস্তুও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে-অনুসারে এই সভায় ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত আলোচ্য বিষয়সমূহ সম্পন্ন করা হবে।

উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, যেসব সদস্যের ই-মেইল আইডি কোম্পানি বা ডিপোজিটরির কাছে আগে থেকেই নিবন্ধিত রয়েছে, শুধুমাত্র তাঁদের কাছেই বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে পাঠানো হবে। পূর্বের রীতির মতোই, কোম্পানি তার সকল সদস্যের জন্য ইভোটিং এবং রিমোট ই-ভোটিং-এর সুবিধাও প্রদান করছে। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিডিও কনফারেন্সিং / অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম-এর মাধ্যমে এই বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। সভায় যোগদানের নির্দেশাবলি এবং রিমোট ই-ভোটিং বা সভার চলাকালীন ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

যদি আপনার ইমেইল আইডি ইতিমধ্যে কোম্পানি / ডিপোজিটরির কাছে নিবন্ধিত থাকে, তবে এজিএম-এর নোটিশের পাশাপাশি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিং-এর লগইন সংক্রান্ত তথ্য আপনার নিবন্ধিত ইমেইল ঠিকানায় পাঠানো হবে। যদি আপনি কোম্পানি বা ডিপোজিটরির কাছে আপনার ইমেইল আইডি নিবন্ধন না করে থাকেন, তবে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিং-এর লগইন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার জন্য আপনার ইমেইল আইডি নিবন্ধন করতে অনুগ্রহ করে নিচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

ভৌত ধারণ	ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট-মেসার্স অ্যাড্রয়েট কর্পোরেট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে info@adroitcorporate.com ঠিকানায় একটি অনুরোধ পাঠান। অনুরোধের সাথে ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনের ও পেছনের অংশ), প্যান (স্ব-প্রত্যয়িত প্যান কার্ডের স্ক্যান কপি) এবং আধার (স্ব-প্রত্যয়িত আধার কার্ডের স্ক্যান কপি) প্রদান করুন। **অনুগ্রহ করে ১৭ই আগস্ট, ২০২৬ সামবার বা তার আগেই এই তথ্য হালনাগাদ করুন।**
ডিম্যাট ধারণ	অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(ডিপি)-এর সাথে যোগাযোগ করুন এবং তাদের নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী আপনার ইমেল ঠিকানাটি নিবন্ধন করুন। **অনুগ্রহ করে ১৭ই আগস্ট, ২০২৬ সোমবার বা তার আগেই এই তথ্যটি আপডেট করুন।**

৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.mavensbiotech.com-এ পাওয়া যাবে। এছাড়া, যেসব স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির সিকিউরিটিজ তালিকাভুক্ত রয়েছে (যেমনঃ www.cse-india.com), সেগুলোর ওয়েবসাইটেও এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়া যাবে। ভিসি/এভিএম-এর সাহায্যে সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কোরাম গঠনের ক্ষেত্রে-কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৩ ধারা অনুযায়ী-গণনা করা হবে।

ভৌত সিকিউরিটিজ হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার নং H0/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 ''বিনিয়োগের সহজীকরণ - ভৌত সিকিউরিটিজ হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা'' অনুযায়ী, যে সকল শেয়ারহোল্ডারের কাছে কোম্পানির ফিজিক্যাল বা কাগজের শেয়ার রয়েছে, তাঁদের জানানো যাচ্ছে যে এসইবিআই একটি বিশেষ সুবিধা বা 'স্পেশাল উইন্ডো' চালু করেছে। এই সুবিধাটি ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত-অর্থাৎ ১ (এক) বছরের জন্য কার্যকর থাকবে। এর আওতায় ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে কেনা-বেচা হওয়া ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ বা শেয়ারের হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন-এর জন্য আবেদন করা যাবে। এছাড়া, যেসব হস্তান্তরের অনুরোধ আগে প্রত্যাখ্যান বা ফেরত পাঠানো হয়েছিল (যেমন-নথিপত্র বা প্রক্রিয়ায় ত্রুটি বা অন্য কোনো কারণে সম্পন্ন করা যায়নি), সেগুলোর জন্যও আবেদন করা যাবে। আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং মূল শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট-মেসার্স অ্যাড্রয়েট কর্পোরেট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯-২০, জাফরভয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, মাকওয়ানা রোড, মারোল নাকা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০ ০৫৯ ফোনঃ (০২২) ৪২২৭০৪০০ ইমেলঃ info@adroitcorporate.com ওয়েসবাইটঃ www.adroitcorporate.com ঠিকানায় পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। । নথিপত্র জমা দেওয়ার আগে শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানির ওয়েবসাইটে উপলব্ধ উল্লিখিত সার্কুলারটি দেখে নেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে। শেয়ারহোল্ডাররা প্রয়োজনে investors@mavensbiotech.com-এ আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

মাভেন্স বায়োটেক লিমিটেড-এর পক্ষে

জয় প্রকাশ

(ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও)

(ডিআইএনঃ ০২৫২৪১৪

তারিখঃ ১৫-০৭-২০২৬

স্থানঃ কলকাতা

টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেড

সিআইএনঃ এল০১১৩২ডব্লুবি১৮৯৩পিএলসি০০০৭৪২

রেজিস্টার্ড অফিসঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণী, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০০১

ফোন নং.ঃ ২২৪৮৭৬৮৫, ফ্যাক্স নং.ঃ ০৩৩ ২২১০০৫৪১

ইমেল আইডিঃ info@tonganitea.com, ওয়েবসাইটঃ www.tonganitea.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ ('আইন')-এর বিধানাবলী এবং এসইবিআই ও এমসিএ-এর সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা ২০/২০২০, ১০/২০২২, ০৯/২০২৩, ০৯/২০২৪ এবং ০৩/২০২৫ নম্বর বিজ্ঞপ্তি, যা যথাক্রমে ৫ মে ২০২০, ২৮ ডিসেম্বর ২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এবং ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে জারি করা হয়েছিল) মেনে টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেড-এর সদস্যদের **১৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা** ২০২৬ সালের ১০ আগস্ট, সোমবার সকাল ১১:৩০-এ (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের ('ওএভিএম') সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় ১৪ জুলাই ২০২৬ তারিখের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

উল্লিখিত নির্দেশিকা অনুযায়ী, ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের নিবন্ধিত ই-মেইল আইডিতে ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে, যাদের আইডি কোম্পানি অথবা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) বা অন্যান্য ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(রা)-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে এবং এই প্রক্রিয়াটি ১৪ জুলাই ২০২৬ তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে।

যেসব সদস্য এখনও তাঁদের ই-মেইল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নথিভুক্ত করেননি, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে-যাঁদের শেয়ার ডিমেট আকারে রয়েছে তাঁরা যেন সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের সাথে যোগাযোগ করে তাঁদের তথ্যাদি যাচাই / আপডেট করে নেন আর যাঁদের শেয়ার ফিজিক্যাল বা কাগজের সনদ আকারে রয়েছে, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অথবা সরাসরি কোম্পানির কাছে এই তথ্য আপডেট করতে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৮ নম্বর ধারা এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৫-এর ২০ নম্বর বিধির বিধান অনুযায়ী, কোম্পানি তার শেয়ারহোল্ডারদের নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাবের ওপর ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট প্রদানের সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালার বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিস্তারিত তথ্য নিচে দেওয়া হলোঃ

ক) রিমোট ই-ভোটিং শুরুর তারিখ ও সময়ঃ ৭ই আগস্ট, ২০২৬ সকাল ৯:০০টা।

খ) রিমোট ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ ও সময়ঃ ৯ই আগস্ট, ২০২৬ বিকেল ৫:০০টা।

গ) কাট-অফ তারিখঃ ৩রা আগস্ট, ২০২৬।

ঘ) যেসব বিনিয়োগকারী পরবর্তীতে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থা ৩রা আগস্ট, ২০২৬-এ শেয়ার ধারণ করছেন, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে ই-ভোটিংয়ের জন্য লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে investorcare@tonganitea.com ঠিকানায় কোম্পানির কাছে তাঁদের ফোলিও নম্বর / ডিপি আইডি ও ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে যোগাযোগ করতে।

ঙ) ৯ই আগস্ট, ২০২৬ বিকেল ৫:০০টার পর আর রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুযোগ থাকবে না।

চ) কোনো সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার পরেও সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি পাবেন না।

ছ) শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিই রিমোট ই-ভোটিং এবং সাধারণ সভায় ভোট দেওয়ার সুবিধা পাবেন, যার নাম কাট-অফ তারিখে সদস্য রেজিস্টারে অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত বেনিফিশিয়াল ওনারদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ আছে।

জ) এজিএম-এ ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থায় ভোট দেওয়ার সুবিধাও থাকবে। শুধুমাত্র ভিসিও/এভিএম-এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণকারী সেইসব সদস্যই সভার সময় তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন, যারা ইতিপূর্বে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি। যেসব সদস্য এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে কোনো প্রস্তাবের ওপর ভোট দিয়েছেন, তাঁরাও ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন, তবে ওই প্রস্তাবগুলোর ওপর পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। কোনো সদস্য কোনো প্রস্তাবের ওপর একবার ভোট প্রদান করলে, পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করার অনুমতি পাবেন না।

ঝ) ১৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.tonganitea.com এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এ পাওয়া যাচ্ছে।

ঞ) ইলেকট্রনিক ভোটিং বা ই-ভোটিং সংক্রান্ত নির্দেশাবলির জন্য শেয়ারহোল্ডাররা ১৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত নির্দেশাবলী দেখতে পারেন। ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা অভিযোগ থাকলে, শেয়ারহোল্ডাররা www.evotingindia.com-এর 'হেল্প' বিভাগে থাকা 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী নির্দেশিকা দেখতে পারেন অথবা কোম্পানির সেক্রেটারি শ্রীমতি ইন্দ্রানী রায়-এর সাথে ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণি, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন, কিংবা investorcare@tonganitea.com-এ ই-মেইল পাঠাতে বা +৯১ ৩৩ ২২৪৮৭৬৮৫ নম্বরে ফোন করতে পারেন।

এতদ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ৯১ নম্বর ধারা সময়ে সময়ে সংশোধিত 'কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ) রুলস, ২০১৪-এর ১০ নম্বর বিধির সাথে পঠিত এবং এসইবিআই (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর ৪২ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী, কোম্পানির ১৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথিপত্র বুকস ৪ আগস্ট, ২০২৬ থেকে ১০ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।

টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বা/-

ইন্দ্রাণী রায়

(কোম্পানি সেক্রেটারি)

মেম্বারশিপ নং. এ৭১২৩৮

স্থানঃ কলকাতা

তারিখঃ ১৭ই জুলাই, ২০২৬

রবিবার লর্ডসেই কি ভারতীয় জার্সিতে বিদায় রোহিতের?

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ১৭ জুলাইঃ ভারতীয় ক্রিকেটের আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা। বিদায় হতে পারে হিটম্যান রোহিত শর্মার। খুব সম্ভবত আগামী ১৯ জুলাই ২০২৬, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় ওয়ান ডে ম্যাচই হতে চলেছে রোহিতের ভারতীয় জার্সিতে শেষ ম্যাচ। বিভিন্ন সংবাদ প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, চলতি ইংল্যান্ড সিরিজের পর আর এই ভারতীয় ওপেনারকে নিজেদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অন্তর্গত করতে ইচ্ছুক নন নির্বাচকরা। ফলত, ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপের আগেই বিদায় ঘটে যেতে পারে তাঁর। সূত্রের খবর, নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান অজিত আগরকর এই মুহূর্তে ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলের সঙ্গে রয়েছেন ও কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করেছেন তিনি। দুজনের মাথাতেই এই মুহূর্তে রোহিতের নাম নেই। বিসিসিআই এর এক সূত্রের মতে, বোর্ড চায়, এই

মুহূর্তে যশস্বী জয়সোয়ালের মত তরুণ ক্রিকেটারদের সুযোগ দিতে। বিশ্বকাপ ২০২৭ এর আগে ভারতের হাতে রয়েছে কমপক্ষে ২০টি ম্যাচ, যার জন্য তাঁরা পাখির চোখ করেছেন রাজস্থান রয়্যালসের এই ওপেনারকে। নির্বাচকদের বিশ্বাস, আগামী বড় টুর্নামেন্টগুলির আগে যশস্বীকে ওপেনার হিসেবে নিয়মিত সুযোগ দেওয়া জরুরি। তাঁর জায়গায় রোহিতকে খেললে তরুণ বাঁ হাতি ব্যাটারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ কমে যাবে। এমনকি কোহলিকেও নিজেদের আতসকাঁচের তলায় ফেলেছেন নির্বাচকরা। তবে কোহলির ফর্ম ও ফিটনেস চমৎকার, তাই তাঁর জায়গা নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুলছেন না কেউই। গত বছরেই নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় রোহিতকে। তারপর তিনি ১৩টি ওয়ান ডে ম্যাচে ৫৬৩ রান করেছেন। শতরান একটি, অর্ধ শতরান চারটি। বিসিসিআইয়ের এক সূত্রের মতে, রোহিতকে কেউ অবসর নিতে বলছে না। তবে ওর ফর্ম দেখে মনে হয়েছে, ওর একটু মানসিক স্বস্তি দরকার। চাপ নিয়েই খেলছে রোহিত। ওকে কোচ একটু সময় দিতে চান, যাতে ওর মানসিক স্বস্তি ফিরে আসে।

লা আলবিসেলেস্তে বনাম লা রোহা!

দুই দলের মুখোমুখি সাক্ষাতে কে এগিয়ে?

নিজস্ব প্রতিবেদন

বিশ্বমঞ্চে এবার স্প্যানিশ আর্মাডার সামনে লা আলবিসেলেস্তেরা। ২০২৬ বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি আর্জেন্তিনা ও স্পেন। আন্তর্জাতিক ফুটবলের আধুনিক ইতিহাসে নিঃসন্দেহে অন্যতম সেরা দুই দলের দ্বৈরথ। চিরাচরিত ব্রাজিল বা জার্মানির মতো দীর্ঘকালীন শত্রুতা হয়তো নেই। কিন্তু দুই দেশেরই রয়েছে নিজস্ব সমৃদ্ধ ফুটবলীয় পরিচিতি। বল দখলের লড়াই, গতি এবং পাসিং ফুটবলের নিরিখে দুই দলই সমান-সমান। ফাইনালের টিকিট পাকা হওয়ার পর থেকেই পারদ চড়তে শুরু করেছে। দুই ভিন্ন মহাদেশের দুই ফুটবলীয় ঘরানার মগজাস্ত্রের লড়াই দেখার অপেক্ষায় গোটা বিশ্ব। লাতিন স্কিল নাকি ইউরোপীয় ঘরানার টেকনিক্যাল পাসিং-রবিবারের মেগা ফাইনালে কোন কৌশলের বাজিমাত হয়, সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। অতীতের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে, মুখোমুখি লড়াইয়ে কেউই খুব একটা পিছিয়ে নেই। দুই দলের দ্বৈরথ বরাবর অত্যন্ত হাড্ডাহাড্ডি। এখনও পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মঞ্চে মোট ১৪ বার মুখোমুখি হয়েছে তারা। সেখানে সামান্য এগিয়ে স্পেন। স্প্যানিশদের ৭টি জয়ের উল্টোদিকে আর্জেন্তিনার ৬টি। মাত্র একটি ম্যাচ ড্র হয়েছে। পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে, দুই দলের লড়াই কতটা উন্মুক্ত এবং আক্রমণাত্মক। রক্ষণাত্মক খোলস ছেড়ে বেরিয়ে দুই দল বরাবর গোলের সন্ধানে ঝাঁপিয়েছে। স্পেনের ২০০৮ থেকে ২০১২ সালের সোনালি অধ্যায়ে রীতিমতো আধিপত্য দেখিয়েছিল। পালটা প্রত্যাঘাত করেছে আর্জেন্তিনাও, বিশেষ করে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে। ফলে পরিসংখ্যানে কাউকেই পরিষ্কার ফেভারিট বলা কঠিন। আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে বারবার দেখা হলেও বিশ্বকাপের মঞ্চে এদের লড়াই অত্যন্ত বিরল। শুনলে অবাক হতে হয়, বিশ্বকাপের ইতিহাসে এই দুই দল এর আগে মাত্র একবারই

মুখোমুখি হয়েছে। তাও সেটি ১৯৬৬ সালের গ্রুপ পর্বে! সেই ম্যাচে স্পেনকে ২-১ গোলে হারিয়েছিল আর্জেন্তিনা। এরপর দুই দলই নিয়মিত বিশ্বকাপে খেলেছে। নকআউট পর্বেও বহুবার পৌঁছেছে। কিন্তু ট্রফির লড়াইয়ে কখনও একে অপরের সামনে পড়েনি। দীর্ঘ ছয় দশক ধরে বিশ্বমঞ্চে একে অপরকে এড়িয়ে গিয়েছে এই দুই শক্তিধর প্রতিনিধি। ফলে এবারের ফাইনাল এক অন্য মাত্রার ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করছে। বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে, তা-ও আবার মেগা ফাইনালে এই প্রথমবার একে অপরের মোকাবিলা করবে দুই দেশ। সাম্প্রতিক বছরগুলোর দ্বৈরথে দু'দলের পারফরম্যান্সে বেশ রদবদল দেখা গিয়েছে। ২০১৮ সালের একটি প্রীতি ম্যাচে আর্জেন্তিনাকে ৬-১ ব্যবধানে চূর্ণ করেছিল স্পেন। যা তাদের স্কোয়াডের প্রবল শক্তির প্রমাণ! কিন্তু এরপরই ঘুরে দাঁড়ায় দক্ষিণ আমেরিকার চ্যাম্পিয়নরা। কোপা আমেরিকা ও বিশ্বকাপ জয়ের পর বিশ্বফুটবলে নিজেদের পুরনো দাপট ফিরিয়ে এনেছে তারা। যার প্রমাণ মেলে ২০২৪ সালের প্রীতি ম্যাচে। সেই খেলায় স্পেনকে ২-১ গোলে হারায় বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। এবার সামনে সবচেয়ে বড় মঞ্চ। আর্জেন্তিনা চাইছে টানা দ্বিতীয়বার ট্রফি জিতে ইতিহাস গড়তে। অন্যদিকে ২০১০ সালের পর দ্বিতীয় মুকুটের খোঁজে মরিয়া স্পেন। অতীত পরিসংখ্যান যা-ই বলুক, রবিবারের মহারণ ফুটবল ইতিহাসে এক সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছে। ম্যাচের দিন স্নায়ুর চাপ যারা সামলাবে, শেষ হাসি তাদেরই।

একনজরে হেড-টু-হেড রেকর্ড ও সাম্প্রতিক ফলাফল

॥ মোট ম্যাচ-১৪ ॥

স্পেনের জয়-৭ ● আর্জেন্তিনার জয়-৬ ● ড্র-১

॥ বিশ্বকাপের একমাত্র মুখোমুখি ফল ॥

১৯৬৬ (গ্রুপ পর্ব)-আর্জেন্তিনা ২-১ স্পেন

॥ উল্লেখযোগ্য প্রীতি ম্যাচ ॥

২০১০। আর্জেন্তিনা ৪-১ স্পেন
২০১৮। স্পেন ৬-১ আর্জেন্তিনা
২০২৪। আর্জেন্তিনা ২-১ স্পেন

আর্জেন্তিনা-স্পেন মহারণে হাজির থেকে ট্রফি দেবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ১৭ জুলাইঃ রবিবার নিউ জার্সিতে বিশ্বকাপের মেগা ফাইনাল। মুখোমুখি স্পেন-আর্জেন্তিনা। আর এই হাই-ভোল্টেজ ম্যাচেই গ্যালারিতে উপস্থিত থাকবেন খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসের তরফে বৃহস্পতিবার খবরের আনুষ্ঠানিক সত্যতা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। চলতি টুর্নামেন্টে এই প্রথমবার মাঠে আসছেন তিনি। একেবারে গ্র্যান্ড ফিনালের জন্যই নিজের প্রথম উপস্থিতিটা সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন প্রেসিডেন্ট। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিভিট এদিন বলেন, ‘‘আমেরিকার ইতিহাসে এটি সবচেয়ে বেশি দেখা, সুরক্ষিত ও সফল বিশ্বকাপ। তাঁর এই উপস্থিতি সেই সাফল্যের মুকুট পরাবে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় মঞ্চে আয়োজক হিসেবে আমেরিকার দক্ষতার এক উপযুক্ত সমাপ্তি হতে চলেছে এই ম্যাচ।’’ শুক্রবার নিউ ইয়র্কের ট্রাম্প টাওয়ারে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা ফিফার একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও যোগ দেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। গত জুনেই ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফান্তিনো ঘোষণা করেছিলেন, ট্রাম্প ফাইনালে আসবেন এবং বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তুলে দেবেন। হোয়াইট হাউস এবার সেই বক্তব্যকে চূড়ান্ত সিলমোহর দিল। রবিবারের মেগা ম্যাচে ট্রাম্প কার সমর্থক? এই প্রশ্নের সদুত্তর অবশ্য লিভিটের কাছে নেই। তিনি জানান, মার্কিন প্রেসিডেন্ট আর্জেন্তিনা নাকি স্পেনের হয়ে গলা ফাটাবেন, তা তাঁর অজানা। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলনে স্পেনকে তীব্র সমালোচনা ছুড়ে দেন ট্রাম্প। এই ইউরোপীয় দেশটির নামে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য না করার অভিযোগ তোলেন! তাই স্পেনের প্রতি তাঁর সমর্থন থাকার সম্ভাবনা বেশ ক্ষীণ। টুর্নামেন্টের কোনও ম্যাচ দেখতে না এলেও, অন্য এক ফুটবল-বিতর্কে জড়িয়ে আগেভাগেই খবরের শিরোনামে এসেছেন ট্রাম্প। চলতি মাসের শুরুতে বসনিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে মার্কিন স্ট্রাইকার ফোলারিন বালোগুনকে লাল কার্ড দেখানো হয়। সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনোকে সরাসরি অনুরোধ করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। আর সবাইকে চমকে দিয়ে আমেরিকার পরের ম্যাচেই সেই নির্বাসন তুলেও নেয় ফিফা।

ফিরে এল সৌদি-ম্যাচের জুজু!

বিশ্বকাপ ফাইনাল পরিচালনায় মেসিদের সেই ‘অপয়া’ রেফারি

সংবাদ সংস্থা, জুরিখ, ১৭ জুলাইঃ মঞ্চ প্রস্তুত। আগামী রবিবার নিউ ইয়র্কে ২০২৬ বিশ্বকাপের খেতাবি লড়াইয়ে মুখোমুখি আর্জেন্তিনা ও স্পেন। আর এই হাই-ভোল্টেজ ম্যাচে রেফারির দায়িত্ব পেলেন স্লোভেনিয়ার স্লাভকো ভিনচিচ। বিশ্বফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ফিফা আনুষ্ঠানিকভাবে এই খবর জানিয়েছে। দায়িত্ব পেয়ে রীতিমতো আবেগপ্রবণ ৪৬ বছরের আধিকারিক। তাঁর চোখে জল চলে আসে। ফিফার রেফারি প্রধান পিয়েরলুইজি কোলিনা একটি ভিডিওবার্তায় এই নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, ‘‘সোনালি স্ট্রাইপ পরাটা দারুণ একটা ব্যাপার। আমি নিশ্চিত আপনারাও একমত হবেন। এটা ভীষণ সুন্দর এবং চমৎকার। পাশাপাশি স্লাভকো ভিনচিচ রেফারি হিসেবে থাকছেন, এটাও একটা দারুণ বিষয়।’’ এই ম্যাচে তাঁকে সাহায্য করবেন তোমাজ ক্লানচনিক ও আন্দ্রাজ কোভাচিচ। চতুর্থ রেফারি আধাম মাখাদমেহ। উল্লেখ্য, স্লাভকো ভিনচিচ-নামটা আর্জেন্তিনীয় সমর্থকদের মনে সুপ্ত আতঙ্ক জাগিয়ে তুলতে বাধ্য। কারণ এই স্লোভেনীয় রেফারিই নীল-সাদা শিবিরের এক চরম দুঃস্বপ্নের সাক্ষী। একটু পিছন ফিরে তাকালেই স্পষ্ট হবে ছবিটা। ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপ। সে বার গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচেই সৌদি আরবের কাছে ১-২ গোলে হেরে যায় লিওনেল স্কালোনির দল। যার ফলে আর্জেন্তিনার টানা ৩৬ ম্যাচ অপরাজিত থাকার বিশ্বরেকর্ড ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। এমন অঘটনের ম্যাচে রেফারির দায়িত্বে ছিলেন ভিনচিচ। মজার বিষয়, সেই খেলায় কর্নার কিকের সময় লিয়ান্দ্রো পারেদেসকে ফাউল করার অপরাধে আর্জেন্তিনাকে একটি পেনাল্টিও দিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে গোল করেন লিওনেল মেসি। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। বিশ্বকাপের মঞ্চে সেটাই লা আলবিসেলেস্তেদের অন্তিম পরাজয়। আন্তর্জাতিক স্তরে ভিনচিচ একেবারেই আনকোরা নন। বরং তাঁর বায়োডেটা রীতিমতো ঈর্ষণীয়। ৪৬ বছর বয়সে তিনি নিজের কেরিয়ারের একদম চূড়ায় রয়েছেন। কাতার বিশ্বকাপে অভিষেক হওয়ার পর, এটি হতে চলেছে তাঁর ষষ্ঠ বিশ্বকাপ ম্যাচ, চলতি আসরে চতুর্থ অ্যাসাইনমেন্ট। ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলেও তাঁর অবাধ বিচরণ। গত ২০২৪ সালে ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে রিয়াল মাদ্রিদ বনাম বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল খেলিয়েছেন ভিনচিচ। ইউরোপীয় আধিকারিকদের কাছে

যা অন্যতম সেরা সম্মান। এর আগে ২০২২ সালের ইউরোপা লিগ ফাইনালেও তিনি বাঁশি হাতে মাঠে নেমেছিলেন। এ ছাড়া নেশন্স লিগ, ক্লাব বিশ্বকাপ থেকে শুরু করে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে নিয়মিত ম্যাচ খেলানোর বিশাল অভিজ্ঞতা রয়েছে ঝুলিতে। এবারের টুর্নামেন্টে রেফারি এবং ভিএআরনিয়ে বিস্তর কাটাছেঁড়া চলছে। অনেকেই অভিযোগ তুলছেন, ফিফা নাকি আর্জেন্তিনাকে বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দিচ্ছে। এমন আবহে মেগা ফাইনাল পরিচালনার দায়িত্ব ভিনচিচের কাছেও বিরাট অগ্নিপরীক্ষা। একদিকে খেতাব ধরে রাখার মরিয়া লড়াইয়ে নামছেন মেসিরা। অন্যদিকে দ্বিতীয় ট্রফির খোঁজে স্প্যানিশ আর্মাডা। হাড্ডাহাড্ডি এই স্নায়ুর যুদ্ধে সামান্য ভুল বাঁশিও ম্যাচের রং বদলে দিতে পারে। স্কালোনির ছেলেদের এখন শুধু স্প্যানিশ আক্রমণভাগ সামলালেই হবে না। পাশাপাশি চার বছর আগের সেই পুরনো সৌদি-ক্ষত এবং ‘অপয়া’ রেফারির জুজুও মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। রবিবার নিউ ইয়র্কের মাঠে তাঁর বাঁশি শেষমেশ কার মুখে হাসি ফোটায়, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

মেসিকে ঘিরে বিশ্বকাপ-পরবর্তী উত্থানের স্বপ্ন এমএলএসের

তিন বছর আগে, ইউরোপের ফুটবল ছেড়ে লিওনেল মেসি যখন মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) যোগ দেন, তখন থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে লেগেছে পরিবর্তনের হাওয়া। এবার দেশটিতেই চলমান বিশ্বকাপে জাদুকরী পারফরম্যান্স দেখাচ্ছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। বিশ্ব আসর শেষে লিগে মেসির ফেরার পর, তার এই জাদুর ছোঁয়ায় এমএলএস আরও বদলে যাবে বলে প্রত্যাশা করছেন প্রতিযোগিতাটির কমিশনার ডন গার্বার।

সংবাদ সংস্থা, মায়ামি, ১৭ জুলাইঃ যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল আসলে বদলে যেতে শুরু করে দুই দশক আগে। সেসময় লস অ্যাঞ্জেলস গ্যালাক্সির সঙ্গে চুক্তি করেন প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক ডেভিড বেকহ্যাম। এই লিগে যোগ দিয়ে, সেটাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন মেসি। এখন বেকহ্যামেরই মালিকানাধীন ইন্টার মায়ামিতে খেলছেন তিনি। উত্তর আমেরিকা বিশ্বকাপে দুর্দান্ত ছন্দে আছেন মেসি। এখন পর্যন্ত আসরে কিলিয়ান এমবাপের সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ ৮টি গোল করেছেন তিনি। সঙ্গে চারটি অ্যাসিস্ট করে গোল্ডেন বুটের লড়াইয়ে আছেন সবার উপরে। তৃতীয়বারের মতো গোল্ডেন বলও জিততে পারেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের অধিনায়ক। মেসির চওড়া কাঁধে ভর করেই টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠে গেছে আর্জেন্টিনা। সেমি-ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৮৪ মিনিট পর্যন্ত পিছিয়ে থাকার পর, অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তনে শিরোপা ধরে রাখার শেষ ধাপে পৌঁছে গেছে তারা। ইংলিশদের ২-১ গোলে হারানোর পথে দলের দুটি গোলেই অ্যাসিস্ট করেন মেসি। ফুটবলের সবচেয়ে বড় মঞ্চে মেসির এসব বীরত্বপূর্ণ পারফরম্যান্স, ক্লাবে ফেরার পর

তাকে আরও বড় আকর্ষণে পরিণত করবে বলে মনে করছেন গার্বার। ‘‘মেসি যখন বার্সেলোনায় খেলতেন, তখন আমরা লিগের কেউই সত্যিকার অর্থে বুঝিনি তিনি কী ধরনের খেলোয়াড়, আমরা শুধু ভক্ত হিসেবে তাকে দেখতাম। সত্যি কথা হচ্ছে, শেষ মুহূর্তে ডান পায়ের একটি ক্রসে বিশ্বজুড়ে দর্শকের সামনে ম্যাচ জেতানো এবং দলকে ফাইনালে তুলে নেওয়া- তারপর আর্জেন্টিনার জার্সি খুলে এমএলএসের একটি জার্সি পরে মাঠে নামা- এমন কিছু ঘটতে পারে, আমি কখনও কল্পনাও করিনি।’’ আগামী ২০ জুলাই ভারতীয় সময় সাড়ে ১২টায় (এএম) বিশ্বকাপের ফাইনালে স্পেনের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। শুধু মেসিই নন, এখন ফুটবল বিশ্বের আরও অনেক তারকাই যোগ দিচ্ছেন এমএলএসের ক্লাবগুলোতে। বিশ্বকাপের পর স্থানীয় প্রতিভা এবং বৈশ্বিক সুপারস্টারদের একটি মেলবন্ধন এই প্রতিযোগিতাকে আরও এগিয়ে নেবে, এমন প্রত্যাশা করা হচ্ছে। আর বিশ্বকাপের সহ-আয়োজকদের একটি হওয়ায়, যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে নতুন হাওয়া লাগবে বলে মনে করছেন গার্বার। গত মাসে রয়টার্সকে তিনি বলেছিলেন, ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ’ যুক্তরাষ্ট্রের লিগের নতুন যুগের সূচনা এনে দেবে। এমএলএসের এই অগ্রগতি আরও ত্বরান্বিত হতে পারে অরল্যান্ডো সিটির নতুন চুক্তিবদ্ধ ফরোয়ার্ড আঁতোয়ান গ্রিজমানের আগমনে। লা লিগার ক্লাব আতলেতিকো মাদ্রিদের সর্বকালের সর্বোচ্চ এই গোলদাতা জানান, এমএলএসের প্রতিযোগিতার মান বিগত বছরগুলোর তুলনায় অনেক বেড়েছে। ‘‘বিশ্বকাপের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের অসংখ্য শিশু ফুটবল উপভোগ করার সুযোগ পাচ্ছে এবং বল পায়ে নেওয়ার অনুপ্রেরণা পাচ্ছে। আমরা আশা করি স্টেডিয়ামগুলোতে এমন ফুটবল উপহার দিতে পারব, যা দেখে শিশুরা নিজেরাও ফুটবল খেলতে আগ্রহী হবে।’’

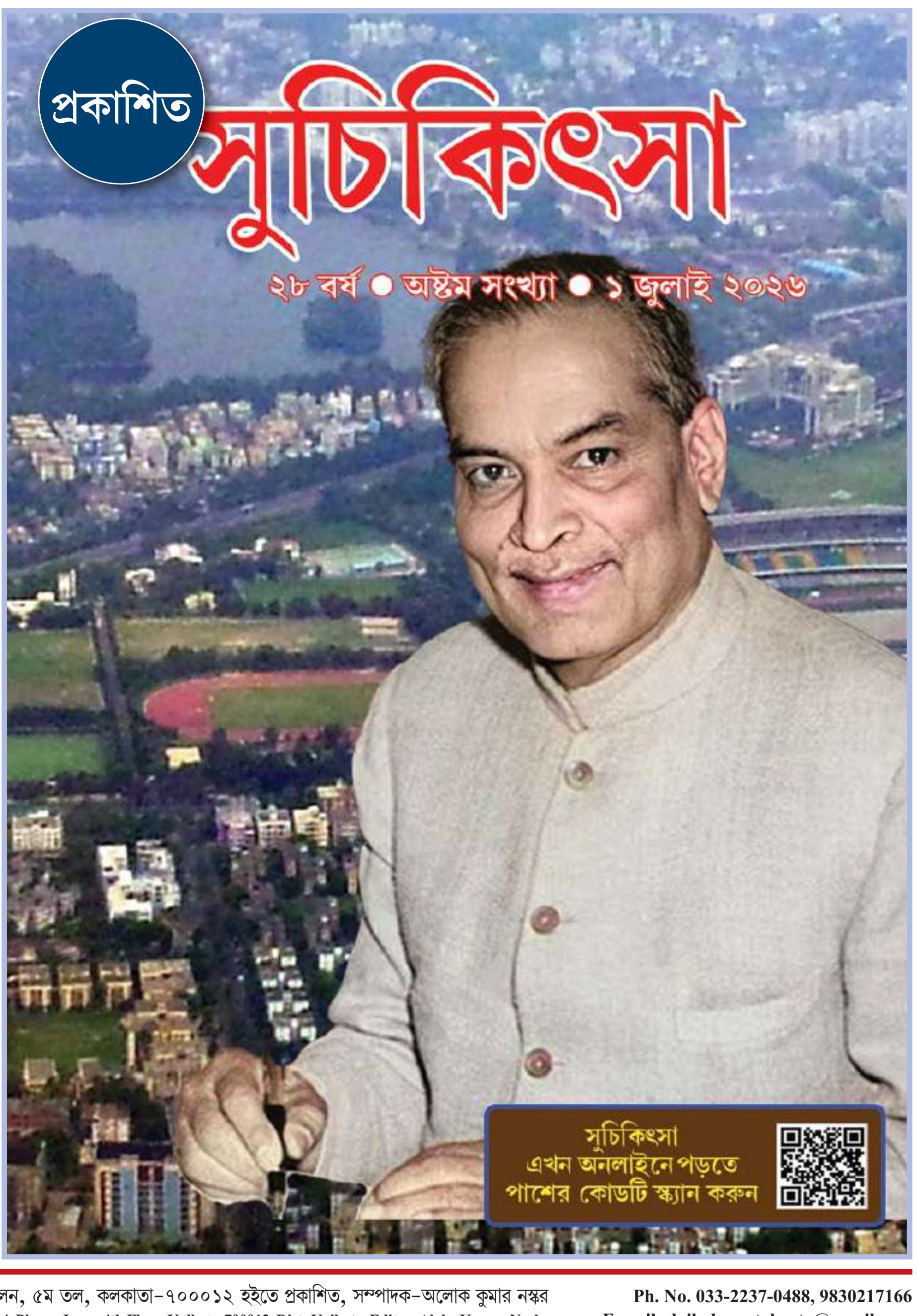

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com